উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,৩৯১.৭২ (-৫৩.৪৯)

নিফটি : ২৫,১০৪.২৫ (+১.০৫)

জনসংখ্যায় শীর্ষেই ভারত
২০২৩-এ জনসংখ্যায় চিনকে পিছনে ফেলেছিল ভারত। দু'বছর পরেও ছবিটা বদলায়নি। চলতি বছরের শেষ নাগাদ এদেশের জনসংখ্যা ১৪৬ কোটিতে পৌঁছে যেতে পারে। » ৭

কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব চান মমতা
বীরভূম জেলার তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে জেলার নেতাদের বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৬° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

খুনের পর লেখেন 'সাত জনম সাথ' » ৭

শিলিগুড়ি ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 11 June 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 24

তীব্র গরমে নাজেহাল পড়ুয়ারা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : মঙ্গলবার সকাল ৭টাতেই সূর্য তখন বেশ চোখ রাঙাচ্ছে। অস্বাভাবিক গরমে শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাকপ্রাথমিক ও তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের নাজেহাল অবস্থায় ক্লাস করতে দেখা গেল। ক্লাসে বসে থাকা পড়ুয়াদের দরদর করে ঘামতে দেখে প্রধান শিক্ষক তাদের লস্যি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন। বেলা দেড়টায় টিফিনের সময়টায় শক্তিগড় বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের মাঠ খাঁখাঁ করছিল। স্কুলে কোনও ডাইনিং হল নেই। গরমে মাঠে বসেই রোদের মধ্যে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল খেতে দেখা গেল। জ্ঞান ভারতী বিদ্যাপীঠ স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা ২০০-রও বেশি। একটিই ক্লাসঘর। গরমে সেখানে বসে ক্লাস করতে গিয়ে পড়ুয়ারা এদিন ঘেমেনেয়ে একশা। বেলা আড়াইটে নাগাদ প্রধান শিক্ষিকা ফ্যান হাতে স্কুলে ঢুকলেন। বললেন, 'স্কুলে এসে দেখি গরমে পড়ুয়ারা কষ্ট পাচ্ছে। তাই টিফিনের সময় নতুন ফ্যান কিনতে গিয়েছিলাম।' মঙ্গলবার এভাবেই শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্কুলে চরম ভোগান্তি হল।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলোতে যাতে সকালে ক্লাস করানো হয় সেই আবেদন জানিয়ে ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে এদিন চিঠি দেন।

দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলিতে একই সময় গরমের ছুটি দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে শিক্ষাবিদরা প্রশ্ন তুলেছিলেন। এদিন সেই প্রশ্ন যেন অনেকটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। এদিন শিলিগুড়ির তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলেও অনেক বেশি গরম অনুভূত হয়েছে। গরমের মধ্যে স্কুলে হঠ্যাৎ লস্যি পেয়ে পড়ুয়াদের মুখে স্বস্তির হাসি দেখা গেল। দক্ষিণ শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকার বলেন, 'এই গরমে সকালে স্কুল করতেই পড়ুয়াদের অসুবিধা হচ্ছে। পড়ুয়াদের যাতে শরীরে জলের ঘাটতি না হয় সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।' অনেক অভিভাবক পড়ুয়াদের দিতে স্কুলে এসে বাইরে বসে থাকেন। এই গরমে তাঁরাও সমস্যায় পড়েছেন। এদিন তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রাথমিকে ছেলেকে স্কুলে নিয়ে আসার পর বাইরে বসে এরপর দশের পাতায়

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই

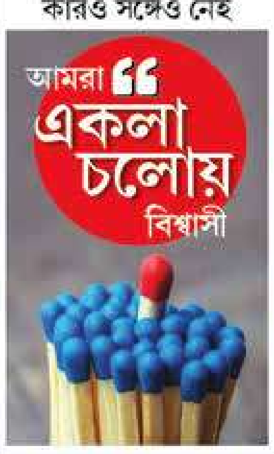

দহনদিন

রেকর্ড

- পুরুলিয়াকেও হার মানাল বাগডোগরা। মঙ্গলবার সেখানে তাপমাত্রা ছিল ৩৯.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যা এদিন রাজ্যর সর্বোচ্চ
- ২০২৩-এর রেকর্ড স্পর্শ করেছে জলপাইগুড়ি। '২৩-এর ৭ জুন জলপাইগুড়ির তাপমাত্রা ছিল ৩৮.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। মঙ্গলবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একই জায়গায়।
- দার্জিলিং পাহাড়ের বাইরে প্রতিটি জায়গাতেই তাপমাত্রার অনুভূতি ছিল ৪৩-৪৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

কেন অনুভূতি বেশি

এসময় যেহেতু বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি রয়েছে, ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটায় শরীর থেকে জল প্রয়োজনমতো বাষ্পায়িত হতে পারছে না। বরং ঘাম বেশি হচ্ছে। কিছুটা শারীরিক অস্বস্তির জন্য তাপমাত্রা বেশি অনুভূত হচ্ছে।

গরমে মৃত্যু

- প্রচণ্ড গরমে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের ভাটিবাড়ি বাজারে মৃত্যু বৃদ্ধের। হিটস্ট্রোকেই এই পরিণতি বলে মত চিকিৎসকদের
- মালদার সাহাপুরে স্কুলে বিদ্যুৎ না থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন শিক্ষিকা
- জলপাইগুড়ি জেলায় স্কুলে গিয়ে অসুস্থ তিন খুদে
- অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলেই টিনের শেড থাকায় পরিস্থিতি ভয়ংকর
- কিছু স্কুলে আবার নেই ফ্যান, ফলে গরমে কাহিল শিশুরা

গাছ কেটে এসির খোঁজ

প্রতিটি জেলা শহরেই কাটা পড়ছে একের পর এক গাছ। ব্যবসা, উন্নয়নের কুড়ুলের কোপ পড়ছে বনাঞ্চলেও। আইন মোতাবেক বৃক্ষরোপণ হয়নি। এদিকে, গরম থেকে বাঁচতে ঘরে ঘরে বসছে এসি।

মঙ্গলবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

দার্জিলিং- ২৫.৬
জলপাইগুড়ি- ৩৮.৬
কোচবিহার- ৩৭.৭
মালদা- ৩৭.৬
শিলিগুড়ি- ৩৬.৭
(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)

কেন এমন পরিস্থিতি?

এই অঞ্চলে হঠাৎই সক্রিয় হয়ে উঠেছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ঝঞ্ঝার বাধায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে বৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জলীয় বাষ্প টানতে পারছে না। পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে না কোনও ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপ অক্ষরেখা।

পূর্বাভাস

বুধ থেকে শনিবার পর্যন্ত জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহারে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সম্ভাবনা। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রবি এবং সোমবার। দার্জিলিং এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে শুক্র থেকে সোমবার পর্যন্ত। ভারী বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বুধ এবং বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার থেকে টানা তিনদিন মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

" বুধবার থেকে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির বদল ঘটবে। শুক্রবার থেকে টানা কয়েকদিন হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।
-গোপীনাথ রাহা,
কেন্দ্রীয় অধিকর্তা, আবহাওয়া দপ্তর, সিকিম

মমতা-শুভেন্দু বেনজির তর্জা

কটুকথায় গৌণ সেনা সম্মান

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ বিজেপির। মাঝে শুভেন্দু অধিকারী।

কলকাতা, ১০ জুন : সেনার সম্মানে প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি ছিল না কারও। প্রস্তাবে অপারেশন সিঁদুরের উল্লেখ না থাকা নিয়ে অসন্তোষ ছিল বিজেপি শিবিরের। কিন্তু বিধানসভা মঙ্গলবার তেতে উঠল শাসক শিবির কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ তোলায়। বিধানসভা হয়ে উঠল মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার বাগযুদ্ধের মঞ্চ।

শুভেন্দু অধিকারীকে 'লিমিটলেস অপোজিশন লিডার' বলে কড়া সমালোচনা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী দলনেতা পালটা পরে মুখ্যমন্ত্রী পাকিস্তানের হয়ে কথা বলছেন বলে মন্তব্য করেন। যার জেরে শেষপর্যন্ত বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব এনেছে তৃণমূল। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওই প্রস্তাব নিয়ে বুধবার সিদ্ধান্ত জানাবেন বললেও তাঁর প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট।

অধ্যক্ষের সাফ কথা, 'বিধানসভার ভিতরে মুখ্যমন্ত্রী এমন কিছু বলেননি যা পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতি বলে মনে হয়। অথচ বিধানসভার বাইরে বিরোধী দলনেতা সাংবাদিক বৈঠকে মিথ্যাচার করেছেন।'

শুভেন্দু অবশ্য বলেন, 'নোটিশকে থোড়াই কেয়ার। ওঁদের দম জানা আছে। আগে সাতবার স্বাধীকার ভঙ্গের নোটিশ দিয়েছে। এটা আটবার হবে। চিঠি পাঠালে যা বলার বলব।'

সরকারপক্ষ এমন একটি প্রস্তাব মঙ্গলবার পেশ করেছিলেন, যা নিয়ে মতবিরোধের কোনও সুযোগ ছিল না। সেনাকে প্রস্তাবে সম্মান জানালেও অপারেশন সিঁদুর উল্লেখ না করায় এবং সেই অভিযানে প্রধানমন্ত্রীকে কৃতিত্ব দিতে শাসকপক্ষ রাজি না থাকায় বিরোধ চরমে ওঠে।

মমতা তাঁর ভাষণে বলেন, 'এই সময়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা করতে পারল না।' কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা ব্যর্থতাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'এটা টোটাল ইন্টেলিজেন্স ফেলিওর। কেন সরকারের কাছে খবর ছিল না? এটা সরকারের ব্যর্থতা।' তাঁর এই বক্তৃতার সময় বিরোধী বেঞ্চে বিজেপি বিধায়করা 'মোদি মোদি' স্লোগান দিতে শুরু করেন।

এতে ক্ষুব্ধ মমতা শুভেন্দুর উদ্দেশে বলেন, 'আপনাকে আমি ইগনোর করি। এরপর দশের পাতায়

'উধাও' সেই বাংলাদেশি ছাত্র

উত্তরবঙ্গ সংবাদ অন্তর্তদন্ত ২

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

৪৮ ঘণ্টা সময়

- বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিতে ওই বিদেশি ছাত্রের দুটি নাম রয়েছে- শান এবং শান্ত
- বেআইনিভাবে শিক্ষকতার খবর প্রকাশের পরই উধাও তরুণ
- ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার
- বিভাগীয় প্রধানের ওপরই যাবতীয় দায় চাপাচ্ছেন প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : আইন ভেঙে শিক্ষক হওয়া বাংলাদেশি ছাত্র শান ভৌমিককে নিয়ে প্রকাশ্যে এল একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। শান এবং শান্ত- বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিতে ওই বিদেশি ছাত্রের দুটি নাম পাওয়া গিয়েছে। যা নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে ওই ছাত্র ভারতীয় নাগরিকত্বের নথি তৈরি করেছেন কি না তাও তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। শান শিবমন্দির এলাকায় ভাড়া থাকেন। অথচ নথি বলছে, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার শিলিগুড়ির সুকান্তপল্লি শাখায় তাঁর নামে অ্যাকাউন্ট রয়েছে।

মঙ্গলবারই শান সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তারপর থেকেই 'উধাও' হয়ে গিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার দিনভর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। জয়েন্ট রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, মোবাইলে ফোন করা হয়েছে, মেসেজ পাঠানো হয়েছে, কিন্তু উত্তর দেননি শান। শিবমন্দির এলাকায় যেখানে ভাড়া থাকেন ওই ছাত্র সেখানে লোক পাঠিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তারপরই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পাসপোর্ট এবং ভিসা নিয়ে শানকে তাঁর দপ্তরে সশরীরে হাজির হওয়ার জন্য লিখিত নির্দেশ দিয়েছেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার। নির্দিষ্ট সময়ে হাজির না হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হতে পারে বলেও জানিয়েছেন স্বপন। ইতিমধ্যেই গেস্ট ফ্যাকাল্টির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে শান-এর নাম।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশের পর মঙ্গলবার তদন্তের জন্য মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধান বরুণ রায়কে ডেকে পাঠান জয়েন্ট রেজিস্ট্রার। শেষ তিন বছরে সংশ্লিষ্ট বিভাগের গেস্ট ফ্যাকাল্টি সংক্রান্ত যাবতীয় নথি চেয়ে পাঠানো হয়। যাচাই করা হয় অর্থ দপ্তরের নথিও। বরুণের কাছে থাকা নথিপত্র খতিয়ে দেখেন কলা বিভাগের ডিন মহেন্দ্রনাথ রায়ও। জয়েন্ট রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, সব জেনেও ছাত্র ভিসায় আসা শানকে গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল মাস কমিউনিকেশনের ডিপার্টমেন্টাল কমিটি। তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দেবাশিস দত্ত গেস্ট ফ্যাকাল্টির জন্য অনুমোদন দিয়েছিলেন। এদিন নথি যাচাইয়ের পর দেখা গিয়েছে যে, শান বর্তমানে উইমেন স্টাডিজ বিভাগের একজন ছাত্র। এরপর দশের পাতায়

মিলনে বাধা, মৃত্যু চিতাবাঘের

মহম্মদ হাসিম ও খোকন সাহা

নকশালবাড়ি ও বাগডোগরা, ১০ জুন : মিলনে বাধা। আর তার জেরেই এক পূর্ণবয়স্ক মাদি চিতাবাঘের প্রাণ গেল বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত কিরণচন্দ্র চা বাগানের ঘটনা।

চিতাবাঘটি যে মারা গিয়েছে তা অবশ্য এদিন প্রথমে সহজে বোঝা যায়নি। প্রায় ১০০ মহিলা শ্রমিক এদিন সকালে বাগানের ১২ নম্বর সেকশনে পাতা তোলার কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা ওই চিতাবাঘটিকে সেখানে পড়ে থাকতে দেখেন। সেটি এমনভাবে পড়ে ছিল যে, দেহে প্রাণ নেই তা একনজরে বোঝা যাচ্ছিল না। শ্রমিকরা প্রচণ্ডভাবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অনেকেই জায়গাটি ছেড়ে পালান। পরে পটকা ফাটিয়ে, জোরে জোরে শব্দ করে সেটিকে এলাকাছাড়া করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বলাই বাহুল্য, সেই চিতাবাঘ সরেনি। শেষে বাগানের জেনারেল ম্যানেজার প্রত্যুষ গঙ্গোপাধ্যায় এলাকায় পৌঁছান। বনকর্মীদের খবর দেওয়া হয়। তাঁরা সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পরে তাঁরা ওই চিতাবাঘটি উদ্ধার করে নিয়ে যান।

বন বিভাগের কার্সিয়াংয়ের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বললেন, 'চিতাবাঘটির ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। সেটির শ্বাসনালিতে আঘাতের চিহ্ন ছিল। আবার থাবায় ও নখে রক্তের দাগ ছিল। সবকিছু দেখে মনে হয়েছে অন্য কোনও চিতাবাঘের সঙ্গে সেটির লড়াই হয়েছে। তা এলাকা দখল বা মিলনে বাধার কারণে হয়ে থাকতে পারে।' ওই চিতাবাঘের মৃত্যুর পিছনে পরের কারণটিই দায়ী বলে বনকর্মীদের বেশির ভাগের ধারণা। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে সাড়ে চার বছর বয়সি ওই মাদি চিতাবাঘটির মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে বন দপ্তরের বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া জানিয়েছেন।

এদিন এই বাগানের ওই সেকশনে 'প্লাকিংমেলা' ছিল। জেনারেল ম্যানেজার বললেন, 'সকাল ৭টা থেকে পাতা তোলার কাজের কথা ছিল। সাড়ে ৬টা নাগাদ আমি সেখানে যাই। চিতাবাঘটিকে দেখে মনে হচ্ছিল সেটি টানটান করে ঘুমিয়ে আছে। সেটি যে মারা গিয়েছে সেটি আমরা পরে বুঝতে পারি।' এই বাগানে মাঝেমধ্যেই চিতাবাঘ হানা দেয়। বন দপ্তরের তরফে যাতে প্রতিনিয়ত এখানে টহলদারি চালানো হয় তিনি সেজন্য দাবি জানিয়েছেন। তাঁর সুরে বাগানের শ্রমিকদের অনেকেই সরব হন। তাঁদেরই একজন বললেন, 'এদিন যা হল তা সহজে ভুলব না। বাগানে যাতে চিতাবাঘ না আসে সেজন্য বন দপ্তরের তরফে নিয়মিতভাবে নজরদারি চালানো উচিত।'

কিরণচন্দ্র চা বাগানে চিতাবাঘের দেহ। মঙ্গলবার।

প্রকৃতি কর্মশালা

কালচিনি, ১০ জুন : অসমের একটি প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠন সহ আরও দুই সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতি সংরক্ষণ নিয়ে কালচিনির বনছায়া বস্তিতে সোমবার থেকে কর্মশালা শুরু হয়েছিল। তা শেষ হল মঙ্গলবার। সেখানে প্রকৃতিকে রক্ষা করা নিয়ে আলোচনা করেন অসমের ওই সংগঠনের রিসোর্সপার্সন সৌম্যদীপ দত্ত, আরেকটি আয়োজক সংগঠনের সদস্য রামকুমার লামা প্রমুখ। সেখানে লোকনৃত্য ও লোকসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা।

ক্যারাটেতে ১২ রত্ন

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১০ জুন : মেজবিলের কৃষক পরিবারের সন্তান শিবশংকর সরকার। আর পলাশবাড়ির নয়ন বর্মনের বাবা পরিযায়ী শ্রমিক। দুজনই ক্যারাটে শিখে একাধিক পদক পেয়েছেন। এখন তাঁরা বিনামূল্যে স্কুল পড়ুয়াদের ক্যারাটে শেখান। তাদের মধ্যে ১৩ জন এবার একাদশ ওপেন ক্যারাটে স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেছিল। ৮ জুন শিলিগুড়িতে প্রতিযোগিতাটির আসর বসে। সেখানে একাধিক পদক পেয়ে মঙ্গলবার বাড়ি ফিরল মীনাক্ষী বিশ্বাস, শুভজিৎ বর্মনরা। কেউ জিতেছে স্বর্ণপদক, কারও ঝুলিতে ঢুকেছে সিলভার এবং ব্রোঞ্জপদক।

শিবশংকরের কথায়, 'গ্রামের আরও অনেকে এখন ক্যারাটে শিখছে। তাদের মধ্যে বাছাই করা ১৩ জনকে নিয়ে গিয়েছিলাম শিলিগুড়ির ওই প্রতিযোগিতায়। ১২ জনই পদক পেয়েছে।' ওদের এই সাফল্য আরও অনেককে অনুপ্রাণিত করবে বলে জানালেন নয়ন।

১২ জনের মধ্যে জোড়া স্বর্ণপদক পায় অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া ঋক বর্মন। সে ক্যারাটের কাতা এবং কুমি, দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয়। নবম শ্রেণির শুভজিৎ বর্মন এবং একাদশ শ্রেণির ধীরাজ মণ্ডল কাতা বিভাগে স্বর্ণপদক পেয়েছে। তবে কুমিতে শুভজিতের ঝুলিতে ঢুকেছে সিলভার এবং ধীরাজের ব্রোঞ্জ। নবম শ্রেণির স্মিতা দাস আবার দুই বিভাগেই ব্রোঞ্জপদক জিতেছে। পৌলোমিতা রায় কাতা বিভাগে জিতেছে স্বর্ণপদক। মীনাক্ষী বিশ্বাস কাতাতে স্বর্ণপদক জিতেছে, কুমিতে পেয়েছে ব্রোঞ্জ। ত্রিসা রায় কুমিতে পদক পায়নি। তবে কাতা বিভাগে ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে। সৌত্রিক বর্মন কাতাতে ব্রোঞ্জ, কুমিতে সিলভার, রমিক সরকার কাতা ও কুমি, দুটিতেই ব্রোঞ্জ, সুদীপ্ত বর্মন কাতা বিভাগে ব্রোঞ্জ, জিসু বিশ্বাস এবং অপু বর্মন কাতা বিভাগে সিলভার পদক জিতেছে।

পদক হাতে মেজবিলের পড়ুয়ারা।

> পদক পাব, সেটা ভেবেই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তবে দুটো বিভাগেই স্বর্ণপদক পাব, সেটা ভাবিনি। এই জয় মনের জোর আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
>
> – **ঋক বর্মন** *স্বর্ণপদক জয়ী*

এভাবে পদক মেলায় পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে অনেকটাই। ঋকের কথায়, 'পদক পাব, সেটা ভেবেই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তবে দুটো বিভাগেই স্বর্ণপদক পাব, সেটা ভাবিনি। এই জয় মনের জোর আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।'

এখন মেয়েদের সুরক্ষা নিয়ে অভিভাবকদের অনেকেই চিন্তিত। তা ভেবেই মেয়েকে আত্মরক্ষার কৌশল শেখাতে পাঠান দেবকুমার বিশ্বাস। তাঁর মেয়ে মীনাক্ষী স্বর্ণ এবং ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। দেবকুমারের কথায়, 'কৃষিকাজ করি। কিন্তু দিনকাল ভালো না। তাই মেয়ে যাতে নিজের সুরক্ষা নিজেই করতে পারে, সেই ভেবে মেয়েকে ক্যারাটেতে দিই। আর তাতে সে পদক জিতেছে। এজন্য আমরা আরও বেশি খুশি।' এই পড়ুয়ারা যোগেন্দ্রনগর হাইস্কুল, শিলবাড়িহাট হাইস্কুল এবং শিলবাড়িহাট আরআর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায় বললেন, 'পড়াশোনার বাইরে ক্রীড়াজগতেও পড়ুয়াদের এমন সাফল্যের কথা জেনে ভালো লাগে। এই পদক বাকি পড়ুয়াদের আরও বেশি উজ্জীবিত করবে।'

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার চাঁচলে

চাঁচল, ১০ জুন : সোমবার গভীর রাতে চাঁচল থানার কালীগঞ্জ এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হয় এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম শেখ মিনসারুল (৫০)। বাড়ি জগন্নাথপুর এলাকায়। গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায়। বাইক সহ ধৃতকে ধরে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ধৃতের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে একটি পাইপ গান, একটি কার্তুজ। সঙ্গে থাকা বাইক এবং একটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক তাকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। চাঁচল থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এল, কী উদ্দেশ্য ছিল, এসব আমরা খতিয়ে দেখছি।'

কর্মখালি

Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। 9434117292. (C/116804)

•

Application are invited for the D.El.ED. post of Asst. Prof. in Bio-Science in Manoranjan Saha memorial B.Ed College. Mob No-9641935498. President. (S/C)

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

ব্যবসা/বাণিজ্য

ময়নাগুড়ি আশীর্বাদ মাইক্রোফাইন্যান্স শাখা অফিসটি শ্মশানঘাট মোড় থেকে দেবীনগর ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার উপরে স্থানান্তরিত হল। 7601969947. (S/C)

অ্যাফিডেভিট

আমার পিতার ভোটার আই.ডি. কার্ড নং LZL 2292654 এবং আধার কার্ড নং 895470095769 নাম ভুল থাকায় গত 21.03.25, সদর কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে পিতা Abu Taleb, Aabutaleb Mia এবং Abu Taleb Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। ঢাংঢিংগুড়ি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার পঃ বঃ-Mostafir Alam. (C/115963)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-64/23038 নাম ভুল থাকায় গত 09-06-2025 নোটারি পাবলিক সদর, কোচবিহার, পঃ বঃ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Arindam Biswas এবং Arindom Biswas এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হাজরা পাড়া, কোচবিহার। (C/116786)

•

I, Sunil Roy, S/o. Dwijendra Nath Roy, Permanent Address - Vill - Badani Para, Post. Dhap ganj, Dist. Jalpaiguri (W.B.), Pin - 735122, Posted Ad 52nd BN SSB Araria, Bihar, Pin - 854311, Uin - 11060607 HC/GD. Erroneously my Mother name and DOB, Taramuni Roy, 01-01-1957 in my service book. On 10-06-2025 before E.M. Court, Jalpaiguri I declared Actual my mother name is Taramani Roy and D.O.B. is 02-09-1957. (C/116615)

•

জন্ম শংসাপত্রে আমার পিতার নাম ভুল থাকায় গত 06.05.25 তারিখে E.M. কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Subhash Chandra Roy এবং Subhash Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। Victor Roy, Jalpaiguri. (C/116613)

•

আমার ভোটার কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত ০৯-০৬-২০২৫ তারিখে E.M. কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Monali Khatun এবং Bachha Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/116611)

•

আমার ভোটার কার্ড নং-WB/01/005/606012, আধার কার্ড নং - 305691607317 এবং প্যান কার্ড নং - CSYPK5077R-এ আমার নাম ভুলক্রমে Paresh Karji হওয়ায় গত 09-06-2025 J.M. 1st ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Paresh Karji এর বদলে Paresh Karjee হলাম। Paresh Karjee ও Paresh Karji একই ব্যক্তি। Paresh Karjee, ঘুঘুমারী, কোচবিহার।

হারানো/প্রাপ্তি

আমি জিতেন ঘোষ Chain Sale Deed No. 8422 Date-16-12-2013 এই নাম্বার দলিলটি গত 27-05-2025 তারিখে হারিয়ে যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে 9907921161 নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। (C/116789)

পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাংক ...ভরোসে কা প্রতীক ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি মনিটরিং ব্র্যাঞ্চ, এনজেপি(শিলিগুড়ি)
তৃতীয় তলা, ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
ইমেল ঃ- cs8289@pnb.co.in, টেলি ঃ- ০৩৫৩-২৪৩২৬৬৪

রেফারেন্স নং ঃ এআরএমবি/এনজেপি/ /২০২৫-২৬ **তারিখ ঃ- ০৩.০৬.২০২৫**

[illegible]

বিষয় :- ব্যাংকের দখলীভূত সম্পত্তির সমস্ত ব্যক্তিগত সামগ্রী এবং জিনিসপত্রের অপসারণ।

[illegible]

আপনার বিশ্বস্ত
দীপক কুমার শাহ
অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক
এআরএমবি শিলিগুড়ি

পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাংক ...ভরোসে কা প্রতীক ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি মনিটরিং ব্র্যাঞ্চ, এন.জে.পি (শিলিগুড়ি)
ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, তৃতীয় তলা, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ
[ইমেল: cs8289@pnb.co.in ফোন নং: ০৩৫৩-২৪৩২৬৬৪]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

[illegible]

সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির অনুসূচি

ক্রমিক নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম ও ঠিকানা	খ) স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা	ক) সারফেসি আইনের অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) ই-অকশনের তারিখ/সময়	ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা
১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

শর্তাবলি [illegible]

তারিখ: ১১.০৬.২০২৫
স্থান: শিলিগুড়ি

স্বাক্ষরিত - অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

সারফেসি আইন ২০০২ এর ৮(৬) এর অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে পার্কিং লট পরিচালনার উপার্জন চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ- ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **কাজের নাম ঃ** মালদা ডিভিশনের ভাগলপুর (বিজিপি), নাথনগর (এনএটি), নিমতিতা (এনআইএলই), সুজনীপাড়া (এসপিএলই), তিনপাহাড় (টিপিএইচ), সাহিবগঞ্জ (এসবিজি) ও রাজমহল (আরজেএল) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লটের পরিচালনা। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পার্কিং-২৫-০৭। **অকশন শুরু ঃ** ২৫.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। যথাক্রমে **ক্রমিক সংখ্যা ও লট নং; স্টেশন ঃ** (১) পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি-টিডব্লু-৭১-২৫-১; ভাগলপুর। (২) পার্কিং-এমএলডিটি- এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২; নাথনগর। (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএক্স- ৫৪-২৩-১; নিমতিতা। (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১; সুজনীপাড়া। (৫) পার্কিং-এমএলডিটি-টিপিএইচ-এমএক্স-২৭-২৫-১; তিনপাহাড়। (৬) পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিজি-এমএক্স-৬৭-২৫-২; সাহিবগঞ্জ। (৭) পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিডি-৭৪-২৫-১; রাজমহল। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-81/2025-26) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নির্দেশমূলক বিজ্ঞপ্তি

২০২৫-২৬ (ইএন-০১/২০২৫) বর্ষের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে বিভিন্ন বেতন স্তরে স্কাউটস এবং গাইডদের জন্য (খোলা বিজ্ঞাপন) নিয়োগ।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-২৬ বর্ষের জন্য ১২টি পদ [লেভেল-২ গ্রুপ-সি = ০২টি পদ এবং লেভেল-১ (পূর্ববর্তী গ্রুপ-ডি) = ১০টি পদ] পূরণের জন্য ভারতের নাগরিক যোগ্য স্কাউটস এবং গাইডদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করছেন।

বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ ঃ ০৬/০৬/২০২৫
আবেদনের শেষ তারিখ ঃ ০৭/০৭/২০২৫

দ্রষ্টব্য ঃ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, জম্মু ও কাশ্মীর, লাহুল ও স্পিতি জেলা, হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার পাঙ্গি উপ-বিভাগ, লক্ষদ্বীপ এবং বিদেশে বসবাসকারী প্রার্থীদের জন্য, শেষ তারিখ ১৭/০৭/২০২৫ শুধুমাত্র ডাকযোগে।

আবেদনকারীরা বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট ঃ **www.nfr.indianrailways.gov.in** → জেনারেল ইনফো রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন্স (ক্রীড়া, স্কাউটস ও গাইডস এবং সাংস্কৃতিক) → স্কাউটস ও গাইডস কোটার জন্যে নিয়োগ।

জেনারেল ম্যানেজার (পি), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

নং. আরই/এওয়াইইউ-জিইউপি/১ তারিখ ঃ ০৪-০৬-২০২৫
প্রোফর্মা ১০-০২

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অভয়াপুরী (ব্যতীত) -গৌরীপুর (ব্যতীত)-এ ২৫ কেভি এসি ট্র্যাকশনের প্রবর্তন পথ ব্যবহারকারীদের প্রতি সতর্কবার্তা

এতদ্বারা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অভয়াপুরী (ব্যতীত) -গৌরীপুর (ব্যতীত)সেকশনের মধ্যে ২৫ কেভি এসি ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনের প্রবর্তন সম্পর্কে জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে অত্যধিক উচ্চতার লোডের সংস্পর্শের জন্য অথবা জীবন্ত ট্র্যাকশন ওয়্যার-এর জন্য সম্ভাব্য বিপদ প্রতিহত করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি লেভেল ক্রসিংয়ে রাস্তার স্তর থেকে নির্দিষ্ট ৪.৭৮ মিটার উচ্চতায় গজের উচ্চতা উত্থিত করা হয়েছে।

সেকশন	তারিখ
অভয়াপুরী (ব্যতীত) -গৌরীপুর (ব্যতীত)	১৫-০৬-২০২৫

এতদ্বারা গাড়ি লোডিং করার সময় নির্ধারিত উচ্চতার প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি কোনো কারণেই যেন গাড়িগুলির বহন করা সামগ্রী গজের উচ্চতা লঙ্ঘন না করে, তা নিরীক্ষণ করার জন্য জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে।

অত্যধিক উচ্চতার লোড থেকে সম্ভাব্য বিপদগুলি নিম্নরূপঃ-

i) গজের উচ্চতার প্রতি বিপদ এবং পথের পাশাপাশি রেলওয়ে লাইনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে।
ii) বহন করা সামগ্রী অথবা উপকরণ অথবা গাড়ির নিজস্ব বিপদ।
iii) আগুনের বিপদ এবং কনডাক্টরের সংস্পর্শ অথবা বিপজ্জনক নৈকট্যের ফলে জীবনের ঝুঁকি।

ডিওয়াই. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন/শিলচর
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এলএইচবি ইওজি এসি কোচসমূহের জন্যে সুইচ বোর্ড কেবিনেট

টেন্ডার নং. এনবি২৫৫৪৯১ তারিখঃ ০৫-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৮৪-২০১৫ (আরইভি.১) অনুসারে এলএইচবি ইওজি এসি কোচসমূহের জন্যে সুইচ বোর্ড কেবিনেট, প্যাকিং নির্দেশ- পিআই ১১৫ ভিইআর ৩.০ সেক: আরডিএসও অনুমোদিত ফার্ম। (ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। **বায়না রাশিঃ** ৭৪,৮৭০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

নং. আরই/এওয়াইইউ-জিইউপি/১ তারিখ ঃ ০৪-০৬-২০২৫
প্রোফর্মা ১০-১

স্থান ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অভয়াপুরী (ব্যতীত)-গৌরীপুর (অন্তর্ভুক্ত) নীচে উল্লেখিত লাইনগুলির পূর্ণ সেকশনের উপর অবস্থিত রেলওয়ে লাইন ও চত্বরগুলির সকল ব্যবহারকারীর জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট সেকশনের বিপরীতে নির্দিষ্ট তারিখে অথবা তার পরে নতুন স্থানে ২৫ কেভি, ৫০ এইচজেড, এসি সিঙ্গল-ফেজ ওভারহেড ট্র্যাকশন ওয়্যারের পাশাপাশি পাওয়ার সাপ্লাই স্থাপন করা হবে ও প্রবলভাবে সক্রিয় হবে এবং একই তারিখ থেকে ওভারহেড ট্র্যাকশন লাইন ও ট্র্যাকশন স্থাপনকে সর্বদা সক্রিয় হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং অকর্তৃত্বশীল কোনো ব্যক্তিকে উল্লেখিত ওভারহেড লাইনের সংস্পর্শে আসতে দেওয়া হবে না অথবা নিকটে কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না।

সেকশন	রেলওয়ে	ডিভিশন	কিলোমিটার থেকে	কিলোমিটার পর্যন্ত
অভয়াপুরী (ব্যতীত)-গৌরীপুর (অন্তর্ভুক্ত)	উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে	রঙিয়া এবং আলিপুরদুয়ার	কেএম/স্থান নং.-২৪৬/১৩ (সিএইচ ঃ ২৪৬/৪৮৮)	কেএম/স্থান নং.-১৬২/৫ (সিএইচ ঃ ১৬২/৫৫১)
আরকেএম ঃ ৮৪.৫৭৭/ টিকেএম ঃ ১০০.৪১১				

ডিওয়াই. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন/শিলচর
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM

It is to notify all concern that following changes has been made in N.I.Q. No:- PHE/SWSD/EE/N.I.Q-03 of 2025-26 (Sl No 01) 2nd Call, of this office

PARTICULARS	DATE AND TIME
Both Technical and financial bid submission closing date (offline)	**IN PLACE OF** 11.06.2025 Upto 2.00 P.M. **TO BE READ AS** 17.06.2025 Upto 2.00 P.M.
Date of opening of Technical Proposals (offline)	**IN PLACE OF** 12.06.2025 at 2.00 P.M. **TO BE READ AS** 18.06.2025 at 2.00 P.M.

Please log-in in the following website : **https://wbphed.gov.in** for details. **ALL OTHER TERMS AND CONDITION WILL REMAIN SAME**

Sd/- Executive Engineer
Siliguri W/S Division
P.H.E. Dte

NOTICE INVITING e-TENDER

N.I.e.T. No. WB/APD-I/EO-ET/03/2025-26, Dt. 09/06/2025.
Last date and time for bid submission-19/06/2025 at 18.00 hours. For more information please visit : **www.wbetenders.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Alipurduar-I Panchayat Samity
Panchkolguri :: Alipurduar

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para, Siliguri-734001
NIeQ No.-07-DE/SMP/2025-26 (2nd Call)

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-Quotation is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different items supply works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Date & time Schedule for Bids of work

Start date of submission of bid : 11.06.2025 (As per Server Clock)
Last date of submission of bid : 23.06.2025 (As per Server Clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending Quotationers may visit the website, namely- https://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE, SMP

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সুলতানের পর ধৃত জামাইবাবু

চোপড়া, ১০ জুন : বিয়ের দশদিন আগে তরুণীকে খুনের ঘটনায় হবু বরের পর তার জামাইবাবুকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। নার্গিসের সঙ্গে সুলতানের বিয়ের মধ্যস্থতা করেছিল ধৃত তরুণের জামাইবাবু মজিবর রহমান। যথারীতি তার নাম জড়াল নৃশংস ওই খুনের ঘটনায়। তবে কী কারণে হবু স্ত্রীকে খুন, সেই রহস্যের কিনারা হয়নি।

সুলতানকে গ্রেপ্তারের পর জেরা করে বিয়ের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে জামাইবাবুর কথা জানতে পারে পুলিশ। এরপর মজিবরকে গ্রেপ্তার করে মঙ্গলবার ইসলামপুর আদালতে তোলা হয়। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল বলেন, ‘খুনে মূল অভিযুক্ত সুলতানকে জেরা করে পুলিশ মজিবরের যোগ পেয়েছে। এদিন মজুবরকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।’

তরুণী খুনের ঘটনায় নয়া মোড়

মৃতার আত্মীয়পরিজনদের সূত্রে জানা গিয়েছে, মজিবর বিয়ের মূল ঘটক ছিল। প্রেমের সম্পর্ক থেকে বিয়ে নিয়ে শুরুতে দুই পরিবার থেকে আপত্তি উঠলেও মজিবরের মধ্যস্থতাই চলতি মাসের ১৯ তারিখে বিয়ের দিন নির্দিষ্ট হয়। বিয়ের আগে ঘটে যায় অঘটন। ঘটনার জন্য সুলতানের দিদি ও জামাইবাবুকেই দোষারোপ করে চলেছেন মৃতার আত্মীয়পরিজনরা। এর মধ্যে কী এমন ঘটনা রয়েছে যে শেষপর্যন্ত তরুণীকে খুন করতে হল, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, ঘটনার আগে সুলতান নার্গিসকে বাড়িতে একটি অডিও রেকর্ডিং পাঠাতে বাধ্য করে। খুনের ঘটনার মোড় ঘোরাতে অন্য ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার গল্প ফাঁদে পরিকল্পিতভাবে। ফলে এই খুন পরিকল্পিত বলে মনে করছেন অনেকেই।

পুলিশ জানতে পারে, নার্গিসকে চা বাগানে খুনের পর সেখানেই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে সুলতান। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, খুনের মূল কারণ কী, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যে কারণে হেপাজতে নিয়ে সুলতানকে দফায় দফায় জেরা করছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

পরিদর্শন

নকশালবাড়ি, ১০ জুন : মঙ্গলবার নকশালবাড়িতে জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখল কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। এদিন নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম এবং নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিদর্শনের নেতৃত্বে ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক অশোক কুমার।

ঝাপুজোতের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের পাম্পহাউস এবং দয়ারামজোতের কমলা মৌজার পাম্পহাউসগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। উপভোক্তারা পরিষ্কার জল সময়মতো পান কি না, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেসম্পর্কে খোঁজ নেয়। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে শিলিগুড়ির জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বৈঠক হয়। নকশালবাড়িতে প্রকল্পের কাজ কেন ধীরগতিতে চলছে, তা নিয়ে প্রতিনিধিদল প্রশ্ন তুলেছে। শিলিগুড়ির জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকরা সদুত্তর দিতে পারেননি।

খুঁটি ভেঙে বিপত্তি

খড়িবাড়ি বাজারে দখলদারিতে বিপদ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১০ জুন : কোথাও রাস্তার উপর, কোথাও আবার রাস্তা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের খুঁটি। রাস্তাবরাবর সারিবদ্ধ দোকান, নেই ফুটপাথ। খড়িবাড়ি বাজারের উপর খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর ব্যস্ততম রাজ্য সড়কের ঠিক এরকমই অবস্থা। এই রাজ্য সড়কে সোমবার রাতে পণ্যবাহী ট্রাকের ধাক্কায় একটি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে বিপত্তি বাধল। অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন বহু মানুষ। রাতভর বিদ্যুৎহীন হয়ে রইল খড়িবাড়ি বাজার।

সোমবার রাতের ঘটনায় প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগ তুলে তুমুল বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। যার জেরে যানজট দেখা দেয়। পরে পুলিশ ও খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ঘটনাস্থলে এসে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন। মঙ্গলবার খড়িবাড়ি বাজারের যানজট এবং সড়ক সমস্যা নিয়ে খড়িবাড়ি বিডিও অন্য প্রশাসনিক আধিকারিক ও স্থানীয়দের নিয়ে বৈঠক করেন।

সোমবার রাত সাড়ে ন’টা নাগাদ খড়িবাড়ি বাজারের হাইস্কুলের সামনে রাজ্য সড়ক লাগোয়া একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে একটি পণ্যবাহী ট্রাক। ভেঙে যায় খুঁটিটি। বিদ্যুতের তাঁর ছিঁড়ে আগুনের ঝলকানিতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কেউ আহত না হলেও যে যেদিকে পারেন, ছুটে বাঁচেন। ঘটনার পর স্থানীয়রা তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষুব্ধদের মধ্যে ভরত জয়সওয়ালের গলায় ক্ষোভের সুর, ‘খড়িবাড়ি বাজার এলাকায় রাজ্য সড়ক ঘেঁষে জায়গা দখল করে ব্যবসা করছেন বহু দোকানি। দিনের পর দিন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা গাড়ির সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি রাস্তার প্রস্থ। দখলের ফলে সংকুচিত হয়েছে রাস্তা। ফুটপাথের অস্তিত্ব নেই।’ সম্প্রতি নতুন রাস্তা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রাস্তার পাশ থেকে সরানো হয়নি বিদ্যুতের খুঁটি।

আরেক স্থানীয় বিকি জয়সওয়ালের অভিযোগ, ‘পাশেই থানা, বিডিও অফিস এবং পঞ্চায়েত কার্যালয় রয়েছে। প্রশাসন সব দেখছে, কিন্তু কোনও হেলদোল নেই।’ স্থানীয় কল্যাণ প্রসাদের কথায়, ‘এটা তো নতুন নয়। বিদ্যুতের খুঁটি রাস্তার সঙ্গে লাগানো। এর আগেও একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবুও প্রশাসন নীরব।’

> **বিপদঘণ্টী**
>
> খড়িবাড়ি বাজার এলাকায় রাজ্য সড়ক ঘেঁষে ব্যবসা করছেন একাংশ ব্যবসায়ী
>
> গাড়ির সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি রাস্তার প্রস্থ
>
> ফুটপাথের অস্তিত্ব নেই, বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত সমস্যার সমাধান হোক। নয়তো বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস এবং খড়িবাড়ি পানিশালি পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ। প্রধান সমস্যা স্বীকার করে বলেন, ‘খড়িবাড়ি বিডিও এবং বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এদিন খড়িবাড়ি বিডিওর উদ্যোগে ব্লক প্রশাসনিক কার্যালয়ে একটি জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ, খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস, বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির খড়িবাড়ি স্টেশন ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দত্ত, পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহ উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন গ্রামবাসীরা। বিডিও দীপ্তি সাউ বললেন, ‘তাৎক্ষণিকভাবে খড়িবাড়ির উপর দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কে তিনটি হাইট বার লাগানো হবে। এছাড়া রাস্তার পাশে কিংবা উপরে থাকা কয়েকটি বিদ্যুতের খুঁটি সরানোর জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরকে বলা হয়েছে।’ পূর্ত দপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসন পুলিশের সহযোগিতায় দখলমুক্ত করবে বলে এদিন সিদ্ধান্ত হয়।

জলে হুটোপাটি।। ফুলবাড়িতে সূত্রধরের ক্যামেরায়।

সিনেমা দেখাল পুলিশ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : ছোট থেকে ডাক্তার, নার্স বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখে অনেকেই। কিন্তু সবরকম প্রতিকূলতা কাটিয়ে সেই স্বপ্নকে বাস্তব করার পথ দীর্ঘ। এই গল্পের ওপর সম্প্রীতি তৈরি হয়েছে একটি বাংলা সিনেমা ‘অঙ্ক কী কঠিন’। মঙ্গলবার অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েদের এই সিনেমাটি দেখানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের তরফে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার চারটি অনাথ আশ্রম মিলিয়ে মোট ৯৫ জন ছেলেমেয়েকে মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে থাকা মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমাটি দেখানো হয়। সিনেমা দেখার পর তাদের জন্য ছিল রাতের খাবারের আয়োজন। তারপর পুলিশের তরফে তাদের আবার হোমে ছেড়ে আসা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, ডিসিপি (সদর) তন্ময় সরকার, ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর।

ডিসিপি বলেন, ‘পুলিশের তরফে এর আগে বিভিন্ন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুজোর সময় অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘুরতে যাওয়া, প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এবার অনাথ বাচ্চাদের বিনোদনের স্বাদ দেওয়ার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ।’ তিনি আরও জানান, কোন সিনেমা দেখলে ছেলেমেয়েরা আনন্দ পাবে, তাই সকলে মিলে আলোচনা করে বাছাই করা হয়েছিল।

সিনেমা দেখতে এসে ছেলেমেয়েরা উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে। ওই ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়া। তাদের একাংশ জানায়, বড় পর্দায় সিনেমা দেখার স্বপ্ন অবশেষে বাস্তবায়িত হল। তাদের মধ্যে দানেশ নামে এক কিশোর বলল, ‘পুলিশ দেখলে এতদিন ভয় পেতাম। কিন্তু সেই পুলিশকাকুরা আমাদের সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করে দেবে ভাবিনি। সিনেমা হলের ভেতর কেমন হয় জানতাম না। তবে সিনেমা দেখতে এসে খুব ভালো লাগছে।’ আরেক কিশোরী অঙ্কিতার কথায়, ‘সবাই মিলে একসঙ্গে সিনেমা দেখতে এসে খুব আনন্দ করলাম। এর আগে পুলিশকাকুরা আমাদের অন্য ধরনের অনুষ্ঠানে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাওয়া এই প্রথম।’ একই মত অন্যান্য কিশোরীর। সিনেমা শেষে পুলিশকাকুদের ধন্যবাদ জানাতে ভোলেনি ওরা।

সহমর্মিতার বার্তা পড়ুয়াদের

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : ‘মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও।’ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার লাইনটা অজানা হলেও উদ্যোগটা এই মন্ত্রেই দীক্ষিত। মঙ্গলবার দীনবন্ধু মঞ্চে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ‘সংস্কৃতি’-তে বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নাচ-গান-নাটক পরিবেশন করে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করল।

দিল্লি পাবলিক স্কুল ফুলবাড়ির ছাত্রী তথা ফেস্টিভাল ডিরেক্টর রাইকা সরকার বলে, ‘গরমের ছুটিতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারব, সেই ভাবনা থেকেই আয়োজন।’ গুড শেফার্ড স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী রোজ বিশ্বকর্মা জানায়, অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রির পাশাপাশি অনেক মানুষ অনুদান দিয়েছেন। ৪০ হাজার টাকা কাওয়াখালির নর্থবেঙ্গল হ্যান্ডিকেপড রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটির হাতে তুলে দেওয়া হবে।

রেলের জমি দখল করে গড়ে উঠেছে দোকান।

রেলের জমি দখলেও নাম বিজেন্দ্রর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : শুধু বাস কাউন্টার দখলই নয়, সম্প্রতি রেলের জায়গা দখলদারিতে বাধা দিতে আসা রেলকর্মীদের সঙ্গেও হম্বিতম্বি করেছিলেন বিজেন্দ্র কাপুর ওরফে মাসুম। তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচয় দিলে রেলকর্মীরা ফিরে যান। গত সপ্তাহে সেখানে তৈরি মিষ্টির দোকানের উদ্বোধনও হয়। রবিবার জংশনে বাস বুকিং কাউন্টার মালিককে মারধর এবং পুলিশকে হেনস্তা কাণ্ডে গ্রেপ্তার হন বিজেন্দ্র। তারপর থেকে নানা কীর্তি সামনে আসতে শুরু করেছে।

এলাকায় তৃণমূল নেতা পরিচয় দিয়ে বিজেন্দ্রর এই ধরনের হুজ্জতি চালানোর বিষয়টা স্বীকার করে নিয়েছেন এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক। তাঁর বক্তব্য, ‘রেলের ওই জমি দখলমুক্ত করার জন্য কর্মীরা গেলে তাঁদেরও তৃণমূল নেতা পরিচয় দিয়ে ঝামেলা করে বিজেন্দ্র। এরপর কোনও এক অজ্ঞাত কারণে রেলকর্মীরা ফিরে যান। জমি দখল করে নির্মাণকাজ অব্যাহত থাকে।’

বিজেন্দ্র দলের কোনও সদস্য না হলেও দলকে এভাবেই বদনাম করেছেন বলে অভিযোগ। আরপিএফ অফিসের উলটোদিকে জবরদখল হলেও কেন রেলের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হল না, প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় কাউন্সিলার। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কেকে শর্মা বললেন, ‘বিষয়টা খতিয়ে দেখা হবে।’

মঙ্গলবার ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, জংশন স্টেশন সংলগ্ন কুলিপাড়ার রাস্তার ধারের একটা বড় অংশজুড়ে নির্মাণকাজ চলেছে। সেখানের মিষ্টির দোকানের কর্মীকে প্রশ্ন করা হল, দোকানটি কে বানিয়েছে? প্রথমে কোনও মন্তব্য করতে না চাইলেও পরে ওই দোকানের কর্মীকে বলতে শোনা গেল, ‘যা বলার বিজেন্দ্রদাই বলতে পারবে।’ পাশ দিয়ে সরু গলির মতো তৈরি করে দু’দিক বরাবর কুড়িটিরও বেশি ঘর তৈরি করা হয়েছে। দোকানকর্মী জানালেন, ওগুলো লজ রুম। যা জংশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। কোনও কাগজপত্র, অনুমতি ছাড়াই এভাবে ঘর বানানো যায় কি না, প্রশ্ন থাকছে। কুলিপাড়ার ওই অংশে একাধিক বাড়িতে লজের পোস্টার টাঙিয়েও ব্যবসা চলছে। স্থানীয় কাউন্সিলারের বক্তব্য, ‘বিষয়টা আমি ইতিমধ্যে পুরনিগমকে জানিয়েছি।’ পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও বিষয়টা দেখা হবে বলে আশ্বস্ত করলেন।

দুই বন্ধুর মৃত্যু

কোচবিহার ও বাণেশ্বর, ১০ জুন : নদীতে স্নান করতে নেমে মৃত্যু হল দুই তরুণের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার-২ ব্লকের বাণেশ্বর এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে মোটরবাইকে চেপে কোচবিহার শহরের বাসিন্দা তিন বন্ধু ঐতিহ্য দত্ত, অয়ন্তিক ভৌমিক ও প্রার্থী চৌধুরী ঘরঘরিয়া নদীতে স্নান করতে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐতিহ্য (১৯) ও অয়ন্তিক (১৮) তলিয়ে যান।

Government of India

আধুনিক পরিকাঠামো থেকে রাষ্ট্রনির্মাণ

জাতীয় জলপথ ৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১১। ২০২৪-এ পণ্য পরিবহণ হয়েছে রেকর্ড ১৪৫+ এমএমটি, ২০১৪-র তুলনায় ৮ গুণ বেশি

সাগরমালার আওতায় ১.৪১+ লক্ষ কোটি টাকার ২৭২টি প্রকল্প সম্পূর্ণ, মজবুত ও শক্তিশালী হয়েছে তটভূমি পরিকাঠামো এবং বন্দরমুখী উন্নয়ন

ভারতে আছে, ১০০০০ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত বিশ্বের দীর্ঘতম হাই অল্টিচিউড হাইওয়ে টানেল- অটল টানেল এবং বিশ্বের উচ্চতম রেল আর্চ ব্রিজ- চেনাব ব্রিজ

দ্বিগুণেরও বেশি বিমানবন্দর- ৭৪ থেকে ১৬২

উড়ান প্রকল্পে বিমান সফর করেছেন ১.৫০+ কোটি মানুষ

মেট্রো নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হয়েছে ২০১৪-তে মাত্র ৫টি শহর থেকে বর্তমানে ২৩টি শহরে, ২০১৪-তে মাত্র ২৪৮ কিমি থেকে বর্তমানে ১০০০+ কিমিতে

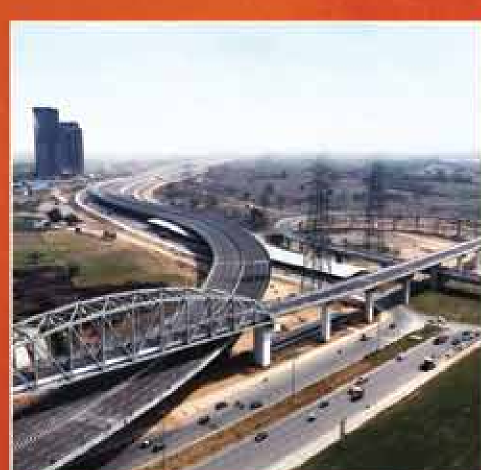

৬৩+ লক্ষ কিমি রাস্তা- বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম

জাতীয় মহাসড়ক ৬০% বেড়ে ৯১০০০ কিমি থেকে ১.৪৬ লক্ষ কিমি

গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ প্রায় ৯৯%

CBC 37101/13/0008/2526

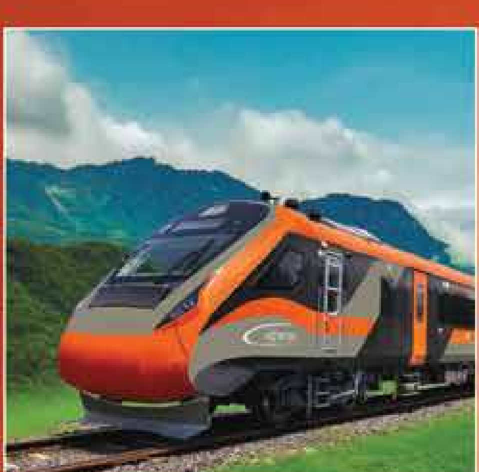

আধুনিক রেল ব্যবস্থার পরিচায়ক ১৪২টি বিশ্বমানের বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবা নিশ্চিত করেছে দ্রুত ও আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

উধমপুর-বারামুল্লা-শ্রীনগর রেল সংযোগের মাধ্যমে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী রেল যোগাযোগের স্বপ্ন এখন বাস্তব

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে ১৩০০+ রেল স্টেশনের পুনরোন্নয়ন হয়েছে

Viksit Bharat ka Amrit Kaal
Seva, Sushasan, Garib Kalyan ke
11 SAAL

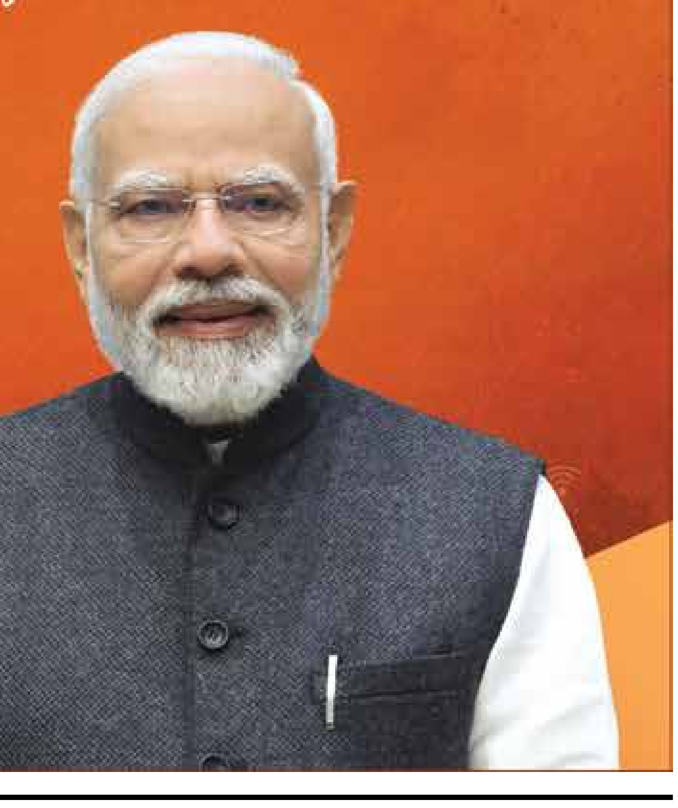

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

চেনা ছবি অচেনা আঙ্গিকে।। সেবকে করোনেশন ব্রিজের ছবিটি তুলেছেন মালবাজারের অভীক চৌধুরী।

চর্চা শিলিগুড়ির জেলা সভাপতি নিয়ে

পাপিয়ার অবস্থান নিয়ে ধন্দ তৃণমূলে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ি আসন থেকে মেয়র গৌতম দেব প্রার্থী হবেন। শিলিগুড়িকে পাখির চোখ করে তিনি সংগঠনকে নিজের মতো সাজিয়ে দলের রাশ তাঁর হাতেই রাখতে চাইছেন। তৃণমূলের জেলার নেতা-কর্মীরদের সঙ্গে সংগঠনের বিষয়ে প্রশ্ন করলেই তাঁরা এমনটাই বলছেন। 'মানুষের কাছে চলো' কর্মসূচিতে যেভাবে মেয়র শিলিগুড়ির ৩৩টি ওয়ার্ডে জনসংযোগ শুরু করেছেন, তা প্রার্থী হওয়ার জল্পনা আরও উসকে দিয়েছে। কিন্তু গৌতমের প্রার্থী হওয়ার জল্পনার সঙ্গে পাপিয়া ঘোষের জেলা সভাপতির পদ চলে যাওয়ার ঘটনার কি কোনও যোগ রয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তর পেতে দলের জেলার নেতা-কর্মীরা উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন।

গৌতম দেব যে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের তৃণমূলের অন্যতম ক্ষমতাবান নেতা, তা দলের নেতারা স্বীকার করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত সবসময় গৌতমের মাথায় রয়েছে। দলের একটি বড় অংশের প্রশ্ন, তবে দার্জিলিং জেলার সভাপতি কে হবে, তা গৌতমের পছন্দ-অপছন্দের ওপরই নির্ভর করছে?

পাখির চোখ

- ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ি আসন থেকে মেয়র গৌতম দেব প্রার্থী হবেন বলে জল্পনা
- শিলিগুড়িকে পাখির চোখ করে তিনি সংগঠনকে নিজের মতো সাজিয়ে দলের রাশ তাঁর হাতেই রাখতে চাইছেন
- পাপিয়া ঘোষের জেলা সভাপতির পদ চলে যাওয়ার ঘটনার কি কোনও যোগ রয়েছে, উঠছে প্রশ্ন
- দলে আলোচনা, মুখ্যমন্ত্রীর হাত সবসময় গৌতমের মাথায় রয়েছে

এর আগেও দলের মধ্যে গৌতম দেব ও পাপিয়া ঘোষের সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন উঠেছে। গত লোকসভা নির্বাচনে দুজনকে একসঙ্গে প্রচার করতে দেখা যায়নি। এমনকি শিলিগুড়ির বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে পাপিয়া ঘোষকে প্রচারের জন্য ডাকাই হয়নি। বারের নির্বাচনের রাশ গৌতম নিজের হাতেই রেখেছিলেন। এনিয়ে পাপিয়া প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন। তবে জেলা সভাপতি কে হবেন, তা তাঁর হাতে নেই বলে দাবি করেছেন গৌতম দেব। গৌতমের কথায়, 'দার্জিলিং এবং আরেকটি জেলার সভাপতি ঘোষণা করা বাকি রয়েছে। সভাপতি কে হবেন তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করবেন। এতে আমার কিছু করার নেই।' তাঁর সংযোজন, 'নির্বাচনে এখনও দেরি রয়েছে। তাই প্রস্তুতির কোনও বিষয় নেই। মূলত যে যেই আসন থেকে জিতে আসেন, তাঁকে পুনরায় প্রার্থী করা হয়। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়। দল যা ঠিক করবে সেটাই হবে।'

দার্জিলিং জেলা তৃণমূলে পাপিয়া ঘোষের বর্তমান অবস্থা কী তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া শংকর মালাকারকে দলের তরফে রাজ্য কমিটির সহ সভাপতির পদ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, দলের কাউন্সিলার এবং নেতারা যাতে শংকরকে কোণঠাসা করে রাখেন, সেই বিষয়ে কোনও এক নেতা তাঁদের বার্তা দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠছে। তবে এই সবের ফলে সংগঠনের ক্ষতি হচ্ছে বলে দলেরই অনেকে আড়ালে স্বীকার করেছেন। বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের বিদায়ি জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

টুকরো খবর

কার্যালয়ে আগুন

বাগডোগরা, ১০ জুন : মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে মঙ্গলবার আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে মাটিগাড়া থেকে দমকলের গাড়ি ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যদিও দমকলকর্মীরা আসার আগেই অফিসের আধিকারিক ও কর্মীরা মিলে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের সাহায্য আগুন নিভিয়ে দেন। মাটিগাড়া ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'পঞ্চায়েত সমিতির অফিসের সামনের শেডে আগুন ধরে যায়। আমাদের অনুমান জেনারেটরের তারে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে যায়। আগুনে শেডের কিছুটা অংশ পুড়ে গিয়েছে। যদিও বড় ধরনের কোনও ক্ষতি হয়নি।'

সচেতনতা শিবির

চোপড়া, ১০ জুন : চোপড়া ব্লক হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতির উদ্যোগে মঙ্গলবার দাসপাড়া হাইস্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে রক্তাল্পতা সংক্রান্ত সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ বিলি করা হয়। দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র জানিয়েছে, অ্যানিমিয়া মুক্ত বাংলা গড়ে তুলতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের কর্মসূচি করা হবে।

সংঘর্ষ

চোপড়া, ১০ জুন : মঙ্গলবার দাসপাড়ার গেন্দাগছ এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিবাদে আবু শা ও ফজিবর এই দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় ৪ জন জখম হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এলাকার উপপ্রধান জিল্লুর রহমান জানান, ঘটনায় জখমদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

পুড়ল ঘর

চোপড়া, ১০ জুন : সোনাপুরের ধামিগছ গ্রামে সোমবার রাতে মহম্মদ নওশাদ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে আগুন লেগে যায়। স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির বাইরে খড়ি রাখার দুটি ঘর পুড়ে গিয়েছে।

প্রতারণার নয়া কৌশল

অনলাইনে বান্ধবী সেজে বিনিয়োগের টোপ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : সাইবার প্রতারণার ক্ষেত্রে অল্পবয়সি মহিলাদের কাজে লাগিয়ে টোপ দেওয়া কোনও নতুন ব্যাপার নয়। তবে অল্পবয়সি মহিলাকে ব্যবহার করে কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে, কোনও ট্রেডিং অ্যাপে টাকা বিনিয়োগ করার 'পরামর্শ' দিয়ে, তারপর টাকা হাপিস করে দেওয়া! প্রতারণার এই নতুন কায়দায় হতবাক সাইবার ক্রাইম বিশেষজ্ঞরাও। সম্প্রতি এমন ঘটনা ঘটেছে শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় সেই ঘটনায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে।

কখনও হোয়াটসঅ্যাপে আসা মেসেজের ভিত্তিতে ভুয়ো ট্রেডিংয়ের গ্রুপে যুক্ত হয়ে টাকা খোয়ানোর ঘটনা ঘটেছে। কখনও আবার ট্রেডিং শিখতে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া বা ইন্টারনেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভুয়ো ট্রেডিং অ্যাপের খপ্পরে পড়ে অনেকেই টাকা খুইয়েছেন। এসবই বাজারচলতি কৌশল। এখন আমআদমি এসব নিয়ে সতর্ক হয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া সাইবার ক্রাইম বিশেষজ্ঞরা সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন সময় প্রচারও চালিয়েছেন। প্রতারকরাও বুঝে গিয়েছে, এই ধরনের কৌশলে বোকা বানানো আর সম্ভব নয়। সেকারণেই হয়তো এবারে নতুন পন্থা অবলম্বন করতে শুরু করেছে প্রতারকরা, মনে করছে পুলিশ।

বোকা বানানো

- সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথমে এক তরুণীর সঙ্গে ছেলেটির বন্ধুত্ব হয়
- তাঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে
- একটি ট্রেডিং অ্যাপে টাকা বিনিয়োগের কথা বলতে থাকে সেই তরুণী
- তার কথামতো সেই অ্যাপে টাকা দেওয়ার পরেই অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে যায়

শিলিগুড়ির ওই ঘটনায় প্রতারিতর অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথমে এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এরপর ধীরে ধীরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারপর একটি ট্রেডিং অ্যাপে টাকা বিনিয়োগের কথা বলতে থাকে সেই তরুণী। তরুণীর কথামতো সেই অ্যাপে টাকা দেওয়ার পরেই অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে যায়। এরপর সোশ্যাল মিডিয়ায় মেয়েটির নাম করে খোঁজ করতেই তরুণ দেখতে পান, সেই মহিলার আরও প্রোফাইল রয়েছে। তাঁর মতো প্রতারিত হয়েছেন অনেকেই। সেসব প্রোফাইলের কমেন্টে অনেকেই লিখেছেন, 'এটা ভুয়ো প্রোফাইল।'

ওই তরুণের বক্তব্য, 'চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই তরুণীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। ধীরে ধীরে কথাবার্তা বাড়তে থাকে। ও নিজেকে একটি ট্রেডিং অ্যাপের কর্মী হিসেবে পরিচয় দেয়। বলে, ৪ বছর ধরে সে ওই অ্যাপে কাজ করছে। নিজেও ওই অ্যাপে বিনিয়োগ করে লাভবান হয়েছে।'

তারপরেই সেই তরুণীর মেসেজ আসা কমে যায়। তখন তাঁর সন্দেহ হয়। তরুণের অভিযোগ, 'আমি পুরো টাকা চাইলে সে জানায় ৩০ শতাংশ ট্যাক্স দিতে হবে। সেইমতো আমি নতুন করে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা দিই।' মেয়েটিকে তিনি টাকা পাঠানোর স্ক্রিনশটও পাঠান। তারপরেও টাকা মেলেনি। চলতি মাসের শুরুতে হঠাৎ করে ওই তরুণ দেখতে পান, সেই অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে গিয়েছে।

সাইবার ক্রাইম থানার এক কর্তার কথায়, 'এটা একেবারেই অভিনব পদ্ধতি। এভাবে ট্রেডিং সংক্রান্ত প্রতারণার অভিযোগ আমরা আগে পাইনি। সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। এব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।'

বেহাল রাস্তা নিয়ে বিক্ষোভে শামিল বাসিন্দারা। মঙ্গলবার মধ্য শান্তিনগরে। - সংবাদচিত্র

রাস্তা বেহাল, নেই পর্যাপ্ত আলো

এলাকার অবস্থায় ভ্রূক্ষেপ নেই পঞ্চায়েত সদস্যের

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : রাস্তার অবস্থা বেহাল। নেই পর্যাপ্ত আলো। পরিষ্কার হয় না নিকাশিনালা। ঝোপঝাড়ে ঢাকছে বিভিন্ন জায়গা। অভিযোগ, এসব নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের নাকি ভ্রূক্ষেপ নেই।

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য শান্তিনগরের লোকনাথ স্কুলের রাস্তা, লোকনাথ মন্দিরের রাস্তা এবং একটি বেসরকারি স্কুল সংলগ্ন পথের বেহাল দশা বহুদিন ধরে। স্কুলের রাস্তায় তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। বাঁশের সঙ্গে লাল কাপড় বেঁধে গর্তগুলোর ওপর রেখে দিয়েছেন স্থানীয়রাই। যাতে সাধারণ মানুষ দূর থেকে বুঝতে পারেন তার অবস্থান। তবুও এখানে মাঝেমধ্যেই স্কুটার, বাইক, টোটো উলটে যাচ্ছে। পর্যাপ্ত আলো না থাকায় সন্ধ্যার পর অন্ধকার নেমে আসে এলাকায়। সেসময় সমস্যা আরও বাড়ে।

ছাই চাপা ক্ষোভের আগুন বেরিয়ে এল মঙ্গলবার। পথে নেমে সরব হলেন এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা শুক্লা বসু বললেন,

> আমি নির্বাচিত হওয়ার পর এখানে নিকাশিনালা তৈরি করেছি, পথবাতি লাগিয়েছি। আগে তো পুরো এলাকা অন্ধকার হয়ে থাকত। পথবাতি লাগানোর পরেও কয়েকটি চুরি গিয়েছে। আমরা বিরোধী দলের, তাই ষড়যন্ত্র করে অভিযোগ তোলা হচ্ছে।
>
> **রিমা ভক্ত**
> *পঞ্চায়েত সদস্য*

'পঞ্চায়েত সদস্য এলাকায় আসেন না। খোঁজখবরও রাখেন না। আবর্জনা পড়ে থাকে দিনের পর দিন। বর্ষায় জল জমে কোনটা রাস্তা আর কোনটা নিকাশিনালা, বোঝা মুশকিল। রাস্তার অবস্থা শোচনীয়।'

আরেক স্থানীয় মাম্পি দত্ত জানালেন, তাঁরা বালি দিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে রেখেছেন। সেইসঙ্গে লাল কাপড় রেখেছেন সামনে। কিন্তু তাঁর আক্ষেপ, 'এভাবে জোড়াতালি দিয়ে আর কতদিন চলবে। দিনরাত বড় বড় ডাম্পার চলে এই পথ দিয়ে। যতই বালি চাপা দিই, রাস্তা ক'দিন পর ফের আগের মতো হয়ে যায়। আমরা চাই, পঞ্চায়েত সদস্য এলাকায় আসুন। নিজের চোখে দেখুন, আমরা কী পরিস্থিতিতে রয়েছি। তারপর সমস্যার সমাধান করুন।' বহুবার অসুবিধার কথা জানিয়েও লাভ হয়নি। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে পথে নেমেছেন।

এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির রিমা ভক্তর অবশ্য দাবি, রাস্তাটি যখন তৈরি হয়েছিল, তখন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল। এই আসনটিও ছিল তাদের দখলে। কাজে গাফিলতির কারণে আজ এই অবস্থা। রাস্তাটি এসজেডিএ-র আওতায় পড়েছে। কর্তৃপক্ষকে সবকিছু জানানো হয়েছে। এরপর তিনি ফিরিস্তি দিলেন, 'আমি নির্বাচিত হওয়ার পর এখানে নিকাশিনালা তৈরি করেছি, পথবাতি লাগিয়েছি। আগে তো পুরো এলাকা অন্ধকার হয়ে থাকত। পথবাতি লাগানোর পরেও কয়েকটি চুরি গিয়েছে। আমরা বিরোধী দলের, তাই ষড়যন্ত্র করে অভিযোগ তোলা হচ্ছে।'

আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে, তদন্তে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : এলাকায় আর কার কার কাছে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র? দীপক কামতিকে হেপাজতে নিয়ে দফায় দফায় জেরা করছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। শুধু তাই নয়, এলাকায় চলা জমি কারবারিদের দাপট রুখতে জমি কারবারিদের একটি তালিকাও তৈরি করছে পুলিশ। সেইসঙ্গে শহরের প্রতিটি থানার এলাকাগুলিতে কার কার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারে, সে সংক্রান্ত একটি তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে। পুলিশ সূত্রে খবর, দেবীডাঙ্গার ধাঁচে শহর সংলগ্ন এলাকায় জমি কারবারিদের দখলদারির 'লড়াই' ফের যাতে না ঘটে, সেব্যাপারে কড়া নজর রাখা হয়েছে।

২০১২ সালে জমি কারবারকে কেন্দ্র করে একবার একজনকে গুলি চালিয়ে আহত করার অভিযোগ ওঠে দীপকের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় কামতি প্রথমবার গ্রেপ্তার হয়েছিল। জমির কারবার থেকে দীপকের উত্থান হলেও ধীরে ধীরে সে মাদক কারবারের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়ে। পুলিশের কাছে এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে জানা গিয়েছে, ওই ঘটনা ছাড়াও একবার দীপক হাতে

দেবীডাঙ্গা

প্লাস্টারের আড়ালে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করতে গিয়ে পাকড়াও হয়েছিল। পুলিশের দাবি, দীপক মাদক কারবারিদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও এলাকায় কারবারের সেরকম কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। মূলত জমি কারবার এবং সেই কারবার চালাতে এলাকায় নিজের আধিপত্য গড়ে তোলার কাজই করছিল। একাধিকবার দীপককে গ্রেপ্তার করে আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হলেও প্রতিবারই নতুন করে আগ্নেয়াস্ত্র পেয়ে যায়। কীভাবে পাচ্ছে, কাদের থেকে পাচ্ছে, সেই লিংকম্যানদের খোঁজেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর শহর শিলিগুড়িতে গুলি চালানোর ঘটনায় যথেষ্টই প্রশ্নের মুখে পড়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'আগ্নেয়াস্ত্র আকারে ছোট হওয়ায় অনেক সময় সুযোগ বুঝে দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে ফেলে। রবিবারও অনেকটা একই ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশের সামনেই দীপক আগ্নেয়াস্ত্র ঝোপে ফেলে দেয়। পরে সেই আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়।'

মঙ্গলবার আপাতভাবে দেবীডাঙ্গা স্বাভাবিক হয়ে উঠলেও রবিবারের ঘটনায় একাধিক প্রশ্নে জেরবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের অবশ্য বক্তব্য, 'সবদিকেই নজরদারি রাখা হচ্ছে।'

হোম থেকে পালিয়ে নেপালে

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : হোম থেকে পালানোর মাসখানেক পরে দুই নাবালিকাকে মঙ্গলবার উদ্ধার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। এতদিন ওই দুই নাবালিকা কোথায় ছিল? সেটা জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ। এক তরুণের সহায়তায় তারা চলে গিয়েছিল নেপালে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই নাবালিকার মধ্যে একজনের বয়স ১৭ বছর। অন্যজনের বয়স ১৩ বছর। দুজনেই বাড়ি থেকে আগে পালিয়ে গিয়েছিল। পুলিশ উদ্ধার করার পর তাদের ঠাঁই হয়েছিল প্রধাননগর থানা এলাকার ওই হোমে। পুলিশ ওই নাবালিকাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছে, বছর ১৭-র নাবালিকা প্রথমে এক তরুণের সঙ্গে পালিয়েছিল। তারপর তাকে উদ্ধার করে হোমে রাখা হয়। সেখানে ওই ১৩ বছরের নাবালিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। পরে ওই নাবালিকা ফের ওই তরুণের কাছে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। সঙ্গী হয় তেরো বছরের সেই নাবালিকাও। পুলিশ বলছে, এপ্রিল মাসের ৩০ তারিখ রাতে ওই দুজন জানলা দিয়ে কার্নিশে নামে। এরপর সেখান থেকে পাঁচিল দিয়ে রাস্তায় নেমে পালিয়ে যায়। যার সিসিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যেই পুলিশ পেয়েছে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, ১৭ বছরের ওই নাবালিকা বান্ধবীকে নিয়ে সেই তরুণ প্রেমিকের কাছে চলে যায়। প্রেমিকের পরিবার এরপর তাদের নেপালে পাঠিয়ে দেয়। তদন্তকারীদের কথায়, ১৭ বছরের ওই নাবালিকা হোম থেকে সঙ্গে একটি মোবাইল নিয়ে পালিয়েছিল। সেই মোবাইল খড়িবাড়ি-নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত যাওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। পরে তাঁরা বুঝতে পারেন, ওই নাবালিকারা নেপাল চলে গিয়েছে।

সোমবার থেকেই হঠাৎ করে সেই মোবাইল অন হলে সক্রিয় হয় পুলিশ। শেষমেশ দার্জিলিং মোড় এলাকা থেকে দুই নাবালিকাকেই উদ্ধার করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, নেপাল থেকে ফেরার পর ওই দুজনকে শিলিগুড়ি শহরের কোথাও থাকার ব্যবস্থা করছিল ওই প্রেমিক তরুণ। যদিও পুলিশ ওই দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করতেই ওই তরুণ ও তার পরিবার উধাও হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

বাচ্চাদের ঢোল ফেরিওয়ালা। শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে। মঙ্গলবার সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

তীব্র জলকষ্ট কালিম্পংয়ে, হিমসিম দশা পুরসভার

ব্রিটিশ আমলের পাইপলাইন, উৎসের অভাবে সমস্যা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : সমতলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গরম বাড়ছে কালিম্পং পাহাড়ে। সেখানের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮-২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এই পরিস্থিতিতে শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্র পানীয় জলের জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে। বাসিন্দারা বলছেন, সপ্তাহে দু'দিন পুরসভার তরফে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে, তাও অনিয়মিত। বাধ্য হয়ে বাকি সময়টা জল কিনে সংসারের কাজকর্ম চালাতে হচ্ছে। কালিম্পং পুরসভার প্রশাসক রবি প্রধান বললেন, 'পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে নতুন করে ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদন পেলে কালিম্পংয়ের মানুষ উপকৃত হবেন।'

পানীয় জল নিতে বাসিন্দাদের ভিড়। মঙ্গলবার। - সংবাদচিত্র

কালিম্পং শহর এবং গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা অনেকদিনের। আগে গ্রামাঞ্চলে ঝোরাগুলি থেকে মানুষ জল পেতেন। কিন্তু দীর্ঘদিন সেগুলি সংস্কার না হওয়ায় বন্ধ হয়ে পানীয় জলের উৎস হারিয়ে গিয়েছে। কালিম্পং শহরেও পানীয় জল নিয়ে পরিস্থিতি দিন-দিন খারাপ হচ্ছে। পুরসভার ২৩টি ওয়ার্ডের প্রায় এক লক্ষ মানুষ পানীয় জলের কষ্টে ভুগছেন। পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের রমেশ পাখরিন বলছেন, 'আমাদের জন্ম থেকে এখানে পানীয় জলের সমস্যা। এখন যত দিন যাচ্ছে, জলকষ্ট তত বাড়ছে। আর আগে তো কালিম্পংয়ে এত গরমও ছিল না। এখন গরমের জেরে জলের চাহিদাও বেড়েছে।' আগে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) তরফে নেওড়াভ্যালি থেকে ধাপে ধাপে জল এনে শহরে সরবরাহ করা হত। কিন্তু এখন সেখানেও জলের জোগান কমতে কমতে এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে সপ্তাহে দু'দিনের বেশি শহরে জল নিয়ে আসা যাচ্ছে না। এর মধ্যে আবার পিএইচই'র কর্মীদের একাংশ জলের ফোর্স কমবেশি করে দিয়ে বাসিন্দাদের থেকে মাসে মাসে মোটা টাকা তুলছেন।

নেপথ্যে

- নেওড়াভ্যালি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সরবরাহ না হওয়া
- ব্রিটিশ আমলের পাইপলাইন ব্যবহার
- দীর্ঘদিন ঝোরা সংস্কার না হওয়ায় জলের উৎস বন্ধ
- পিএইচই'র কর্মীদের একাংশ টাকা নিয়ে জলের ফোর্স কমবেশি করছেন

সম্প্রতি পুরসভা এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের বিষয়টি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের হাত থেকে পুরসভার হাতে এসেছে। লাভার নেওড়াভ্যালি থেকে জল আলগাড়া হয়ে ডেলোতে নিয়ে এসে দুটি রিজার্ভারে জমা করা হয়। একটি রিজার্ভার সেনাবাহিনী ব্যবহার করে। অপর রিজার্ভার থেকে কালিম্পং শহরের জন্য জল আসে। কিন্তু সেই জল চাহিদার তুলনায় অনেকটাই কম। পাশাপাশি ব্রিটিশ আমলের পাইপলাইনই এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৭৬ বছর পরেও নতুন করে পাইপলাইন পাতা হয়নি। ফলে পুরোনো পাইপে জল সেভাবে আসছে না। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মনোজ কার্কি বলেন, 'আমাদের নিয়মিত জল কিনতে হয়। ৫০০ টাকা দিয়ে ১০০০ লিটার জল কিনতে হয়। সেই জল পুরোপুরি পানের যোগ্য নয়। আমরাও নিরুপায়, এই জলেই সব কাজ সারতে হয়।'

গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাসদ সিবি গুরুংও দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

পিস্তল সহ গ্রেপ্তার এক

খড়িবাড়ি, ১০ জুন : বিহার থেকে বাংলায় আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসে খড়িবাড়ি পুলিশের জালে ধরা পড়ল বিহারের এক বেআইনি অস্ত্র কারবারি। তবে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে দুই দুষ্কৃতী। ধৃতের কাছ থেকে একটি ইম্প্রোভাইজড সিক্স শটার পিস্তল ও একটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার দুপুরে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ বাংলা-বিহার সীমানার সিঙ্গিয়াজোত এলাকায় হানা দিয়ে মহম্মদ মুজাহান নামে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। বাকি দুজন পালিয়ে যায়।

নির্দেশ হাইকোর্টের

আড়িয়াদহ কাণ্ডে অভিযুক্ত জয়ন্ত সিংহের বাড়ি না ভাঙার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে।

ধৃত অধ্যাপক

ট্রেনে এক মহিলার শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে মঙ্গলবার হাওড়া স্টেশন থেকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করল রেল পুলিশ। ওই মহিলা জিআরপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

৪৬৫৬ জনকে ঋণ

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যের ৪৬৫৬ জন পড়ুয়াকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ঋণ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় এক প্রশ্নের জবাবে জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

সময়ে চালু পোর্টাল

ইউজিসির গাইডলাইন মেনে ১৯ জুনের মধ্যেই স্নাতক স্তরে ভর্তির পোর্টাল চালু হয়ে যাবে। মঙ্গলবার বিধানসভায় একথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

আইন মেনেই সংরক্ষণ, দাবি মমতার

কলকাতা, ১০ জুন : রাজ্য সরকারের ওবিসি সংরক্ষণ আইন নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এই আইনকে অবৈধ বলে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে নতুন করে ওবিসি সংরক্ষণ বিল পেশ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিধানসভায় তিনি ওবিসি সংরক্ষণ বিল নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন। মমতা বলেন, 'রাজ্য সরকার ১৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ করেছিল। হাইকোর্ট সেটা বাতিল করে ৭ শতাংশ করেছে। এই নিয়ে এখনও আদালতে মামলা চলছে। ফলে ভর্তি বা চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। রাজ্য সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পিছিয়ে পড়া মানুষকে চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করেছে।'

এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রথমেই বলেন, 'একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কারণে এই আইন করেছিল রাজ্য। কিন্তু হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের এই বেআইনিভাবে তৈরি করা আইনকে মান্যতা দেয়নি। তাই রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে এখন নতুন করে সংশোধনী বিল আনার চেষ্টা করছে। আমরা দেখব, সংশোধনী বিলে কী থাকে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এর সঙ্গে জাত বা ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। রাজনৈতিক দলগুলি এই নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে। একমাত্র পিছিয়ে পড়া অংশকে চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দু উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলার অনুমতি দেননি।

ওবিসি বিলে সরগরম বিধানসভা

> রাজ্য সরকার ১৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ করেছিল। হাইকোর্ট সেটা ৭ শতাংশ করেছে। এই নিয়ে এখনও আদালতে মামলা চলছে। ফলে ভর্তি বা চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগ্য জবাব দিয়েছি : শুভেন্দু

বিধানসভায় ঝাঁঝ কম পদ্মের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১০ জুন : পহেলগামের সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার ঘটনায় সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানানোর প্রস্তাবে 'অপারেশন সিঁদুর' কেন উল্লেখ করা যাবে না, সেই ইস্যুতে প্রত্যাশিত দৃঢ়তা দেখাতে পারল না বিজেপি। এমনটাই মনে করছে বিজেপি ও রাজনৈতিক মহলের একাংশ। সেনাকে সম্মান জানাতে বাদল অধিবেশনের শুরুতে বিধানসভায় এদিন যে প্রস্তাব পেশ করেছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই প্রস্তাবে যে 'অপারেশন সিঁদুর' নামের কোনও উল্লেখ থাকছে না তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল আগেই। তা নিয়ে অধ্যক্ষের (বকলমে সরকারের) প্রস্তাবের সমালোচনাও করেছিল বিজেপি। কিন্তু পর্যবেক্ষকদের মতে, বিধানসভার অধিবেশনে সেই দাবি আদায়ে যেভাবে আগ্রাসী হতে দেখা গেল না বিজেপি পরিষদীয় দলকে। তবে শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, 'এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হয়নি। যোগ্য জবাবই দিয়েছে বিজেপি।'

ইস্যুতে প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দুটি সংশোধনী গ্রহণের জন্য দাবি করেন। অধ্যক্ষের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'প্রস্তাবে অপারেশন সিঁদুর-এর উল্লেখ ও টার্গেট কিলিংয়ের উল্লেখ করুন।' তবে একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'সরকার তাঁর সংযোজন দুটি মানুক বা না মানুক, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবে বিজেপি।'

প্রস্তাবে শুভেন্দু তথা বিজেপির এই সংযোজন মানেননি অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে এই প্রশ্নে অধ্যক্ষ তাঁর (রুলিং) সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে বলেন, 'বিরোধী দলনেতা আপনি যে সংযোজনের কথা বলেছেন, তা নিয়ে বিধিবদ্ধভাবে কোনও লিখিত অ্যামেন্ডমেন্ট (সংশোধনী) দেননি।' সংসদীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট পরিপক্ক বিরোধী দলনেতা কেন এমন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে এ ধরনের 'টেকনিকাল ত্রুটি'র সুযোগ দিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ওয়াকিবহাল মহলে। যদিও বিজেপির দাবি, তাদের সমালোচনার পর প্রস্তাবের নামে কী আসে যায়? আমরা তো সেনাকে সম্মানই জানাচ্ছি বলে সাফাই দিয়েছেন অধ্যক্ষ। সেই কারণে দেশের প্রশ্নে এই প্রস্তাব নিয়ে জলঘোলা করতে চায়নি বিজেপি। শুভেন্দুর কথায়, 'দেশের প্রশ্নে এই প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করেছি। বিজেপির কাছে সবসময় অগ্রাধিকার দেশ। তৃণমূল চেয়েছিল এই প্রশ্নে বিরোধিতা করে আমরা উপস্থিত না থাকি। তৃণমূলের সেই ফাঁদে আমরা পা দিইনি।'

দ্বিতীয় প্রস্তাবে শুভেন্দুর দাবি ছিল, প্রস্তাবে এলোপাতাড়ি গুলির কথা না বলে টার্গেট কিলিং হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে। এই প্রশ্নে শুভেন্দুর দাবি, বিজেপি বেছে বেছে

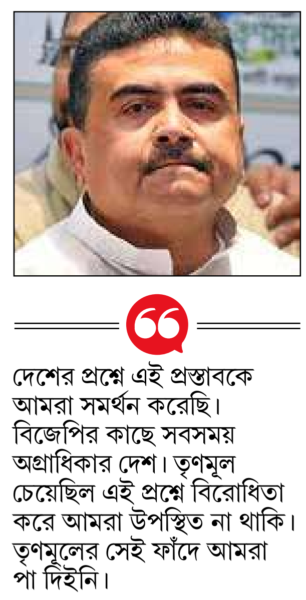

> দেশের প্রশ্নে এই প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করেছি। বিজেপির কাছে সবসময় অগ্রাধিকার দেশ। তৃণমূল চেয়েছিল এই প্রশ্নে বিরোধিতা করে আমরা উপস্থিত না থাকি। তৃণমূলের সেই ফাঁদে আমরা পা দিইনি।
>
> -শুভেন্দু অধিকারী

হিন্দু নিধনের দাবি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি হিন্দু নিধন না বললেও, ধর্মীয় হত্যার তত্ত্ব মেনে নিয়েছেন। ফলে তাঁদেরই জয় হয়েছে। যদিও তৃণমূলের দাবি, এই প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তিনিও শুনেছেন হিন্দু দেখে মারা হয়েছে। তবে, তিনি নিজে মনে করেন পহেলগামের হত্যা নিন্দনীয়। যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁরা মানুষ। মানবিক প্রাণ। ফলে বিজেপি ও শুভেন্দুর দাবি মানার প্রশ্নই নেই।

মুর্শিদাবাদ-হিংসা নিয়ে তোপ ভূপেন্দ্র যাদবের

কলকাতা, ১০ জুন : মোদি সরকারের ১১ বছর পূর্তির প্রচারে এসে মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের সন্ত্রাস নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। বার বারই নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলবার কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে ভূপেন্দ্র মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসা প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'এই রাজ্যে শুধু ভোটের সময় বা ভোটের পরে সন্ত্রাস হয় এমন নয়। সন্ত্রাস এই রাজ্যের প্রতিদিনের বিষয়। মুর্শিদাবাদে সম্প্রতি যে 'দাঙ্গা' হয়েছে, সেটা কি ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস। এটাই দুঃখের।' একইসঙ্গে তিনি এও বলেন, 'রাজ্যের মানুষ এই হিংসাকে আর বরদাস্ত করবে না। গণতান্ত্রিক পথে এই সরকারের বদলই একমাত্র পথ।'

নির্বাচনকে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ করার প্রশ্নে ইতিমধ্যেই কমিশনের ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করেছে বিজেপি। রাজ্য বিজেপির এই দাবির প্রশ্নে ভূপেন্দ্র বলেন, 'নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার দায়িত্ব কমিশনের। আমরা কমিশনকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যাই হোক না কেন, '২৬-এ বিজেপি এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে।'

ভূপেন্দ্রর দাবি, 'বিগত ইউপিএ জমানার চেয়ে বর্তমান মোদি সরকারের আমলে রাজ্য আর্থিকভাবে অনেক বেশি লাভবান হলেও তৃষ্টিকরণের রাজনীতি ও দুর্নীতির কারণে এই রাজ্যের উন্নয়ন থমকে আছে।' এদিন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে পাচার করা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ করেন শুভেন্দু অধিকারী। পরে শুভেন্দু বলেন, রাজ্যের পুলিশ ও সরকারি আধিকারিকদের একাংশ এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত। মুখ্যমন্ত্রীর ছত্রছায়ায় থেকে তাঁরা এই কাজ করছেন। তাঁর দাবি, বিজেপি বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন যাদব।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ০২-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ০৯.০৬.২০২৫। চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার, গতিশক্তি ইউনিট, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিম) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং : ২-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থানে রোড ওভার ব্রিজ/রোড আন্ডার ব্রিজ নির্মাণের জন্য জিওটেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন, টোটাল স্টেশন/ডিজিপিএস সহ বিশদ সার্ভে, অ্যালাইনমেন্ট মার্ক করা, সয়েল ইনভেস্টিগেশন, ডিজাইন তৈরি এবং ড্রয়িংয়ের অনুমোদন। টেন্ডার মূল্যমান : ৩,৬৬,৬৭,৮৮৩.৫২ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ : ০২.০৭.২০২৫। ওয়েবসাইটে বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in (MLD-82/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অসন্তুষ্ট বিচারক

কলকাতা, ১০ জুন : একজন সরকারি ডাক্তার কর্মক্ষেত্রে খুন হয়েছেন, সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত সিবিআইয়ের, আরজি কর মামলায় এমনটাই মন্তব্য করলেন নিম্ন আদালতের বিচারক। মঙ্গলবার সিবিআই এই মামলায় চতুর্থ স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে শিয়ালদা আদালতে। তবে তাতে সন্তুষ্ট নন নির্যাতিতার পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, সিবিআই শব্দ নিয়ে খেলছে। লাস্ট সিন অফ থিয়োরি অনুযায়ী তদন্তের রিপোর্ট জমা পড়ছে না। তবে সিবিআইয়ের যুক্তি, তাদের কাছে যে তথ্য আসছে সেগুলি নোডাল অফিসারের মাধ্যমে একটি সংস্থাকে দিয়ে যাচাই করানো হচ্ছে।

উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ পরীক্ষা

চাকরিহারাদের অনুমতি দিল কোর্ট

কলকাতা, ১০ জুন : ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের জন্য এসএসসি-কে দায়ী করেই মন্তব্য রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ, 'স্কুল সার্ভিস কমিশনের অপকর্মের কারণে চাকরি গিয়েছে। তাই এসএসসি-কে দায় নিতে হবে।' সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারিয়ে উচ্চপ্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চাকরিহারাদের একাংশ। তখনই এই মন্তব্য করেন বিচারপতি। সম্ভাব্য যোগ্যদের সঙ্গে মানবিক অবস্থান দেখানো হোক বলে পর্যবেক্ষণ আদালতের। এদিন একাধিক আবেদনকারীকে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেয় আদালত। তাঁদের মেধার বিবেচনা করে ও নথিপত্র যাচাই করে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে সুযোগ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

মহুয়া ঘোষ সহ একাধিক চাকরিহারা উচ্চপ্রাথমিকে সপ্তম কাউন্সেলিংয়ে বসতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ১১ জুন কাউন্সেলিং রয়েছে। চূড়ান্ত মেধাতালিকায় জায়গা পেলে তাঁদের চাকরি দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

তবে কমিশনের যুক্তি, আগের কাউন্সেলিংয়ের সময় অনুপস্থিত প্রার্থীদের বর্তমান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ না দেওয়ার নিয়ম রয়েছে কমিশনে। এঁদের অনুমতি দিলে তালিকাভুক্ত প্রার্থীরা যাঁরা অন্য নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেননি তাঁরা চাকরির সুযোগ হারাবেন। সোমবারও এক আবেদনকারীকে উচ্চপ্রাথমিকের কাউন্সেলিংয়ে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন বিচারপতি। আইনজীবী মহলের মতে, আদালতের এই নির্দেশের ফলে চাকরিহারাদের উচ্চপ্রাথমিকে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হল।

স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে

কলকাতা, ১০ জুন : সুরাহা মেলার আশায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি লিখলেন 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। সর্বভারতীয় স্তরের একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতাকেও চিঠি পাঠিয়েছেন তাঁরা। উদ্দেশ্য, শাসক ও বিরোধী উভয় দলেরই সমর্থন অর্জন করা। চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'শান্তি থেকে অব্যাহতি না দেওয়া হলে পরিবারের সঙ্গে আমাদেরকেও স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য অনুমতি দেওয়া হোক।'

আন্দোলন ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং আইনজীবীদের দ্বারস্থ হওয়ার পরও নিয়োগ বিভ্রান্তি প্রকাশে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে আটকাতে পারেননি শিক্ষকরা। তাই মঙ্গলবার সারা রাজ্যের প্রতিটি ডাকঘর থেকে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি পাঠাল 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'। চিঠিতে বলা হয়েছে, ১৫,৪০৩ জন 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ সুপ্রিম কোর্টে আনতে পারেনি। সিবিআইয়ের তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁরা 'কলঙ্কিত' নন। তবুও তাঁদের ৭ বছরের চাকরির অবসান ঘটিয়ে কার্যত শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আজ টিভিতে

গ্রেপস চিকেন এবং শোলের সঙ্গে ফলের রাজা তৈরির রেসিপি শেখাবেন উষ্কা দত্ত মজুমদার। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ ভাই আমার ভাই, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ গ্যাড়াকল, সন্ধে ৭.০০ পরিবার, রাত ১০.০০ সূর্য, ১.০০ প্রলয়

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ আনন্দ আশ্রম, বিকেল ৪.০০ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৬.৫৫ বলো না তুমি আমার, রাত ১০.১৫ অগ্নিপথ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ প্রাণের স্বামী, দুপুর ১.৩০ মহাজন, বিকেল ৫.৩০ শত্রু মিত্র, রাত ১০.৩০ ভাগ্যদেবতা, ১২.৫৫ থানা থেকে আসছি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মঞ্জরী অপেরা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গুন্ডা

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৯ গদর-টু, বিকেল ৩.২৮ ক্রু, ৫.৫৫ রাবণাসুরা, সন্ধে ৭.৫৫ কটিরা, ১১.১৪ পুলিশ পাওয়ার

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৫৮ ধমাল, বিকেল ৪.৩১ রাউডি রক্ষক, সন্ধে ৭.৩০ কোই মিল গ্যয়া, রাত ১০.৪৫ জিনিয়াস

অ্যান্ড প্রাইভ এইচডি : বেলা ১১.৫৭ মম, দুপুর ২.২৪ সাইনা, বিকেল ৪.৪২ দোবারা, সন্ধে ৬.৫৮ খালি পিলি, রাত ৯.০০ শুভ মঙ্গল সাবধান, ১০.৪৩ রশ্মি রকেট

মুভিজ নাউ : বেলা ১১.৩০ এজেন্ট কোডি ব্যাঙ্কস, দুপুর ১.১০ রেসিডেন্ট ইভিল : আফটার লাইফ, ২.৪০ রবি-টু, বিকেল ৪.৩৫ দ্য ভিঞ্চি কোড, সন্ধে ৬.৫৫ ডার্ক ফিনিক্স, রাত ১০.৩০ দ্য পিঙ্ক প্যান্থার

কোই মিল গয়া
সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

আনন্দ আশ্রম
দুপুর ১.০০ জলসা মুভিজ

মঞ্জরী অপেরা দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

রাজ্যের অবস্থান

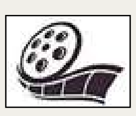

কলকাতা, ১০ জুন : টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায় কাজে স্বাধীনতা সংক্রান্ত মামলায় নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল রাজ্য। রাজ্যের দাবি, কোনও পরিচালক রাজ্যের হয়ে ছবি তৈরি করেন না। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে ছবি তৈরির কাজ করেন। সেক্ষেত্রে রাজ্যের কোনও ভূমিকা নেই। তাই হস্তক্ষেপ করার বিষয়টি আসে না। মঙ্গলবার রাজ্যের আবেদনে মামলার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। পরের সপ্তাহে মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন ডিভিশন বেঞ্চে তাই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে চেয়েছে রাজ্য। এর আগে পরিচালক বিদুলা ভট্টাচার্য ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন একক বেঞ্চে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েও ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। সমস্ত মামলা একসঙ্গে শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্য সরকারের কাছে বিষয়টি স্বস্তির বলে জানালেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'সরকারকে সবাইকে নিয়ে চলতে হয়। পরিবেশের কথা ভাবতে হয়। মানুষের রুটিরুজি পরিবহণের কথাও মাথায় রাখতে হয়।'

বাতিল নয়

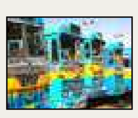

কলকাতা, ১০ জুন : ১৫ বছর বয়সি বাণিজ্যিক গাড়ি এখনই বাতিল নয়। ১৫ বছর পেরিয়ে যাওয়া গাড়ি দু'বার করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে ফিটনেস সার্টিফিকেট নিতে হবে। তাতে জটিলতা থাকলে তবেই সেই গাড়ি বাতিল হবে। এই বিষয়টি নিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে জানালেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটসের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

তদন্ত

শান্তিনিকেতন, ১০ জুন : সোনাঝুরিতে পর্যটন দপ্তরের জায়গা দখল করে বেআইনি রাস্তা নির্মাণ করেছিল এক জমি মাফিয়া। অভিযোগ পেয়ে ১৬৩ বিএনএস জারি করেছে বোলপুর মহকুমা শাসক। সেই সঙ্গে বোলপুর পুরসভা ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকেও নোটিশ করা হয়েছে। বোলপুর পুরসভার পুরপ্রধান পর্ণা ঘোষ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

চতুর্থ রাজ্য

কলকাতা, ১০ জুন : ডিম উৎপাদনে দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। মাংস উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম। দেশের মোট মাংস উৎপাদনের ১২ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়। মঙ্গলবার বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানালেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব রাখতে নির্দেশ

কলকাতা, ১০ জুন : বীরভূম জেলার তৃণমূলের নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে জেলার নেতাদের বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি দলের জেলা চেয়ারম্যান তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে স্পষ্টই জানিয়ে দেন, 'কেষ্টকে কোনও কর্মসূচিতে সামনের সারিতে রাখা যাবে না। ওর কথাবার্তা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়।' এরপরই তিনি বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে সংগঠন আরও মজবুত করার নির্দেশ দেন। ১৪ জুন বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটিকে কলকাতায় ডাকা হয়েছে। সেখানে কেষ্ট ও কাজল দুজনই উপস্থিত থাকবেন। ওই বৈঠকে দলনেত্রীর নির্দেশ কেষ্টকে বুঝিয়ে দেবেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী।

কয়েকদিন আগেই বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করার একটি অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়। দলনেত্রীর নির্দেশে কেষ্টকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। নবান্নের নির্দেশে কেষ্টর বিরুদ্ধে বোলপুর থানায় পুলিশ এফআইআরও দায়ের করে। বোলপুর এসডিপিও অফিসে দু'দিন তাঁকে হাজিরাও দিতে হয়েছে। কেষ্টর ভূমিকা যে দল ভালো চোখে দেখছে না, তা আগেই বুঝিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগেও কেষ্ট প্রকাশ্যেই পুলিশকে বোমা মারার নিদান দিয়েছিলেন। কিন্তু দু'বছরের কাছাকাছি সময় তিহার জেলে বন্দি থাকায় জেলায় কেষ্টর অনুগামীর সংখ্যা কিছুটা হলেও কমেছে। কিন্তু এখনও কিছু ব্লক ও টাউন কমিটিতে কেষ্ট অনুগামীরা রয়েছেন। তাই কেষ্টকে সম্পূর্ণ না ছেঁটে ধীরে ধীরে নখদন্তহীন করে ফেলতে চাইছে তৃণমূল। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে কেষ্ট যাতে অন্তর্ঘাত করতে না পারেন, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, এদিনই বিধানসভায় হাজির ছিলেন বীরভূম জেলার তৃণমূলের বিধায়করা। দল যে এই ধরনের অসংসদীয় আচরণ বরদাস্ত করে না, তা ওই বিধায়কদের বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেই কারণেই এখন আর কেষ্টকে সামনের সারিতে রাখতে চাইছেন না তৃণমূল নেত্রী। বরং কেষ্টর তীব্র বিরোধী বলে পরিচিত কাজল শেখকে গুরুত্ব দিয়ে বিধানসভা ভোটে জেলার ১১টি আসনই দখলের লক্ষ্য নিয়েছে তৃণমূল। জেলা তৃণমূলে একসময় কেষ্ট অনুগামী বলে পরিচিত বিধায়কদের বেশ কয়েকজন ইদানীং কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছেন। আগামীদিনে দলনেত্রীর মনোভাব বুঝে কেষ্টর থেকে তাঁরা যে দূরত্ব রাখবেন, তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিকল্পনামাফিক কাজ করলে সাফল্য মিলবে। কোনও পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। **বৃষ :** পরিবারের কোনও গোপন কথা বন্ধুবান্ধবকে বলে বিপদে পড়তে হতে পারে। আইনি বিষয়ক কোনও মামলার ফল আপনার পক্ষে যাবে। **মিথুন :** কর্মপ্রার্থীরা সুসংবাদ পেতে পারেন। কাউকে টাকা ধার দিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। **কর্কট :** আপনার অবান্তর কথার জন্য পরিবারে অশান্তির সম্ভাবনা। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। **সিংহ :** খুব পরিচিত লোকের দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। না জেনে কোনও কাগজপত্রে সই করবেন না। **কন্যা :** আপনার সুমধুর ব্যবহারে সমাজে জনপ্রিয় হবেন। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সম্ভাবনা। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। **তুলা :** স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। সামান্য ভুলে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। **বৃশ্চিক :** সামান্য কারণে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। বহুদিনের কোনও বকেয়া ফেরত পেয়ে স্বস্তি। সন্তানের চাকরির খবরে আনন্দ। **ধনু :** ব্যবসায় আয় বাড়বে। পিঠের যন্ত্রণায় ভোগান্তি। অপ্রত্যাশিত কোনও ভালো খবর পেয়ে বাড়িতে আনন্দের হাট। **মকর :** তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায়িক কোনও কাজে বন্ধুর সাহায্য নেবেন না। পায়ের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে। **কুম্ভ :** দরকারি কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। বেহিসেবি খরচ রাশ টানুন। স্ত্রীকে কাউকে উপকার করতে যাবেন না। **মীন :** সন্তানের পড়াশোনায় খরচ বৃদ্ধিতে চিন্তা বাড়বে। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যায় চাপ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১১ জুন ২০২৫, ২৭ জেঠ, সংবৎ ১৫ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ১৪ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৯। বুধবার, পূর্ণিমা দিবা ১২।৩৮। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ৮।৮। সাধ্যযোগ দিবা ২।৩২। ববকরণ দিবা ১২।৩৮ গতে বালবকরণ রাত্রি ১।১৩ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৮।৮ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ১২।৩৮ গতে পূর্বে। কালবেলাদি- ৮।১৬ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।৩৭ গতে ১।১৭ মধ্যে। কালরাত্রি ২।১৬ গতে ৩।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।১৭ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৮।৮ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধি বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১১।৩৭ মধ্যে সাধভক্ষণ নিষ্ক্রমণ নবান্ন যবান্নাদ্ধ, দিবা ১২।৩৮ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও প্রতিপদের সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪০ গতে ১১।১৪ মধ্যে ও ১।৫৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৫ মধ্যে ও ১২।২ গতে ১।২৭ মধ্যে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪ সংখ্যা, বুধবার, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

ভাতায় খেসারত

টাকা তো খোলামকুচি নয়। বিশেষ করে যদি তা হয় কর বাবদ দেওয়া টাকা। ক্ষমতা আছে বলেই কোনও সরকার কোষাগারের টাকার যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে না। সেই প্রশ্নটা উঠেছে চাকরিচ্যুত একদল শিক্ষাকর্মীকে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে। প্রশ্নটা নিয়ে বিরোধীরা তেমন সোচ্চার না হলেও জনপরিসরে ছিল। শেষপর্যন্ত সেই প্রশ্নে সিলমোহর দিল হাইকোর্ট। জানতে চাইল এই ভাতা দেওয়ার ভিত্তির খুঁটিনাটি।

রাজ্য সরকার ওই ভাতা চালু করেছে। এক মাসের ভাতা দেওয়া হয়েও গিয়েছে। এই ভাতা দেওয়ার কি কোনও সামাজিক প্রকল্প আছে? এককথায় উত্তর, না। সরকারের ইচ্ছে হয়েছে, তাই দিয়েছে। তা কি সরকার পারে? সেই প্রশ্নটিই তুলেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। জানতে চেয়েছেন, এই ভাতাপ্রাপকরা বিনিময়ে সরকারকে কী দেবেন? এঁরা কি বাড়িতে বসে এই ভাতা পাবেন? প্রশ্নগুলি অতি প্রাসঙ্গিক।

বাম জমানায় কিছুদিন বেকার ভাতা চালু ছিল। তরুণ প্রজন্মের কর্মহীনদের জন্য প্রকল্প চালু করেছিল সরকার। কিন্তু টানতে পারেনি। ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাওয়ার দশা হওয়ায় জনমুখী সেই প্রকল্পে ইতি টানতে হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারকেই। তৃণমূল সরকার হালে যে ভাতা দেওয়া শুরু করেছে, তা কোনও প্রকল্পের আওতাভুক্ত নয়। কারা পাচ্ছেন এই ভাতা? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে শিক্ষাকর্মীদের চাকরি গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ- দুই শ্রেণির কর্মীরা আছেন।

কেন চাকরি খারিজ হল তাঁদের? আদালত মনে করেছে, বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়া হয়েছে এই শিক্ষাকর্মীদের। সেই অন্যায়ে নিযুক্ত শিক্ষাকর্মীদের দায়ও আছে। তাঁদের একাংশ টাকার বিনিময়ে নিয়োগপত্র কিনেছেন কার্যত। দুর্নীতির অভিযোগে যাঁদের নিয়োগ খারিজ হল, তাঁদের ভাতা দেওয়ার অর্থ তো সেই দুর্নীতি আড়াল করা। চাকরি গিয়েছে বলে তাঁদের বসিয়ে বসিয়ে ভাতা দেওয়ার যুক্তির সারবত্তা নিয়ে তাই প্রশ্ন উঠবেই।

সরকার যুক্তি দিতে পারে, মানবিক কারণে এই সিদ্ধান্ত। হঠাৎ চাকরিচ্যুত হওয়ায় তাঁরা অথই জলে পড়েছেন বলে ভাতা দিয়ে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নিলে প্রশ্ন ওঠে, রাজ্যে এত এত কর্মহীন থাকতে বেছে বেছে চাকরিচ্যুত শিক্ষাকর্মীদের কেন? সরকারের অন্যায়ের কারণে তাঁদের চাকরি খারিজ হয়েছে বলে? তারপরেও একটি সাংবিধানিক প্রশ্ন ওঠে। যে প্রশ্নটি বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে উচ্চারিত হয়েছে।

প্রশ্নটি হল, দেশের সর্বোচ্চ আদালত অনিয়মের অভিযোগে কারও নিয়োগ খারিজ করে দিলে সরকারি অর্থে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সংবিধানসম্মত তো? সুপ্রিম কোর্টের চাকরি বাতিলের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে। সেই পিটিশন এখনও আদালতের বিবেচনাধীন। আবেদনটির নিষ্পত্তি হওয়ার আগে চাকরিচ্যুতদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত তো আসলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে ঘুরিয়ে উপেক্ষা করা। আদালত যাঁদের নিয়োগকে বেআইনি বলছে তাঁদের বসিয়ে ভাতা দেওয়াকে এছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়!

এই শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে একদল শিক্ষকেরও চাকরি বাতিল হয়েছিল। কিন্তু সরকারের লিভ পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের একাংশের চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ করার অনুমতি দিয়েছে আদালত। কিন্তু চূড়ান্ত নির্দেশে যদি আদালত তাঁদের চাকরির মেয়াদ আর না বাড়ায়, তাঁদেরও কি এভাবে ভাতা দিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের অনিয়মের ক্ষতিপূরণ দেবে?

চাকরিচ্যুত শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দিয়ে সরকার আসলে অনিয়মের খেসারত দিচ্ছে। শিক্ষা দপ্তর ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের আধিকারিক-কর্মীদের একাংশ যে ওই কেলেঙ্কারিতে যুক্ত, তার খানিকটা ইতিমধ্যে আদালতে স্পষ্ট হয়েছে। ভাতা দিয়ে চাকরিচ্যুতদের অসন্তোষ ধামাচাপা দেওয়ার পাশাপাশি ভাতার সিদ্ধান্তে ভোটের অঙ্ক নিশ্চিতভাবে আছে। অন্তত এই শিক্ষাকর্মীদের পরিবার ও তাঁদের ঘনিষ্ঠদের ভোট ধরে রাখতে সরকারি টাকার এই যথেচ্ছ ব্যবহার। শাসকের স্বার্থে সরকারি কোষাগার ব্যবহারের এই নজির অত্যন্ত খারাপ ও জনস্বার্থের প্রতিকূল।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম-দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

আলোচিত

আমাকে কেউ একটা জিনিস ব্যাখ্যা করতে পারেন? মেয়েরা বাবা-মার ভয়ে বিয়েতে আপত্তি জানাতে পারে না, অথচ তারা সুপারি কিলার দিয়ে স্বামীকে খুন করতে পারে! সকাল থেকে ভাবছি আর মাথাব্যথা হচ্ছে! এই ধরনের বোকা লোকরাই ভয়ংকর। সমাজের ক্ষতি করে।

- কঙ্গনা রানাওয়াত

ভাইরাল

গুলমোহর গাছ থেকে গলগল করে জল বেরোচ্ছে। তা দেখতে ভিড় জমেছে। 'অলৌকিক গাছ'-এর 'পবিত্র জল' সংগ্রহ চলছে। ভক্তদের টনক নড়ে যখন পুরসভা জানায় মাটির নীচে জলের পাইপ ফেটে এটা হয়েছে।

আজ

১৯৬২

অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৯৭

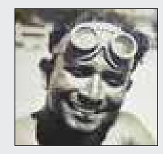

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি সাঁতারু মিহির সেন।

সোজা-সাপটা

আত্মমর্যাদার সঙ্গে বঙ্কিমের মেয়েরা কোনও দিন আপসরফা করেনি। প্রয়োজনে স্বামীকে তারা পরিত্যাগ করতে পারে, গৃহত্যাগ করতে পারে, মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে পারে, কিন্তু নারীর মর্যাদা ও মহিমাকে বিসর্জন দিতে রাজি নয়।

বঙ্কিমের নারীরা এবং একুশ শতকের বাঙালি

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর কালসীমায় রচিত, তার অন্য প্রমাণ তাঁর সৃষ্ট পুরুষ চরিত্রগুলি। অন্যদিকে, একুশ শতকেও তাঁর উপন্যাসের মহান আবেদন যৌক্তিকতা ও জনপ্রিয়তার যে সুনিশ্চিত সম্ভাবনা—তার সবটুকু কৃতিত্ব তাঁর উপন্যাসের রমণীকুলের। এই রমণীরা উনিশ শতকের সমাজ পটভূমিকায় এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করলেও এদের চিন্তাভাবনা, জীবনবোধ, এদের ক্রোধ, বিদ্রোহ ও সংগ্রাম, এদের প্রাগ্রসর মানসিকতা ও একুশ শতকের বাঙালি মহিলা তথা সমগ্র বাঙালি সমাজকে লজ্জা দিতে পারে। লজ্জা দেবে এই কারণে যে বঙ্কিমের রমণীরা উনিশ শতকের কালসীমায় বসে যা ভেবেছে যা চেয়েছে যা করেছে, একুশ শতকের আঙিনায় এসে আজও আমরা সেখানে আদৌ পৌঁছোতে পারিনি। যে কারণে তাদের অপমান ও অসম্মান, এবং তজ্জনিত ক্রোধ ও বিদ্রোহ, সেসব কারণ আজও সমাজ থেকে কিছুমাত্র দূরীভূত হয়নি। এ কেবল বঙ্গীয় সমাজের কথা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ পটভূমিতেও এই একই বক্তব্য।

আত্মমর্যাদার সঙ্গে বঙ্কিমের মেয়েরা কোনও দিন আপসরফা করেনি। প্রয়োজন হলে স্বামীকে তারা পরিত্যাগ পর্যন্ত করতে পারে—তারা গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে যেতে পারে—তারা মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে পারে, কিন্তু নারীর মর্যাদা ও মহিমাকে বিসর্জন দিতে রাজি নয়। যে যুগে সবে সতীদাহ প্রথার নিবারণ হয়েছে, বিধবাবিবাহ সবে আইনের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, বহুবিবাহ রহিত হওয়ার সপক্ষে বিদ্যাসাগরের আন্দোলন শুরু হয়েছে। সেই সময়পর্বের পটভূমিতে বঙ্কিম সৃষ্ট রমণীরা অতিমাত্রায় আধুনিক, অতিমাত্রায় প্রাগ্রসর। এ যুগের বিবাহবিচ্ছেদ আইন সে যুগের বাঙালি রমণীদের কল্পনার বাইরে ছিল। বঙ্কিমের উপন্যাসে এমন বেশ কয়েকজন বিদ্রোহিণীর কথা উঠে আসে।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে দুই বিদ্রোহিণীকে দেখি—নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী সূর্যমুখীকে এবং নগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া পত্নী কুন্দনন্দিনীকে। এই রমণীযুগলের বিদ্রোহ কীসের বিরুদ্ধে এবং কীভাবে, সেকথাটাই বলি।

স্বামী নগেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেই সূর্যমুখীর প্রধান ক্ষোভ। এই ক্ষোভের কারণ কী? কারণ, এতকাল পর নগেন্দ্র স্ত্রী সূর্যমুখীকে বিস্মৃত হয়ে বিধবা কুন্দনন্দিনীতে আকৃষ্ট। এমনকি, নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ পর্যন্ত করতে উদ্যোগী। পুরুষের বহুবিবাহ সমাজ অনুমোদিত হলেও সূর্যমুখীর মতো নারীর পক্ষে তা মেনে নেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। শাস্ত্রের বিধান থাকে থাক, সমাজের অনুমোদন থাকে থাক, কিন্তু নারী হিসাবে সূর্যমুখী এই বিধান কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

সূর্যমুখীর প্রকৃত বিরোধ কি বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে, নাকি পুরুষের বহুবিবাহের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে? নগেন্দ্রর প্রতি সূর্যমুখীর ক্ষোভ কি এই কারণে যে নগেন্দ্র একজন বিধবা কন্যাকে বিবাহ করছে, নাকি ক্ষোভের প্রকৃত কারণ হল, যেহেতু নগেন্দ্র দ্বিতীয়বার পরিণয়াবদ্ধ হচ্ছে—সে কন্যা বিধবাই হোক আর কুমারীই হোক, সূর্যমুখীর তাতে কী যায় আসে! স্ত্রীর বর্তমানে স্বামীর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ তৎকালীন সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত হলেও পত্নী সূর্যমুখীর নিকট তা কিছুতেই স্বীকারযোগ্য নয়, অনুমোদনযোগ্য নয়। আর তাই দেখি, নগেন্দ্রর দ্বিতীয় বিবাহে সূর্যমুখীর তীব্র বেদনা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশ পেল তার গৃহত্যাগের মধ্য দিয়ে। যদি সূর্যমুখী গৃহত্যাগের মাধ্যমে তার ক্ষোভ তার প্রতিবাদ প্রকাশ না করত, তাহলে এই উপন্যাসে নগেন্দ্র-কুন্দর বিবাহের পর আর কোনও নতুন তরঙ্গ দেখা দিত না। হয়তো নগেন্দ্র তার বড় বৌ ও ছোট বৌকে নিয়ে দিব্যি ঘরসংসার করে আত্মসুখে কালাতিপাত করত। নারীর আত্মমর্যাদা দিয়ে সূর্যমুখী নিজেকে নগেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী রূপেই ভাবতে পারে, কিন্তু কখনোই নগেন্দ্রের অন্যতম বধূ রূপে নয়। আর তাই কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রর বিবাহের পরদিনই সকলের অলক্ষে রাতের অন্ধকারে সূর্যমুখী ঘর থেকে পথে এসে নামে, ঠিকানাবিহীন লক্ষ্যে এগিয়ে যায় নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায়। স্নেহময়ী সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের ঘটনা নগেন্দ্রনাথকে তীব্রভাবে বিচলিত, বিহ্বল ও বিভ্রান্ত করে তোলে। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ নগেন্দ্রর পক্ষে একান্তই অপ্রত্যাশিত—হয়তো সেদিনের সমাজের চোখেও। মনে রাখতে হবে, তখনও দেশে বহুবিবাহ নিষেধক আইন প্রবর্তিত হয়নি। তবে বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রয়াসে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আইন পাশ হয়ে গেছে।

মনে হয়, সূর্যমুখীর প্রধানতম ক্ষোভ তার স্বামীর প্রতি হলেও, তার আরেকটি ক্ষোভ থেকে গেছে বিধবাবিবাহ আইনের বিরুদ্ধে এবং স্বভাবতই সেই কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধেও।

কমলমণিকে ব্যথিত সূর্যমুখী স্বামীর কুন্দানুরাগের প্রসঙ্গের শেষে লিখেছে, 'একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?'

সূর্যমুখীর এই কথাটার প্রকৃত অর্থ কী? অনেকে মনে করেন, সূর্যমুখীর চিঠির এই অংশ আসলে বঙ্কিমেরই আপন মনের অভিব্যক্তি। তার মানে কি বঙ্কিম বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন না? বিদ্যাসাগর দেশে যে আন্দোলনের জোয়ার তুলেছিলেন বঙ্কিম কি তার পরিপন্থী ছিলেন?

এরূপ কল্পনা আদৌ সত্য নয়।

মনে রাখতে হবে, বঙ্কিম বিধবা কুন্দের বিবাহ দিয়ে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের অনুকূলতাই করেছিলেন। বালিকা বিধবা অন্তঃপুরে বসে জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়ে কেবল একাদশীর উপবাস করবে—বঙ্কিমচন্দ্র তা কখনোই চাননি। 'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রই বলেছেন, 'আট বৎসরের কুমারী কন্যা বিধবা হইয়াছে, যে ব্রহ্মচর্যের সে কিছু জানে না, যাহা যাট বৎসরের বুড়ারও দুরাচরণীয়, সেই ব্রহ্মচর্যের পীড়নে পীড়িত করিয়া তাহাকে কাঁদাইতে হইবে, আপনি কাঁদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কাঁদাইতে হইবে, নহিলে ধর্ম থাকে না। ধর্মোপার্জনের জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষ্কর্মা, স্বার্থপর, লোভী, কুকর্মাসক্ত ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে দাও, আপনার প্রাণপতনে উপার্জিত ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মূর্তি ধর্মের মূর্তি নহে—একটা পৈশাচিক কল্পনা।' বিদ্যাসাগর চিরজীবন সমাজের এই পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে লড়েছেন, বিদ্যাসাগরের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে বঙ্কিমের মনোভাবের কোনও বিরোধ ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁর সাম্য গ্রন্থে বলেছিলেন, 'যদি কোনও বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর পুনর্বার দার পরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, 'যদি' পুরুষ পুনর্বিবাহে অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রী বিয়োগান্তে দ্বিতীয়বার বিবাহ উচিত? উচিত, অনুচিত, স্বতন্ত্র কথা, ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই এমত কার্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে। অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এ দেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্ম ধর্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্যে পরিণত করেন না। তিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়।'

বঙ্কিম সমাজের এই ভয়ে ভীত না হয়ে বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করলেন। বঙ্কিম বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন বলেই সরলা কুন্দনন্দিনীর পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এই বিবাহের পরিণাম শুভ হয়নি বলে অনেকেই মনে করেন, বঙ্কিম বুঝি মনেপ্রাণে বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন।

সত্যিই কি তাঁর বক্তব্য এমনটাই ছিল?

কুন্দ, নগেন্দ্রর বিবাহের পরিণাম যে সুখের হয়নি তার জন্য কুন্দের বৈধব্য কোনও সমস্যা সৃষ্টি করেনি কখনোই। নগেন্দ্র ও কুন্দের বিবাহের পর সূর্যমুখী যে গৃহত্যাগ করল—তার কারণ এই নয় যে সূর্যমুখীর স্বামী দ্বিতীয়বার যাকে বিবাহ করেছে সে বিধবা। কুন্দ কেবল বিধবা বলেই যে তাকে সপত্নীরূপে গ্রহণ রতে সূর্যমুখীর আপত্তি তা তো আদৌ নয়। আপত্তি তো একেবারে গোড়াতেই। প্রথমা পত্নীর উপস্থিতিতে নগেন্দ্র দ্বিতীয় বিবাহ করছে, তা সে বিবাহ কুমারীর সঙ্গেই হোক আর বিধবার সঙ্গেই হোক—সূর্যমুখীর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী কিছুতেই তা মেনে নিতে পারে না। ঘটনাচক্রে কুন্দ বিধবা। কিন্তু সূর্যমুখীর বিদ্বেষ কোনও সময়েই কুন্দ বিধবা বলে নয়—সূর্যমুখীর লজ্জা অপমান ক্ষোভ সর্বদা এই কারণেই যে কুন্দ নগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া পত্নী।

দ্বিতীয় পত্নীর আবির্ভাবই যদি এই উপন্যাসের সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র কুমারী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রর বিবাহের ব্যবস্থা করলেন না কেন?

এর কারণ, বঙ্কিম এই উপন্যাসের মাধ্যমে এটাও দেখাতে চেয়েছেন যে— বিধবাবিবাহ আইনানুমোদিত হলেও এই মুহূর্তে সমাজে তার পরিণাম শুভ নয়।

জনমন জনমত

এখনই স্কুলে মোবাইল ব্যবহার বন্ধ করা হোক

পশ্চিমবঙ্গের সব স্কুলের ভিতরে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর হাতে মোবাইল ফোন দেখা যায়। এমনও দেখা যায় যে, স্কুলের ভিতরেই ছাত্রছাত্রীরা ফোটোশুট এবং রিলস, ভিডিও তৈরিও করে।

স্কুল একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। স্কুলের ভিতরে শুধু পড়াশোনা হবে। মোবাইল ফোন ব্যবহার করা উচিত নয়। এজন্য পশ্চিমবঙ্গের সব শিক্ষককে প্রস্তুত থাকতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের ভিতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেখলেই মোবাইল জমা নিয়ে অফিসে রাখার আবেদন রইল। অর্থাৎ যতক্ষণ স্কুলের ভিতরে ছাত্রছাত্রীরা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মোবাইল ফোন জমা রাখতে হবে।

দিনদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যদি মোবাইল ফোন ব্যবহার চলতে থাকে, তাহলে আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও ওদের দেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোবাইল ফোন ব্যবহার করবে। আমি চাই অবিলম্বে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোবাইল ফোন ব্যবহার বন্ধ হোক।

তপন বর্মন
সিতাই, কোচবিহার।

পরিস্থিতি বুঝে জল খরচ করা উচিত নাগরিকদের

৪ জুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের জনমত বিভাগে প্রকাশিত শ্রেয়সী মজুমদারের 'শিলিগুড়ির জল যন্ত্রণার শেষ কবে' শীর্ষক প্রতিবেদনটি বেশ ভালো লেগেছে।

বর্তমানে আমরা শিলিগুড়িবাসী জল নিয়ে সমস্যায় আছি। একদিকে জলের জোগানে নাজেহাল পুর কর্তৃপক্ষ, অন্যদিকে শহরে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ। সুতরাং, একবেলা জল না পেলেই জলের জন্য শহরবাসীর হাহাকার শুরু হয়ে যায়। রীতিমতো কলের কাছে পাহারায়! এই বুঝি এল! তারপর জল আসতেই তড়িঘড়ি যার যা কিছু আছে সব ভরে নেওয়ার তাড়া। এমন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে জলের ট্যাংক দেওয়া হয়েছে, অনেকেই ট্যাংক থেকে জল সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া তো কোনও উপায় নেই!

যদিও এখন অনেকেই জল কিনে খান, তবে এই দুর্মূল্যের বাজারে পানীয় জল কিনে খাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। পথেঘাটে চলতে গেলে আমরা দেখি অনেকেই সাইকেল, মোটরসাইকেল, টোটোতে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সেসব কিন্তু স্বাভাবিক দিনেরই ছবি। বহু মানুষ পানীয় জল সংগ্রহের জন্য রোজ এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আসেন। এই যে আমরা জলের জন্য এমন হাপিত্যেশ করছি, এই অনুভূতিটুকু বা এই সময়টা আমাদের কি শিক্ষা দিতে পেরেছে? যে জল অপচয় কমানো উচিত!

চাহিদা অনুযায়ী ঘরে পানীয় জলের জোগান রাখা উচিত, যাতে জরুরি অবস্থায় অন্তত দুইদিন চলে যায়। যখন জল নেই তখন আমরা দিব্যি বুঝে খরচ করছি, মেপে ব্যবহার করছি, আর যখন পরিষেবা স্বাভাবিক, তখন যে- কে-সেই। আবার শুরু হয়ে গেল দেদার অপচয়। রাস্তা ধোয়ানো, গাড়ি ধোয়ানো। আরও কত রকমের বাড়াবাড়ি। পুর কর্তৃপক্ষের দোষ অবশ্যই আছে, তারা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। তবে আমরা সাধারণ নাগরিকরাও ভীষণভাবে অসচেতন।

আমাদের জীবন থেকে নিত্যকার প্রয়োজনের কল, কুয়ো, গাছগাছালি বাদ দিয়ে যদি কেউ আধুনিক শহর গড়তে চায়, তাতে আপনি, আমি সায় দেব কেন? শাসকদল যা নিদান দেবে তাই মেনে নিতে হবে? আমাদের নিজেদের বোধ নেই! আসলে আমাদের নিজস্ব চাহিদার পরিমাণ ও তার জোগান ঠিকঠাক আছে কি না তার হিসেব আমরা নিজেরাই হয়তো রাখি না। তা না হলে প্রতিটি বাড়িতে হোক বা অ্যাপার্টমেন্টে কল বা কুয়োর ব্যবস্থা থাকবে না কেন? কেন শুধুমাত্র সাপ্লাইয়ের জলের উপরে ভরসা করে এতগুলো মানুষের রোজকার কাজকর্ম চলবে?

আমার মতে, শুধুমাত্র সাপ্লাইয়ের জলের উপর ভরসা না করে প্রতিটি বসতবাড়ি, আবাসন, ধর্মস্থান সর্বত্র নিজেদের চাহিদামতো ব্যক্তিগতভাবে জলের ব্যবস্থা রাখা উচিত। কারণ জলই জীবন। অতি আধুনিক মানুষ হিসেবে আমাদের মূল্যবান জীবনের সম্পূর্ণ তদারকি অপরের হাতে ন্যস্ত না রেখে, পরিবার, পরিবেশ, সমাজের কথা ভেবে জলের উৎস, জলের ব্যবহার করা উচিত।

বীণা বল
শ্রীপল্লি, রোড নম্বর ৫, শিলিগুড়ি বাজার।

বৃক্ষরোপণ শুধু প্রচার

সদ্য পেরিয়ে এলাম পরিবেশ দিবস। বিভিন্ন পেপার, নিউজ চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়ায় রমরম করে পরিবেশ দিবস উদযাপনের খবর পড়লাম আর দেখলাম। তাতে খুব ভালোও লাগল। কিন্তু মজার বিষয় যা দেখলাম তা বেশিরভাগই পরিচিত মুখ। শুধু একদিনে কয়েকটি গাছ লাগিয়ে, প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিল করে আর ভাষণ দিয়ে বৃক্ষের ভারসাম্য রক্ষা করা যায় না। সেই চারাগাছটিকে বৃক্ষে পরিণত করাই মূল দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। অনেকে পতিত জমি আর রাস্তার দু'পাশে গাছ লাগাচ্ছে। তাতে যেমন পথচারীরা ছায়া পাবে অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে। আর এইসব গাছের দেখাশোনার ভার দিতে হবে স্থানীয়দের। তাহলেই সবুজ দেশ তৈরি হবে।

মনোজকুমার রায়
ডাউকিমারি, ধূপগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৩

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। এটি মাপতে রিখটার স্কেল লাগে ৫। বহন করে আনা ৬। মগধের রাজা অজাতশত্রু এই নগর স্থাপন করেছিলেন ৮। অঙ্কের অনুপাত অথবা প্রণাম করা ৯। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি বড় দেশ ১১। ছোঁয়ালেই মরা মানুষও জ্যান্ত হবে ১৩। মাটির নীচে পাওয়া জ্বালানি ১৪। চড়ুই পাখির অন্য নাম।

উপর-নীচ : ১। বিধিনিষেধ নেই, প্রবেশ অবাধ ২। নাম শুনলেই ভয় ৩। সত্য লুকিয়ে প্রতারণা ৪। পত্নী, ভার্যা, স্ত্রী বা সহধর্মিণী ৬। নদীতেও থাকে শাড়িতেও থাকে ৭। লেখা তথ্য বা ঘটনা ৮। ঘাড় সমেত মাথা ৯। ডাকে আসা বার্তা ১০। সত্যকে অস্বীকার করা ১১। লোহার শেকল ১২। নিঃস্ব ও দরিদ্র ব্যক্তি ১৩। অজ্ঞাতবাসে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম।

সমাধান ■ ৪১৬২

পাশাপাশি : ১। মতলব ৩। হিসাব ৫। খরাকবলিত ৬। তণ্ডুল ৭। নায়িকা ৯। উপরচালাক ১২। কিঞ্জল ১৩। নিরাশ্রয়।

উপর-নীচ : ১। মরকত ২। বখরা ৩। হিজাব ৪। বরাত ৫। খল ৭। নাক ৮। কার্তিকেয় ৯। উড়কি ১০। রসাল ১১। লাগানি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

খুনের পর লেখেন ‘সাত জনম সাথ’

সোনমই মূল চক্রী, দাবি মেঘালয় পুলিশের

শিলং, ১০ জুন : ইন্দোরের রাজা রঘুবংশী হত্যাকাণ্ডে তাঁর স্ত্রী সোনমকেই মূল অভিযুক্ত মনে করছে পুলিশ। কীসের ভিত্তিতে তাঁকে মূল অভিযুক্ত মনে করা হচ্ছে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মেঘালয়ের পূর্ব খাসি হিলসের পুলিশ সুপার বিবেক সিয়েম। তিনি জানিয়েছেন, কেন রাজার স্ত্রী সোনমের ওপরেই সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে।

রাজা-সোনমের বিয়ে হয় ১১ মে। ২০ মে মধুচন্দ্রিমায় যান তাঁরা। কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও জঙ্গি হামলার খবরে তাঁরা গন্তব্য পালটে মেঘালয় যান। ২৩ মে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ২৪ মে তাঁদের স্কুটারটি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ তৎপর হয়। ২ জুন মেঘালয় পুলিশ ওয়াই সাওডং জলপ্রপাতের কাছে গভীর খাদে রাজার পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতেই মৃত্যু। সোনম তখনও নিখোঁজ।

পুলিশ জানিয়েছে, সোনমের প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা রাজাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। ভাড়া করে বিশাল চৌহান, আনন্দ কুমার এবং আকাশ রাজপুতকে। ২০ লক্ষে রফা হয়। সোনম রাজাকে মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় যেতে রাজি করান। ২৩ মে ফোটোশুটের নাম করে উঁচু-নির্জন পাহাড়ে চড়েন নবদম্পতি। অনুসরণ করে ভাড়াটে খুনিরা। সোনমের ইঙ্গিতে মেরে খাদে ফেলে দেওয়া হয় রাজাকে।

তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ছিল একটি হাঁসুয়া। এক তদন্তকারী বলেন, ‘এই হাঁসুয়া মেঘালয়ে দেখা যায় না। তাতেই সন্দেহ, বাইরের কেউ জড়িত। আমরা দম্পতির কলরেকর্ড দেখি।’ দেখা যা, খুনের আগেই সোনম ভাড়াটে খুনিদের একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। তাঁর শেষ অবস্থানও খুনির কাছাকাছি ছিল।

আরও কিছু তথ্য সন্দেহ বাড়িয়েছে পুলিশের। প্রথমত শাশুড়িকে ফোন করে সোনম জানিয়েছিলেন তিনি উপবাস ভাঙেননি। কিন্তু তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ২৩ মে দুপুর পৌনে ২টো নাগাদ শাশুড়ি উমার সঙ্গে ফোনে তাঁর কথা হয়। তখন শাশুড়ি জানতে চান, রাজার ফোন চালু হয়েছে কি না, তাঁরা খাবার খেয়েছেন কি না। সোনম জানান, তিনি খাবার খাননি। তবে রাজা ফল খেয়েছেন। ফোনে কথা বলার সময় সোনমের কাছাকাছিই থাকার কথা ছিল রাজার। কিন্তু তাঁর মা তাঁকে ফোনে পাচ্ছেন না জেনেও তিনি কেন ফোনে কথা বললেন না? তিনি সেখানে ছিলেন না? এই সূত্রেই হোমস্টে-মালিককে জেরা করে পুলিশ। তাঁর দাবি, গত ২৩ মে হোমস্টেতে এসে খাওয়াদাওয়া করে দুজনে বেরোলেও একাই ফিরে এসেছিলেন তরুণী।

দ্বিতীয়ত, স্থানীয় গাইড পুলিশকে বলেন, সোনমকে ২৩ মে রাজা ছাড়াও আরও তিন পর্যটকের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। তাঁরা সকলে নোংরিয়াট থেকে মাওয়াখিয়াতের উদ্দেশে রওনা হন। তিন পর্যটক রাজার সঙ্গে যাচ্ছিলেন। আর সোনম ছিলেন পিছনে। অ্যালবার্টের দাবি, তিন পর্যটক হিন্দিতে কথা বলছিলেন। অ্যালবার্টের তথ্যের সূত্র ধরে সোনম এবং রাজার ফোনের টাওয়ার লোকেশন চিহ্নিত করে পুলিশ। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ জানতে পারে সোনম বেঁচে রয়েছেন। তৃতীয়ত, মধুচন্দ্রিমায় গেলেও সমাজমাধ্যমে ছবি দেননি রাজা-সোনমরা। এটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে তদন্তকারীদের।

সোনমের দাবি, তাঁকে নেশা করিয়ে গাজিপুরে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ পুলিশের শীর্ষ কর্তা অমিতাভ যশ জানিয়েছেন, ‘ওর খুনের পরিকল্পনা দুর্বল ছিল। নিজেকে শিকার প্রমাণ করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সোনম। কিন্তু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।’

স্বামী রাজাকে খুনের পর সোনম মোবাইলে পোস্ট করেন: ‘সাত জনমের সাথি’, যেন রাজা এখনও জীবিত! মৃত রাজার বোন সৃষ্টি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘আমার ভাই সাত জন্ম থাকতে চেয়েছিল ওর সঙ্গে। কিন্তু সাতদিনও থাকতে পারল না। সোনম অন্যকে ভালোবাসলে তাকে সঙ্গে নিয়েই তো চলে যেতে পারত। একটা নির্দোষ ভালো ছেলেকে খুন করতে গেল কেন?’

তারেক-বৈঠক নিয়ে সতর্ক ইউনূস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১০ জুন : সোমবার ৪ দিনের সফরে ব্রিটেন রওনা দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। ১৩ জুন লন্ডনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন তিনি। সূত্রের খবর, বৈঠকের জন্য প্রায় দু'ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। সেখানে গুরুত্ব পাবে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের বিষয়টি। আগামী বছর এপ্রিলের প্রথমার্ধে নির্বাচন আয়োজনের কথা জানিয়েছেন ইউনূস। বিএনপি অবশ্য ’২৫-এর ডিসেম্বরের মধ্যেই ভোটে যেতে আগ্রহী। এই পরিস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তারেকের বৈঠকের বাড়তি গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও বাংলাদেশ সরকারের তরফে বহু প্রতীক্ষিত বৈঠক নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো হয়নি।

ইউনূসের প্রেসসচিব শফিকুল আলম ঢাকায় বলেন, ‘বাংলাদেশের একটি বড় রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে তারেক রহমানের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে তা নিঃসন্দেহে দেশের জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করবে।’ চলতি সফরে বাকিংহাম প্যালেসে গিয়ে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে দেখা করবেন ইউনূস। চার্লসের হাত থেকে কিংস চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করবেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গেও তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান চ্যাথাম হাউস আয়োজিত এক আলোচনায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে ইউনূসের। ১৩ জুন লন্ডন সফরের শেষদিনে ডরচেস্টার হোটেলে ইউনূস ও তারেক রহমানের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ১৩ জুন ইউনূসের সঙ্গে তারেক রহমান দেখা করবেন। বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া দলের নেতাদের জানিয়েছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে গিয়ে বিএনপির রাজনৈতিক লাভ নেই। দলকে আলোচনার পথে এগোনোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

একই ফ্রেমে নরেন্দ্র মোদি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী দেখা করলেন বিদেশ ঘুরে আসা বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। ছিলেন অভিষেক সহ অনেক বিরোধী নেতা। -পিটিআই

অবৈধ অনুপ্রবেশ বরদাস্ত নয়, জানাল মার্কিন দূতাবাস

মেঝেয় ফেলে হাতে হাতকড়া ভারতীয়কে

> আমাদের দেশে বৈধ ভ্রমণকারীদের স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আমেরিকায় ঢোকার অধিকার নেই। আমরা অনুপ্রবেশ, মার্কিন আইন লঙ্ঘনের ঘটনা সহ্য করি না এবং ভবিষ্যতেও করব না।
> **নয়াদিল্লির মার্কিন দূতাবাসের বিবৃতি**

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১০ জুন : ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির জেরে আমেরিকায় চরম হেনস্তার শিকার হলেন এক ভারতীয় পড়ুয়া। অভিযোগ, বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও নাকি নিউ ইয়র্ক মেট্রোপলিসের নেওয়ার্ক লিবার্টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মার্কিন আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছেন। হরিয়ানার বাসিন্দা ওই পড়ুয়াকে বিমানবন্দরের মেঝেতে ফেলে হাতকড়া পরানো হয়। পরে তাঁকে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

সেখানে হাজির অনাবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী কুণাল জৈন পুরো ঘটনার ভিডিও তুলে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। ওই পোস্টে আমেরিকায় ভারতীয় দূতাবাস ও বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরকে ট্যাগ করা হয়েছে। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর ক্ষোভ ছড়িয়েছে গোটা দেশে। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রবাসী ভারতীয়রা। তারপরেই নিউ ইয়র্কের ভারতীয় কনসুলেট থেকে একটি বিবৃতি জারি করা হয়। সেখানে লেখা, ‘সামাজিক মাধ্যমে জানা গিয়েছে নেওয়ার্ক বিমানবন্দরে একজন ভারতীয় সমস্যায় পড়েছিলেন। এ ব্যাপারে আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।’

এদিকে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে দিল্লির মার্কিন দূতাবাস। মঙ্গলবার দূতাবাসের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘আমাদের দেশে বৈধ ভ্রমণকারীদের স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আমেরিকায় ঢোকার অধিকার নেই। আমরা অনুপ্রবেশ, ভিসার অপব্যবহার বা মার্কিন আইন লঙ্ঘনের ঘটনা সহ্য করি না এবং ভবিষ্যতেও করব না।’ যদিও ওই পড়ুয়া বৈধ নথি নিয়েই আমেরিকায় গিয়েছিলেন বলে নানা মহলে দাবি করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক থেকে এখনও বিবৃতি জারি করা হয়নি।

ভারতীয় পড়ুয়ার প্রতি মার্কিন আধিকারিকদের আচরণকে ‘হৃদয়বিদারক’ বলেছেন কুণাল জৈন। তাঁর কথায়, ‘ওই পড়ুয়ার সঙ্গে অপরাধীর মতো আচরণ করেছেন মার্কিন আধিকারিকরা।’ ভিডিওতে পড়ুয়াকে কাঁদতে দেখা গিয়েছে। তিনি চিৎকার করে বলেছেন, ‘আমি পাগল নই। ওরা আমাকে পাগল সাজানোর চেষ্টা করছে।’

দিশাহারা ছাত্রের হরিয়ানার স্থানীয় ভাষায় বলা কথাগুলি মার্কিনিরা বুঝতে পারছিলেন না। তখন কুণাল এগিয়ে গিয়ে দোভাষীর ভূমিকা পালন করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু মার্কিন আধিকারিকরা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। উলটে আরও নিরাপত্তাকর্মীকে তলব করা হয়। তাঁরা জোর করে তরুণকে একটি বিমানে তুলে দেন।

জনসংখ্যায় শীর্ষেই ভারত, জানাল রাষ্ট্রসংঘ

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : জনসংখ্যায় চিনকে টপকে গিয়েছে ভারত। ২০২৫-এও এই দেশ ‘বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল রাষ্ট্র’-র তকমা ধরে রাখবে বলে রাষ্ট্রসংঘের এক রিপোর্টে জানানো হয়েছে। ‘বিশ্ব জনসংখ্যার অবস্থা’ শীর্ষক ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ২০২৩-এ জনসংখ্যায় চিনকে পিছনে ফেলেছিল ভারত। দু’বছর পরেও ছবিটা বদলায়নি। চলতি বছরের শেষ নাগাদ এদেশের জনসংখ্যা ১৪৬ কোটিতে পৌঁছে যেতে পারে।

জনসংখ্যা বাড়লেও অদূর ভবিষ্যতে ভারতে প্রজনন হার কমার ইঙ্গিত রয়েছে রিপোর্টে। সেখানে ‘দ্য রিয়েল ফার্টিলিটি ক্রাইসিস’ নামে একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে, এদেশে জন্ম হার কমছে। এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে জনসংখ্যার বর্তমান আয়তন বজায় রাখার জন্য যত সন্তানের জন্ম দেওয়া প্রয়োজন, ভারতীয় মহিলারা গড়ে তার চেয়ে কম গর্ভধারণ করছেন। এর ফলে আগামী দিনে ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের মতো ভারতেও জনসংখ্যা কমতে পারে। যার প্রভাব দেখা যাবে জনবিন্যাসে। বয়স্কদের অনুপাতে হ্রাস পাবে প্রবীণের সংখ্যা। তবে আপাতত সেই সেই আশঙ্কা নেই।

বর্তমানে ভারতে মোট জনসংখ্যায় ০-১৪ বছর বয়সিদের অনুপাত ২৪ শতাংশ। ১০-১৯ বছর বয়সিদের ক্ষেত্রে যা ১৭ শতাংশ এবং ১০-২৬ বছর বয়সির হার জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ। তবে শুধু ভারত নয়, বিশ্বের অনেক দেশেই জন্মহার ক্রমাগত কমছে। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বের জনসংখ্যা ৭০০ থেকে ৮০০ কোটি হতে সময় লেগেছিল মাত্র ১২ বছর। কিন্তু তা ৯০০ কোটিতে পৌঁছোতে সাড়ে ১৪ বছর লেগে যাবে। ২০৮০ নাগাদ তা একহাজার কোটির গণ্ডি টপকে যেতে পারে।

বেঙ্গালুরু কাণ্ডে সরকারকে গুচ্ছ প্রশ্ন আদালতের

বেঙ্গালুরু, ১০ জুন : বেঙ্গালুরুতে পদপিষ্ট হয়ে হতাহতের ঘটনায় রাজ্য সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করল কর্ণাটক হাইকোর্ট। একইসঙ্গে চোখা চোখা প্রশ্নবাণেও বিদ্ধ হতে হল সিদ্দারামাইয়া সরকারকে।

বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু ও ৫০ জনেরও বেশি আহত হওয়ার পর কর্ণাটক হাইকোর্ট নিজে থেকেই মামলাটি গ্রহণ করে এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলেছে।

৫ জুন হাইকোর্ট মামলাটি গ্রহণ করে জানতে চায়, কীভাবে এমন দুর্ঘটনা ঘটল এবং ভবিষ্যতে কীভাবে এমন ঘটনা ঠেকানো যাবে। সরকারের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) আদালতে জানান, মামলাটি সিআইডিকে দেওয়া হয়েছে। বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং কুব্বন পার্ক থানার পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করতে চলেছে।

আরসিবি দলের বিজয়োৎসবে ওরকম ভয়ংকর পরিস্থিতি কেন ও কী করে তৈরি হল, তার জবাব চেয়ে হাইকোর্ট সরকারের কাছে ৯টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে। আয়োজক কারা ছিল, ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে কারা ছিল, চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল কি না, ৫০ হাজারের বেশি মানুষের ভিড় হলে তা সামাল দেওয়ার উপযুক্ত নির্দিষ্ট নীতিমালা (এসওপি) আছে কি না, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন তুলেছে আদালত। সিদ্দারামাইয়া সরকার জবাব দেওয়ার জন্য সময় চেয়েছে আদালতের কাছে।

অস্ট্রিয়ার স্কুলে গুলিতে হত ১০

আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশবাহিনী।

ভিয়েনা, ১০ জুন : অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর গ্রাজের এক স্কুলে বন্দুকবাজের এলোপাতাড়ি গুলিতে অন্তত‌পক্ষে দশজনের মৃত্যু হল। নিহতদের মধ্যে পড়ুয়াদের সঙ্গে শিক্ষাকর্মীরাও রয়েছেন। বেশ কয়েকজন আহত। জানা গিয়েছে, গুলিচালনার পর আত্মঘাতী হয়েছে হামলাকারী। তার দেহ মিলেছে শৌচালয়ে। সেকেন্ডারি স্কুলটির এক পড়ুয়াই গুলি চালিয়েছে।

অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ক্রিস্টিয়ান স্টকার এক্স হ্যান্ডেলে ঘটনাটিকে ‘জাতীয় শোক’ বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, ‘গ্রাজের স্কুলের ঘটনা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে।’ এই মর্মান্তিক এই ঘটনায় তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোকের কথা ঘোষণা করেছেন দেশের প্রেসিডেন্ট। একইসঙ্গে জাতীয় পতাকা অর্ধনির্মিত রাখা হবে বলে জানিয়েছেন।

গ্রাজের মেয়র এলকে কাহর ঘটনাটিকে ‘ভয়াবহ ট্র্যাজেডি’ বলে বর্ণনা করেছেন। পুলিশের মুখপাত্র সাবরি ইয়োরগুন এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, সকাল ১০টা নাগাদ স্কুল কর্তৃপক্ষের ফোন পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এলাকায় বিশেষ বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশের অনুমান, ঘটনার সময় একাধিক বন্দুক ব্যবহার করা হয়েছিল। অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সংস্থা ওআরএফ-এর মতে, গুলি চালনার পিছনে একজন ছাত্রের হাত ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কূটনীতিক কাজা কাল্লাস এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘প্রত্যেক শিশুর জন্য স্কুল নিরাপদ হওয়া দরকার। ভয় ও হিংসামুক্ত হয়ে যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।’

মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতে গোলাগুলির ঘটনা কম ঘটে। গ্লোবাল পিস ইনডেক্স অনুসারে, অস্ট্রিয়া বিশ্বের দশটি নিরাপদ দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। স্বভাবতই অস্ট্রিয়ায় এই কাণ্ডে হতাশ প্রশাসন।

এবার নৌসেনা নামল লস অ্যাঞ্জেলেসে

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১০ জুন : পুলিশ, ন্যাশনাল গার্ডের পর এবার লস অ্যাঞ্জেলেসে নৌসেনা নামানোর নির্দেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার সকাল থেকে শহরের রাস্তায় টহল দিতে দেখা গিয়েছে মার্কিন নৌবাহিনীর মেরিন কমান্ডোদের। অভিবাসন-বিরোধী বিক্ষোভ দমনের জন্য প্রথম ধাপে ৭০০ মেরিনকে লস অ্যাঞ্জেলেসে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি মোতায়েন করা হয়েছে আরও ২ হাজার ন্যাশনাল গার্ডকে। এর ফলে সেখানে ন্যাশনাল গার্ডের সংখ্যা বেড়ে ৪ হাজার হয়েছে।

নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা বাড়লেও ক্যালিফোর্নিয়ার শহরটিতে বিক্ষোভ থামার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মঙ্গলবারও ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরোধী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকারি বাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশের একাধিক গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এদিকে লস অ্যাঞ্জেলেসের আগুন আমেরিকার অন্যান্য জায়গায় ছড়াতে শুরু করেছে। মঙ্গলবার সকালে টেক্সাসের অস্টিনে সরকারের অভিবাসন নীতি বিরোধী মিছিলে শামিল হয়েছিলেন কয়েকশো মানুষ। অস্টিনের জেজে পিকল ফেডারেল বিল্ডিংয়ে রয়েছে ফেডারেল সরকারের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) কেন্দ্র।

২ শিশু সহ বাবার মরণঝাঁপ

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দিল্লির এক বহুতলে। আগুন থেকে বাঁচতে আটতলার বারান্দা থেকে মরণঝাঁপ দুই শিশু সহ বাবার। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তাঁদের। মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দ্বারকা এলাকার ১৩ নম্বর সেক্টরে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে রয়েছে ১০ বছরের দুই শিশু ও যশ যাদব (৩৫) নামে এক তরুণ। মৃত দুই শিশু যশের পুত্র ও কন্যা। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যশের স্ত্রী ও বড় ছেলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকলের আটটি ইঞ্জিন। সরানো হয় আটকে পড়া বাসিন্দাদের। বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বহুতলের বিদ্যুৎ সংযোগ। তবে আগুনের প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন।

ফ্রান্সের পথে গ্রেটা

তেল আভিভ, ১০ জুন : গাজায় ত্রাণ নিয়ে যাওয়া হল না। ২৪ ঘণ্টা টানাপোড়েনের পর ইজরায়েল থেকেই ফিরতে বাধ্য হলেন পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। মঙ্গলবার তাঁকে ফ্রান্সগামী একটি বিমানে উঠিয়ে দেন ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষ। ফ্রান্স থেকে তাঁর নিজের দেশ সুইডেনে ফেরার কথা। মঙ্গলবার গ্রেটার ২টি ছবি পোস্ট করেছে ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রক। সেখানে গ্রেটাকে বিমানে সওয়ার হতে দেখা গিয়েছে। ২২ বছরের পরিবেশকর্মী গ্রেটা বেশ কয়েক বছর ধরে বিমানযাত্রা এড়িয়ে চলছিলেন। ২০১৯-এ নিউ ইয়র্কের জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতেও গিয়েছেন সমুদ্রপথে। এবার অবশ্য বিমানে চেপেই ইজরায়েল ছাড়তে বাধ্য হলেন তিনি।

গ্রেটা থুনবার্গকে বিমানে চাপিয়ে ছবি পোস্ট করেছে ইজরায়েল।

নেতানিয়াহু সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, গ্রেটা স্বেচ্ছায় ইজরায়েল ছাড়তে রাজি হলেও তাঁর ১১ সঙ্গীর ৫ জন সেই পথে হাঁটেননি। তাঁরা সবাই ফ্রান্সের নাগরিক। অনিচ্ছুকদের তালিকায় রয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের সদস্য রিমা হাসান। ৫ জনকে বিতাড়িত করার কথা ঘোষণা করেছে ইজরায়েল। ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী জ্যঁ নোয়েল বাহো এক পোস্টে লিখেছেন, ‘গ্রেটা থুনবার্গের সঙ্গে আটক হওয়া মেডলিন জাহাজের ৫ যাত্রী স্বেচ্ছায় ইজরায়েল ছাড়তে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের বিতাড়িত করার কথা জানিয়েছে সেদেশের সরকার। আমাদের রাষ্ট্রদূত ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তিনি সেখানে আটক ৬ ফরাসি নাগরিকের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন স্বেচ্ছায় ইজরায়েল ছাড়তে রাজি হয়েছেন। তিনি সম্ভবত আজই দেশে ফিরবেন। বাকিদের বিতাড়িত করা হবে।’

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মুখপাত্র ডেলফিন কলার্ড জানান, মেডলিনে সওয়ার রিমা হাসান ও তাঁর সঙ্গীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন।

হুঁশিয়ারি জয়শংকরের

প্যারিস, ১০ জুন : সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারত চোখ খুলে রয়েছে। সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের নিকেশ করতে দিল্লি কখনও পিছপা হবে না। অতি সম্প্রতি এক ফরাসি দৈনিকে এমনই মন্তব্যই করেছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। তিনি বলেছেন, ‘সন্ত্রাসবাদীরা পাকিস্তান কিংবা যেখানেই থাকুক না কেন ভারতীয় সেনা তাদের তাড়া করে মারবে।’ জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামের বৈসরণে পর্যটকদের ওপর জঙ্গিহানা প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়। জয়শংকর বলেন, ‘ভারতের বিরোধ কোনও নির্দিষ্ট দেশের সঙ্গে নয়, ভারতের সংঘাত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে।’

সম্প্রতি এক সপ্তাহের সফরে ইউরোপে রয়েছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে বিদেশমন্ত্রীদের পাশাপাশি ব্রাসেলসে ইউরোপীয় কমিশন ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা রয়েছে। ফরাসি দৈনিক ‘লে ফিগারো’-তে সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে পূর্ব লাদাখে চিনা সেনার অনুপ্রবেশ, ইউক্রেন সমস্যা এমনকি ভারতের অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য সম্পর্কে বৈশ্বিক ধারণা-ও। বিশ্ব এই বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত ও পুরোপুরি মিথ্যা বলে উল্লেখ করে জয়শংকর বলেছেন, ‘ধর্ম আমাদের পরিচয়ের একটি দিকমাত্র।’

চিন সম্পর্কে জয়শংকর বলেন, ‘সন্ত্রাসবাদের মতো একটি বিষয়ে দ্বিচারিতা মানা যায় না। এটি এমন এক সমস্যা, যা সকলের পক্ষে উদ্বেগের।’ ভারত-মার্কিন সম্পর্কে ট্রাম্পের শুল্ক হুমকিকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি জানান, পাঁচ মার্কিন প্রেসিডেন্টের অধীনে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক শক্তিশালী হয়েছে।

শুভাংশুর ঝোলায় গাজরের হালুয়া, আমরস

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : রাত পোহালেই ইতিহাস তৈরি করতে চলেছেন শুভাংশু শুক্লা। রাকেশ শর্মার পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে তিনি পাড়ি দিচ্ছেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (আইএসএস)। কিন্তু এ খবর তো সবার জানা। অজানা খবরটা হল মহাকাশে শুভাংশু সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর কিছু প্রিয় খাবার—মুগ ডালের হালুয়া, গাজরের হালুয়া, আমরস এবং ভাত।

শুভাংশুর বোন সূচি জানিয়েছেন, ‘ভারতীয় খাবারে ঝাল-মশলা বেশি। তাই প্রথমে নাসা অনুমতি দিতে চায়নি। কিন্তু শেষমেশ কিছুটা ছাড় মিলেছে। বাড়িতে তৈরি কিছু খাবারদাবার ওর ব্যাকপ্যাকে ভরে দিয়েছি।’ লখনউয়ের বাসিন্দা বিজ্ঞানের শিক্ষক সূচি জানিয়েছেন, দাদাকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। ও চূড়ান্ত ‘ফিটনেস ফ্রিক’। নিয়ম করে যোগব্যায়াম তো করেই। আরও কত কী যে করে নিজেকে তরতাজা রাখতে, শুনে শেষ করা যাবে না।

তবে হালুয়ার শিশি বা ভাতের হাঁড়ি ছাড়াও মহাকাশ সফরে একান্ত ব্যক্তিগত জিনিসও কিছু কিছু থাকবে শুভাংশুর সঙ্গে। সূচি জানিয়েছেন, নিয়ম নেই বলে সেগুলি কী, বলা যাচ্ছে না। তবে ওইসব জিনিস মহাকাশ ঘুরে আবার বাড়িতে ফেরত আসবে। সেগুলিই হবে পরিবারের কাছে মহামূল্যবান মহাকাশের স্মৃতি। শুভাংশুকে আদর করে ‘শাক্স’ বলে ডাকেন বন্ধুবান্ধবরা। মহাকাশে শাক্স-এর সঙ্গী আরও তিনজন ডঃ পেগি হুইটসন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), স্লাভোস উজনানস্কি-উইসনিউস্কি (পোল্যান্ড) এবং তিবর কাপু (হাঙ্গেরি)। ১১ জুন তাঁরা মহাকাশে পাড়ি দেবেন ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেসএক্স-এর ক্রু ড্রাগন রকেটে চড়ে।

৮ মিনিট ‘মৃত’ থেকে জীবনে ফিরলেন আমেরিকান মহিলা

ওয়াশিংটন, ১০ জুন : মৃত্যুর পর কোনও কোনও ‘জীবন’ সত্যিই থাকে কি না, তা নিয়ে পাথুরে প্রমাণ কিছু নেই। তবু এই নিয়ে কৌতূহলের কমতিও নেই মানুষের মধ্যে। মৃত্যুর সময় মানুষের অভিজ্ঞতা কেমন হয়, তা নিয়েও নানা গবেষণা করেছেন বিজ্ঞানীরা। এবার মৃত্যুর পরে ঠিক কী অনুভূতি হয়, তা জানিয়েছেন ব্রিয়ানা ল্যাফার্টি (৩৩) নামের এক মার্কিন মহিলা। তাঁর দাবি, ৮ মিনিট তিনি মৃত অবস্থায় ছিলেন। ওই সময়ের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা তিনি ভাগ করে নিয়েছেন সকলের সঙ্গে।

ব্রিয়ানাকে ‘ক্লিনিক্যালি ডেড’ বলে ঘোষণা করেছিলেন চিকিৎসকরা। তাঁর না ছিল নাড়ির স্পন্দন, না শ্বাসপ্রশ্বাস। এমনকি মস্তিষ্কের কোনও কার্যকলাপও ছিল না। টানা ৮ মিনিট ওই অবস্থায় থাকার পর তিনি জীবনে ফিরে আসেন।

ব্রিয়ানা জানিয়েছেন, মৃত্যুর ওই মুহূর্তগুলি ছিল এক গভীর অভিজ্ঞতা। তাঁর কথায়, ‘মৃত্যু একটা ভ্রান্তি। কারণ, আত্মা কখনও মারা যায় না। আমাদের চেতনা বেঁচে থাকে। আমাদের অস্তিত্ব শুধু রূপ বদলায়।’ ঠিক কী ধরনের অনুভূতি তাঁর হয়েছিল ওই আট মিনিটে? এই প্রশ্নের জবাবে তরুণী বলেন, মৃত্যুর পর কোনও

যন্ত্রণা ছিল না, বরং ছিল এক গভীর শান্তি ও পরিষ্কার উপলব্ধি। তাঁর ভাষায়, ‘আমি তখন আর নিজের মানবদেহ হিসাবে ছিলাম না। আমি স্থির ছিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণ সচেতন ও জীবন্ত অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি যেন নিজের চেয়েও বেশি নিজস্ব হয়ে উঠেছি।’

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ব্রিয়ানার এই ‘নিয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স’-এর কারণ ‘মায়োক্লোনাস ডিস্টোনিয়া’ নামের একটি দুর্লভ স্নায়বিক রোগ। এই রোগে শরীরের ঘাড়, ধড় ও ওপরের অঙ্গগুলিতে অনিচ্ছাকৃতভাবে ঝাঁকুনি বা টান ধরা পড়ে। রোগটি জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে দিতে পারে।

বিজ্ঞানীদের মতে, এমন ‘মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতা’ বা নিয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স (এনডিই) আসলে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার ফল। যখন হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, তখনও কিছু সময় মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকে। সেইসময়ই সচেতনতার বিশেষ রূপ ও স্পষ্ট অনুভূতির সৃষ্টি হতে পারে।

জীবনে ফিরে আসার পর আবার হাঁটা ও কথা বলা শিখতে হয়েছে ব্রিয়ানাকে। তবে এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তাঁকে মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত করেছে, এমনটাই দাবি তাঁর।

মালিক ছবিতে সাদাসিধে মানুষী

আসছে অ্যাকশন ছবি ‘মালিক’। নায়ক রাজকুমার রাও। নায়িকা মানুষি চিল্লার। ছবিতে মানুষীকে একেবারে গ্ল্যামারবর্জিত, সাদাসিধে চেহারায় দেখা যাবে। এমন লুকে তিনি আগে কখনও পর্দায় আসেননি। মঙ্গলবার রাজকুমার মানুষীর পোস্টার শেয়ার করেছেন। মানুষীকে হাসিমুখে রাজকুমারের ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। দুজনের চোখে আনন্দ, মুগ্ধতা। রাজকুমার ক্যাপশন করেছেন, ‘যাকে না হলে চলে না, সে মালিকের হৃৎস্পন্দন, তার সঙ্গে দেখা হবে।’ মানুষীর এই ‘লুক’ বলে দিচ্ছে এবার তিনি চরিত্রের বৈচিত্র্যের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। কতটা সফল হলেন চরিত্রচিত্রণে, সময় বলবে।

উল্লেখ্য, মালিক গ্যাংস্টার ড্রামা। এতে আছেন বাংলার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অংশুমান পুষ্কর ও সানন্দ কিরকিরে। মানুষির চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি, তবে তাঁর এই লুক দর্শককে মুগ্ধ করেছে, ফলে তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে আগাম অনুমান করাও শুরু হয়ে গিয়েছে। মালিক ছাড়া মানুষীকে দেখা যাবে জন আব্রাহামের সঙ্গে তেহেরান ছবিতেও।

রাজার মতোই রানিও দরাজ

গৌরী খানের কর্মচারীদের কপাল ভালো। শাহরুখ খানের মতোই গৌরীও তাঁর কর্মীদের পরিবারের একজন বলেই ভাবেন। মুম্বইয়ের এক বিলাসবহুল এলাকায় বিলাসবহুল ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন গৌরী। ভাড়া শুনলে চোখ কপালে উঠবে। সেই ফ্ল্যাট কাদের জন্য, জানেন? তাঁর কর্মীদের জন্য।

গৌরী তাঁর কর্মচারীদের জন্য যে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন, তার মাসিক ভাড়া ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। এই অ্যাপার্টমেন্টটি খার এলাকার পঙ্কজ সোসাইটিতে অবস্থিত। মন্নতে শাহরুখ খানের বাড়ি মেরামতের কাজ চলছে আর তাই পরিবার সহ কর্মীদের বাড়ি স্থানান্তর করতে হয়েছে। পঙ্কজ সোসাইটির চতুর্থ তলার ফ্ল্যাটটি নিজের কর্মীদের জন্য ভাড়া নিয়েছেন গৌরী খান। অ্যাপার্টমেন্টটি কেবল তাঁদের কর্মীদের ব্যবহারের জন্য নেওয়া হয়েছে। অভিনেতার নতুন বাড়ি থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরত্বে এই অ্যাপার্টমেন্ট। চুক্তি বলছে, সঞ্জয় কিশোর রামানির কাছ থেকে প্রতি মাসে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকায় অ্যাপার্টমেন্টটি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। আর এর বার্ষিক ভাড়া হল ১৬.২ লক্ষ টাকা। গৌরী খান এই অ্যাপার্টমেন্টের জন্য ৪.০৫ লক্ষ টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট দিয়েছেন। ৩ বছর রয়েছে এই ভাড়ার চুক্তি। প্রে্ত্যক বছরে এই ভাড়া বাড়বে ৫ শতাংশ করে।

দীপিকার পাশে নেহা

দীপিকা পাড়ুকোন চাইছেন আট ঘণ্টা কাজের শিফট। এই দাবির জন্যে ‘স্পিরিট’ থেকে তাঁকে বাদ দিয়েছেন পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা। কিন্তু তাঁর দাবি শুধু এই একটা ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন লাভের অংশ। পরিচালক তাঁকে সেই লাভ দিতে রাজি নন। এর ফলে সরে এসেছেন দীপিকা।

এবার দীপিকা পাড়ুকোনের আট ঘন্টা কাজের শিফটের দাবি তুললেন নেহা ধুপিয়া। দীপিকাকে সমর্থন করে তিনি লিখলেন– কাজ আর জীবনের মধ্যে ভারসাম্য থাকা দরকার। এটা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। কর্মরতা মা দীপিকা পাড়ুকোন যা বলেছেন, ঠিক বলেছেন। তাঁর পাশে না দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রোজেক্ট থেকে বাদ দেওয়াটা অত্যন্ত লজ্জাজনক বিষয় বলে মনে করছেন নেহা ধুপিয়া।

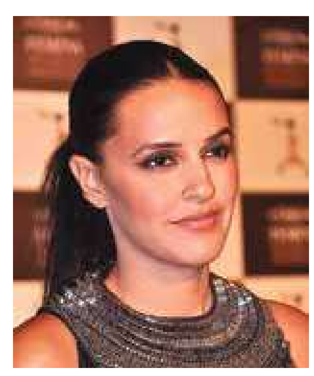

একনজরে সেরা ৫

ডিটেকটিভ দিলজিৎ

রবি ছাবারিয়া পরিচালিত ডিটেকটিভ শেরদিল-এর ট্রেলার বেরোল। ছবির মুখ্য ভূমিকায় দিলজিৎ দোসাঞ্জ। এক বিলিওনেয়ার খুন হয়। এই ডিটেক্টিভ তার রসবোধ এবং ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রয়োগ করে কীভাবে হত্যার কিনারা করবে, তাই নিয়েই ছবি। অভিনয়ে বোম্মান ইরানি, ডায়ানা পেন্টি, চাংকি পাণ্ডে, রত্না পাঠক শাহ প্রমুখ। দেখা যাবে ২০ জুন।

বাবার গান

বাবা সায়গলের বিখ্যাত গান রুকমণি রুকমণি—রোজা ছবিতে এ আর রহমানের কম্পোজিশনে তিনি গেয়েছিলেন, রহমানেরই কথায়। গান হিট হয়েছিল কিন্তু এর লিরিক বাবার পছন্দ হয়নি। মূল গানটি তামিলে, তার হিন্দি অনুবাদ শুনে বাবার মনে হয়েছিল এর ভাষা সস্তা, কুরুচিপূর্ণ। তাঁর সঙ্গী শিল্পী ছিলেন শ্বেতা শেট্টি।

করণের কথা

করণ জোহার ও কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে বিবাদ কেন হয়েছিল এবং যার জেরে দোস্তানা ২ ছবিটি হয়নি—না, এর কারণ জানা যায়নি। এখন করণ বলছেন, আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মিটিয়ে নিয়েছি। এখন ও বড় স্টার, একসঙ্গে কাজও করছি। প্রসঙ্গত, করণের তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি-তে কাজ করছেন কার্তিক।

ইমতিয়াজের জেল

জব উই মেট ছবির জন্য পরিচালক ইমতিয়াজ আলির জেল হতে পারত। ছবিতে রতনাম জেলায় শুটিং করেছিলেন। এই এলাকাকে রেড লাইট এরিয়া হিসবে দেখানোয় এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করেন কারণ এতে এলাকার বদনাম হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় কেস হয়েছিল।

ভারতীয় নয়

জে কে রাওলিংয়ের হ্যারি পটার সিরিজ আসছে এইচ বি ও চ্যানেলে। এর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পার্বতী পাতিল। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই চরিত্রে অভিনয় করবেন ইতালিয় অভিনেত্রী অ্যালেসিয়া লিওনি, কারণ তাঁর গায়ের রং বাদামি। তবু কোনও ভারতীয় এই জায়গায় এলেন না বলে ভারতীয় ভক্তরা হতাশ।

বাবার ৭০তম জন্মদিনে মেয়ের উপহার

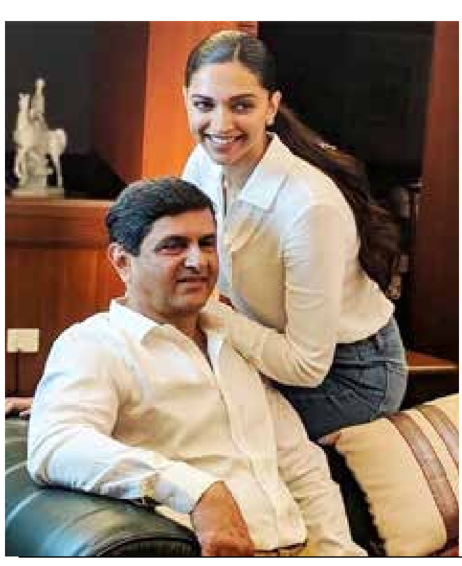

বাবা প্রকাশ পাড়ুকোনের ৭০তম জন্মদিনে মেয়ে দীপিকা পাড়ুকোন করলেন বিরাট ঘোষণা। দেশে বছরে ৭৫টি পাড়ুকোন স্কুল অফ ব্যাডমিন্টন গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করলেন তিনি। তাঁর অফিশিয়াল ইন্সটায় প্রকাশের সঙ্গে তাঁর ছবি দিয়ে তিনি পোস্ট করেছেন, ‘ছোট থেকে ব্যাডমিন্টন খেলে বড় হয়েছি, তাই জানি এই স্পোর্ট থেকে একজন শারীরিক ও মানসিকভাবে এবং আবেগের দিক দিয়ে কতটা সুগঠিত হতে পারে। আশা করি, পাড়ুকোন স্কুল অফ ব্যাডমিন্টন, ব্যাডমিন্টনের আনন্দ আর শৃঙ্খলা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে পারবে এবং আরও শৃঙ্খলাপরায়ণ, স্বাস্থ্যবান, লক্ষ্যে স্থির, স্পোর্টসের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করতে পারবে।’ এর সঙ্গে তিনি বাবাকে লিখেছেন, ‘পাপা, যারা তোমাকে চেনে, তারা জানে ব্যাডমিন্টনের প্রতি তোমার প্যাশন কতটা। আমরা তোমার সেই প্যাশনকে বাস্তবে আনতে চাই। ৭০তম জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা পাপা।’

প্রতি বছর দেশে ৭৫টি পাড়ুকোন স্কুল অফ ব্যাডমিন্টন গড়ে উঠছে। ২০২৭-এ ২৫০টি স্কুল চালু করতে চান তিনি। ১৮টি ভারতীয় শহরে ইতিমধ্যেই ৭৫টি তৃণমূল স্তরীয় কোচিং সেন্টার তৈরি হয়েছে। প্রাক্তন পয়লা নম্বর ব্যাডমিন্টন তারকা ও অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন প্রকাশ পাড়ুকোন নিজে এই স্কুলে মেন্টর ও অ্যাডভাইসার হিসেবে থাকবেন। এই স্কুলের উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট ও ন্যায্যমূল্যে ব্যাডমিন্টন শিক্ষা দেওয়া। ১০০ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যে কোনও বয়সের ও দক্ষতার মানুষ নির্দিষ্ট কাঠামোর সার্টিফায়েড কোর্সের অধীনে এই খেলা শিখতে পারবে। স্কুলের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধারাবাহিকতা, উৎকর্ষতা ও যোগ্যতা খুঁজে বার করা এবং সেই অনুযায়ী খেলা শিখিয়ে ভবিষ্যতের চ্যাম্পিয়ন তৈরি করা।

নকল পনির, তবুও লাফিয়ে বাড়ল আয়

শাহরুখ-পত্নী গৌরী খানের রেস্তোরাঁ। নাম তরী। তাতে ফুড ব্লগার সার্থক সচদেব নকল পনির বিক্রি হয় বলে অভিযোগ করেছিলেন। তবু সেই রেস্তোরাঁতেই আয় বাড়ল লাফিয়ে। এই তথ্য কবুল করেছেন রেস্তোরাঁর প্রধান রাঁধুনি। ২০২৪ সালে সার্থক এই খবর দেন নিজের ভিডিওয়। সেই ঘটনার এক বছর পর জানা গেল, তরী-র আয় বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে তরী-র প্রধান রাঁধুনি বলেছেন, ‘আমরা ভালো মানের খাবার পরিবেশন করি, তাই চিন্তার কারণ নেই। এখানে কীভাবে কাজ হয় জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলাম। ওই ফুড ব্লগার ভালো মনেই খাবারের গুণমান যাচাই করতে এসেছিলেন। তাঁকে আমরা সব বোঝানোর পর তিনি তাঁর ভিডিও সরিয়ে নেন। মানুষ বুদ্ধিমান, তাঁরা জানেন, কোথায় কী হচ্ছে! এরপর থেকে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ারের সংখ্যাও দিনদিন বাড়ছে।’ আবার এই ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য সার্থককে নেটমহলের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। তাদের বক্তব্য, বিক্রি বাড়ানোর জন্য এটা কি পাবলিসিটি স্টান্ট ছিল? প্রচারের এই কৌশল কি গৌরী খানকে না জানিয়ে হয়েছিল? সার্থকের তাতে লাভ কি? উত্তর জানা যায়নি।

মালদ্বীপ পর্যটনে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ক্যাটরিনা

এক মাস পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মালদ্বীপ সফর, তার আগেই মঙ্গলবার মালদ্বীপ মার্কেটিং অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস কর্পোরেশন সে দেশের পর্যটনের গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করল ক্যাটরিনা কইফকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তারা লিখেছে, ‘ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ক্যাটরিনা কাইফকে পর্যটনের গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে পেয়ে আমরা উৎফুল্ল।’

খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই ঘোষণা হল। ২০২৪ সালে ভারত-মালদ্বীপের সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গ্রীষ্মে মালদ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সামুদ্রিক জীবনযাপন আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই ঘোষণার পর এসব উপভোগ করার জন্য দেশে টুরিস্ট বাড়বে---মালদ্বীপ এমনই আশা করছে। এদিকে তাঁর এই নতুন ভূমিকায় খুশি ক্যাটরিনা কাইফ। তিনি পোস্ট করেছেন, ‘মালদ্বীপ প্রকৃতি আর বিলাসের জীবনযাপনের জন্য বিখ্যাত। বিশ্বের মানুষের কাছে মালদ্বীপের সৌন্দর্য তুলে ধরার দায়িত্ব পেয়ে আমি সম্মানিত।’

স্পিডবোট চালালেন ধর্মেন্দ্র

৮৯ বছর বয়স, কিন্তু স্বাস্থ্য, ফিটনেস অটুটু। এখনও হি-ম্যান বলে উল্লেখ করা যায় তাঁকে, মানে ধর্মেন্দ্রকে। প্রায়ই নিজের জীবনযাপনের ছবি পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়-- কখনও নিজের খেতে চাষ করছেন, কখনও জিমে ঘাম ঝরাচ্ছেন। এবার ছবি পোস্ট করেছেন নিজের স্পিডবোট চালানোর। সাধারণ পোশাকে, মাথায় টুপি পরে বোট চালাচ্ছেন তিনি। চারপাশের মানুষ তাঁকে দেখে আনন্দে মশগুল, ভিডিও করছেন তাঁরা। মনে হচ্ছে, তিনি কোনও হিল স্টেশনে ছুটি কাটাচ্ছেন। ছেলে সানি দেওল হার্ট ইমোজি পোস্ট করেছেন। অন্য ইউজাররাও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কমেন্ট বক্সে।

মায়ের পর শয়তান ২

ছবির নাম শয়তান। ছবিতে একজন বাবা কীভাবে তার মেয়ে ও পরিবারকে এক শয়তানের থেকে বাঁচায়, তা দেখা গিয়েছে। মা ছবিতে একইভাবে এক মা কীভাবে তার সন্তানকে বাঁচান, সেই গল্প আছে। দুটি ছবিতেই কিছু মিল আছে। প্রথমটিতে ছিলেন অজয় দেবগণ, জানকি বড়িওয়ালা, আর মাধবন প্রমুখ। দ্বিতীয়টিতে আছেন কাজল। শয়তান-এর দারুণ সাফল্যের পর শয়তান ২-এর কথা শোনা গিয়েছিল।

তাহলে কবে হবে এই ছবি? এর মধ্যে জানা গিয়েছে, গুজরাটি ছবি বশ ২ আসছে ২৭ অগাস্ট। এই ছবি থেকেই তৈরি শয়তান। বোঝা যাচ্ছে, শয়তান ২-এর রাস্তাও সাফ। কাজল অভিনীত মা আসছে ২৭ জুন। তাই প্রশ্ন উঠছে, মা-এর পরই কি শয়তান ২-এর প্রস্তুতি শুরু হবে?

KOSMODEN Dental Clinic
West Bengal 1st QCI Accredited Dental Clinic
Implants and Braces Center
On Panel with Various Govt. Schemes & Dept.
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONTACT : 7076790267

পরান যায় জ্বলিয়া রে...

শেড নেই, গরমে মাঠে বসেই মিড-ডে মিল খাচ্ছে শক্তিগড় বিদ্যাপীঠের পড়ুয়ারা (বাঁদিকে)। দেদারে বিক্রি হল ডাব। বিধান মার্কেটে। -সঞ্জীব সূত্রধর

পেট ভালো তো সব ভালো

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের শিশু বহির্বিভাগের সামনে লম্বা লাইন। সমস্যা নানাবিধ। মাথা ঘোরানো, জ্বর, সর্দি, কাশিতে আক্রান্ত শিশু-কিশোরদের নিয়ে দাঁড়িয়ে বাবা, মায়েরা। গরমে সুস্থ থাকতে কিছু নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। খাদ্যাভ্যাস থেকে জামাকাপড়- সবক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শুনলেন তমালিকা দে

স্কুলে যাওয়ার সময় আচমকা অসুস্থতা বোধ করা মেয়েকে কোলে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে এসেছেন টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা দীপ পাসওয়ান। বলছিলেন, 'যখন গ্রীষ্মকালীন ছুটি বেশি প্রয়োজন, তখনই রোজ স্কুলে যেতে হচ্ছে বাচ্চাদের। স্কুলে না গেলে তো ক্লাস বাদ যাবে। এখন যে কী করব, বুঝতে পারছি না।' দীপের মতো চিন্তিত আরও অনেক অভিভাবক।

শুধু স্কুল যাওয়া নয়, বাইরে বেরোতে হয় নানা প্রয়োজনে। এই আবহাওয়ায় শিশুদের সুস্থ রাখতে কী করণীয়? শিলিগুড়ির শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ শ্রেয়সী সেন বললেন, 'গরমে শিশুরা জ্বর, সর্দি, কাশিতে ভোগে। খুব প্রয়োজন না হলে দিনের বেলায় ছোটদের বাড়ির বাইরে বের না করাই ভালো। অনেকে প্যাকেটজাত জুস, লস্যি কিনে খাওয়ান। সেটা একেবারেই উচিত নয়।' তবে কী ধরনের খাবার খাওয়া উচিত? শ্রেয়সীর পরামর্শ, 'জল বেশি পরিমাণে খাওয়াতে হবে। সঙ্গে ডায়েটে থাকবে মরশুমি ফল। বাইরের খাবার চলবে না। বাচ্চাদের ওআরএস খাওয়ানোর পরামর্শ আমি দিই। ফলের রস বা লস্যি খাওয়াতে হলে বাড়িতে বানাতে হবে। ঠান্ডা পানীয় বিপজ্জনক।'

শুধু খাদ্যাভাস নয়, সচেতন হতে হবে জামাকাপড় নিয়েও। হালকা রংয়ের সুতির জামা পরানোর পরামর্শ দিচ্ছেন শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জয় চৌধুরী। বললেন, 'গরমে আঁটোসাঁটো পোশাক পরালে ছোটরা অস্বস্তি বোধ করে। তাই জামা হবে ঢিলেঢালা।' তাঁর ব্যাখ্যায়, 'অতিরিক্ত মশলাজাতীয় খাবার খাওয়া যাবে না। এতে পেটের সমস্যা হতে পারে। ডাবের জল খাওয়ানো যেতে পারে বাচ্চাদের।'

শহরের আরেক শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জিতকুমার তিওয়ারির কথায়, 'এই আবহাওয়ায় পেটের সমস্যা বেশি হয়। দিনে বের হলে মুখ ঢাকতে হবে। মাথায় যেন রোদ না পড়ে, তাই ছাতা, ওড়না বা স্কার্ফ ব্যবহার করা যেতে পারে। বেশি ঠান্ডা খাবার না খাওয়ানোই ভালো। শরীর যাতে ডিহাইড্রেট না হয়ে যায়, তাই সারাদিনে কতটা জল খাচ্ছেন- সেদিকে নজর রাখবেন অভিভাবকরা।'

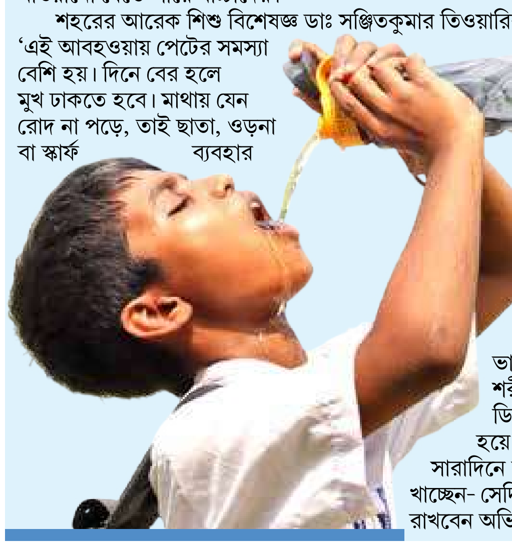

পোড়া দুপুরে প্রাণ জুড়োয় ডাবের জলে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : উত্তরবঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষা ঢোকার পর কিছুদিন বৃষ্টিপাত পেয়েছে শহর শিলিগুড়ি। রাস্তায় জল জমতে দেখে অনেকেই ভোগান্তির শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তখন কি আর হাকিমপাড়ার হাবলু বা বাগরাকোটের বাবলু ভেবেছিলেন যে, খুব তাড়াতাড়ি বরুণ দেব মুখ ফেরাবেন তাঁদের থেকে?

মঙ্গলবার দুপুরে শহরের অলিগলি দিয়ে ঘোরার সময় তেমন সাড়াশব্দ কানে এল না। যে বাড়ির বাইরে এয়ার কন্ডিশনারের যন্ত্রটি দেখা গেল, তার দরজা-জানলা বন্ধ। বাকিরা সবক'টি খুলে রেখেছেন। কুকুর-বেড়ালগুলো ছায়ার আশ্রয়ে। কয়েকটি জিভ বের করে হাঁফাচ্ছে। উন্নয়নের ঠ্যালায় গাছের সংখ্যা কমেছে শিলিগুড়িতে।

ক্ষণিকের বিশ্রাম নিতে অবশ্য সেই সবুজের শরণাপন্ন হতে হল পথচারীদের। খুব প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হননি লোকজন। কাজের দায়ে যাঁদের বেরোতে হয়েছে, তাঁরা গলা ভিজিয়ে নিলেন ডাবের জল, আখের রস বা শেক আর লস্যিতে।

রোদ-পোড়া দুপুরে দেখা হল হায়দরপাড়ার বাসিন্দা সোমা কুণ্ডুর সঙ্গে। ব্যাংকের কাজের জন্য বেরিয়েছিলেন। বিধান মার্কেটের কাছে এসে হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করেন। গিয়ে বসেন একটি দোকানের বারান্দায়। আশপাশের কিছু দোকানদার জলের বোতল এগিয়ে দেন তাঁর দিকে। ধাতস্থ হওয়ার পর সোমা ফের রওনা দেন বাড়ির উদ্দেশ্যে। এমন অনেকেই অসুস্থতা বোধ করেছেন রাস্তায়। ডিহাইড্রেশন বা জলবিয়োজনের কারণে সমস্যা এড়াতে চিকিৎসকরা নুন-চিনির সরবত, ডাবের জল, ফলের রস খাওয়ার পরামর্শ দেন। এদিন ডাবের দোকানেও বেশ ভিড় চোখে পড়েছে।

হাঁসফাঁস করা ক্রেতাদের মুখ ভার থাকলেও বাড়তি বিক্রিবাট্টায় খুশি ডাব বিক্রেতারা। তাঁদেরই একজন সুরজিৎ দাস। বলছিলেন, 'গরমে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বিক্রি বাড়ে। আজ অনেকেই এসে বলছিলেন, মাথা ঘোরাচ্ছে-ব্যথা করছে-অসুস্থ বোধ করছেন। ডাবের জল খেলে স্বস্তি আসে।'

নেতাজি মোড়, পাকুড়তলা মোড়, শিলিগুড়ি কলেজ থেকে বিধান মার্কেট এলাকায় জুস পার্লারগুলোতেও ভিড় ছিল। একটি দোকানে ঢুকে চোখ থেকে সানগ্লাসটি নামিয়ে ম্যাঙ্গো লস্যি অর্ডার দিলেন সায়ন দত্ত। কিছুক্ষণ পর একগ্লাস লস্যি এল। তাতে বরফের টুকরো ভাসছে। এক চুমুক দেওয়ার পর হাঁফ ছাড়লেন। সায়নের কথায়, 'এই গরমে বাইরে বেশিক্ষণ থাকা খুব কষ্টকর। কাজ সেরে চলে এলাম গলা ভেজাতে। শরীর ঠান্ডা রাখতে হবে, নয়তো খারাপ হয়ে যাবে।'

সকলের মুখে এক কথা, 'আর পারছি না। কবে যে বৃষ্টি নামবে। বেশিদিন এমন আবহাওয়া থাকলে তো খুব মুশকিল।' পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অধিকাংশ বিক্রেতা দাম বাড়িয়েছেন ডাবের। অন্যদিন ৬০ থেকে ৮০ টাকার মধ্যে দাম ঘোরাফেরা করে, এদিন তা সেঞ্চুরি পার করেছে। প্রীতম সরকার দাম মেটানোর পর বললেন, 'বাড়ির সবার জন্য কিনতে এসেছি। দাম খানিকটা বেশি হলেও উপায় নেই। কার্বোহাইড্রেটযুক্ত পানীয় একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়।'

অবৈধ নির্মাণ নিয়ে একের পর এক অভিযোগ উঠছে শিলিগুড়িতে। অভিযুক্ত পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার তৃণমূলের বিরুদ্ধে পালটা চক্রান্তের অভিযোগ তুললেন। এদিকে, পুর কমিশনারের নির্দেশের পরও পদক্ষেপ করতে গড়িমসি করছে পুরনিগমের দুই বিভাগ।

পাশে নান্টু, মেয়রকে হুঁশিয়ারি অনীতার

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সাফাই গাইতে এসে পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বা দলীয় কোনও কাউন্সিলার নয়, দলের সাধারণ সম্পাদক নান্টু পালকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো।

এদিকে বিজেপি সূত্রে খবর, জেলা কমিটির নির্দেশে তিনি মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনটি করেন। তবে তিনি নিজেই নাকি কাউন্সিলার বা বিরোধী দলনেতাকে সঙ্গে আনতে চাননি। তাই তাঁর সঙ্গে বর্ষীয়ান নেতা নান্টুকে পাঠায় দল। অনীতার এমন সিদ্ধান্তে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে। দলীয় কর্মীদের একাংশের মতে, পুরনিগম সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধী দলনেতাকে অন্তত সাংবাদিক সম্মেলনে রাখা উচিত ছিল।

যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনর বক্তব্য, 'দলের নির্দেশিকা অনুযায়ী, নান্টু পাল গিয়েছিলেন। আমাদের যাওয়ার নির্দেশিকা ছিল না।' এদিন ১ নম্বর বরোর চেয়ারপার্সন গার্গী চট্টোপাধ্যায় এবং শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে একযোগে আক্রমণ করেন অনীতা। গার্গীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলার হুঁশিয়ারি পর্যন্ত দেন। অনীতার বক্তব্য, 'আমার বিরুদ্ধে স্থানীয়রা নয়, তৃণমূল অভিযোগ করছে। গার্গী চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন। ওঁকে প্রমাণ করতে হবে। নয়তো আমি মানহানির মামলা করব। আর বিল্ডিং নিয়ে মেয়র বলছেন। মেয়র কি বাস্তুকার?'

> **পালটা মেয়রের**
>
> ■ গার্গী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম দেবকে একযোগে বিঁধেছেন অনীতা
>
> ■ বাচ্চা মেয়ে বলে পালটা কটাক্ষ মেয়রের, সঙ্গে নোটিশ পাঠানোর বার্তা
>
> ■ সম্মেলনে অনীতার সঙ্গে বিরোধী দলনেতা বা অন্য কাউন্সিলার না থাকায় প্রশ্ন
>
> ■ অনীতাই নাকি তাঁদের সঙ্গে নিতে চাননি, পরে নান্টুকে পাঠায় নেতৃত্ব

যদিও সব অভিযোগের নোটিশ যাবে বলে অনীতাকে পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মেয়র। তাঁর বক্তব্য, 'অনীতা বাচ্চা মেয়ে। তার সাংবাদিক বৈঠক নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। তবে ওই ওয়ার্ডে মানুষের কাছে চলো অনুষ্ঠানে গিয়ে আমি যে অভিযোগ শুনেছি, সেসবের তদন্ত হবে। সকলের কাছে নোটিশ যাবে।'

পুরনিগমের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে মেয়রের কাছে একাধিক বিষয়ে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা। অবৈধ নির্মাণ থেকে জঞ্জাল অপসারণ প্রক্রিয়া, রাস্তাঘাট নিয়েও অসন্তোষ শোনা যায়। গৌতম তদন্তের নির্দেশ দেন। তারপরেই বিতর্কের শুরু।

ওই ওয়ার্ডে বহুতলের অবৈধ নির্মাণ নিয়ে একের পর এক তথ্য উঠে আসতে শুরু করে। কোথাও রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সে তৈরি হয়েছে হোটেল, আবার কোথাও বহুতলের ছাদে হয়েছে কংক্রিটের ঘর। অভিযোগ, কিছুই স্থানীয় কাউন্সিলারের অজানা নয়। এদিন শিলিগুড়ির জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন অনীতা। তাঁর দাবি, নির্মাণ নিয়ে তদন্ত হলে সমস্ত তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে বিজেপির কার্যালয় নিয়েও অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি একটি সরকারি জমি নাকি টিন দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। মেয়র জানিয়েছেন, সেই বিষয়টিও তাঁর নজরে রয়েছে। এভাবে জমি ঘিরে রাখা যাবে না বলে বার্তা দেন তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো। পাশে নান্টু পাল। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

রাস্তা থেকে জঞ্জাল সমস্যায় জেরবার রাজেন্দ্রনগর

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : শিলিগুড়ি জংশন সংলগ্ন ১ নম্বর ওয়ার্ডের রাজেন্দ্রনগরের বাসিন্দারা রাস্তা থেকে শুরু করে আবর্জনা জমার সমস্যায় জেরবার। এলাকায় প্রবেশ করতেই একের পর এক সমস্যার ছবি উঠে এল। রাস্তা খারাপ থেকে শুরু করে নিকাশিনালা, সবকিছুর সমস্যায় জেরবার এলাকাবাসী। রাস্তায় পিচের প্রলেপ নেই।

এই রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বৃষ্টির দিনে এই সমস্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা যে কোনও অভিশাপ থেকে কম নয়, সেকথাই বললেন এলাকাবাসীরা। অনেকবার এলাকার এই সমস্যার কথা তুলে অভিযোগ করা হলেও কোনও লাভ হয়নি। ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক বললেন, 'এলাকার বাসিন্দাদের যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলার জন্য সচেতন করছি। এছাড়া যাবতীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হবে।'

পাড়ায় পাড়ায়

এলাকার বাসিন্দা শুভম কর্মকারের কথায়, 'আমরা চাইছি এলাকার রাস্তা থেকে শুরু করে আবর্জনা জমে যাওয়ার সমস্যার সমাধান হোক। বহুদিন ধরে আমরা অভিযোগ জানিয়েছি কোনও লাভ হয়নি।' এলাকায় রাস্তার পাশে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ দেখিয়ে এলাকার বাসিন্দা সোহম পাল বলছিলেন, 'এলাকায় অনেকদিন ধরে যে আবর্জনা পরিষ্কার হচ্ছে না তা দেখলেই স্পষ্ট। কেন এইসবের প্রতি প্রশাসনের কোনও নজর নেই তা বুঝতে পারছি না।'

ঠিক একই বিষয় তুলে ধরেন স্থানীয় বাসিন্দা মিতা সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'না নর্দমা পরিষ্কার হয়, না আবর্জনা। মশামাছির দৌরাত্ম্য দিনের পর দিন বেড়েই চলছে।' এলাকার নানান সমস্যার দিকে প্রশাসন নজর দিক তাই চাইছেন এলাকার বাসিন্দারা।

নির্দেশের পরেও নেই নির্মাণ ভাঙার নোটিশ

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগে ঘুঘুর বাসা। হাইকোর্টের নির্দেশিকা মেনে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে শুনানির পর ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন পুরনিগমের কমিশনার ছিরিং ওয়াই ভুটিয়া। শুনানির ১৪ দিনের মধ্যে নোটিশ দিয়ে তিনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দেন। অথচ ১০ দিন পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তকে নোটিশ ইস্যু করতে পারল না বিল্ডিং বিভাগ। আলোচিত নির্মাণটি ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ দেশবন্ধুপাড়ার ১৮ বনফুল সরণির।

অভিযোগ, বিল্ডিং প্ল্যানের বাইরে বাড়তি ২৫.২৭ শতাংশ (৬৩.২৫ স্কোয়ার মিটার) নির্মাণ হয়েছে সেখানে। নির্মাণ দেখিয়ে আবার ব্যাংক থেকে ঋণও নেওয়া হয়। পুরনিগমের একজন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এই রিপোর্ট দিয়েছেন। সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন কমিশনার। যদিও বিল্ডিং বিভাগ সূত্রে খবর, পুরনিগমের আইন সেল থেকে নাকি এখনও কাগজ তাদের কাছে পৌঁছায়নি। ঘটনায় দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয় নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এ প্রসঙ্গে মেয়র গৌতম দেবের স্পষ্ট বার্তা, 'আইন অনুযায়ী যা পদক্ষেপ করার, তা করা হবে।'

৩০ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা উদয় নাথ তাঁর ভাই ধ্রুবজিৎ নাথের বিরুদ্ধে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ করেন। পুরনিগমে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। তবে

প্রশ্নে প্রশাসন

পুর কর্তৃপক্ষের তরফে কোনওরকম ব্যবস্থা না নেওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে রিট পিটিশন ফাইল করেন উদয়। সেই মামলায় পুরনিগমকেও পার্টি করা হয়। হাইকোর্ট জানিয়ে দেয় তদন্ত করতে হবে পুরনিগমকে।

৩০ এপ্রিল পুরনিগমের বাস্তুকারদের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। তদন্তের পর ওই কমিটি পুর কমিশনারের কাছে একটি রিপোর্ট জমা করে। সেই রিপোর্ট বলছে, বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী ২৫০.২৯ স্কোয়ার মিটার এলাকাজুড়ে ভবনটি তৈরির কথা থাকলেও ৬৩.২৫ স্কোয়ার মিটার বাড়িয়ে ৩১৩.৫৪ স্কোয়ার মিটার এলাকায় নির্মাণ হয়েছে। রিপোর্ট পেয়ে পুর কমিশনার শুনানির দিন নির্ধারিত করেন। ২৯ মে হয় শুনানি। সেখানে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার, ল' অফিসার, অভিযুক্ত এবং তাঁর আইনজীবী, অভিযোগকারী উপস্থিত ছিলেন।

নিয়ম অনুযায়ী, আইন সেল থেকে এই সংক্রান্ত নোটিশ স্বাক্ষর করে বিল্ডিং সেলে পাঠানো হবে। এরপর বিল্ডিং সেল থেকে সেই নোটিশ যাবে অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারীর কাছে। অভিযোগকারী উদয় নাথের বক্তব্য, 'আদালতের নির্দেশ রয়েছে। কমিশনারও নির্দেশ দিয়েছেন। তবুও বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে না।' অভিযুক্ত ধ্রুবজিৎ নাথের পালটা দাবি, 'যিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁরও অবৈধ নির্মাণ রয়েছে। সেই সংক্রান্ত শুনানি বাকি।' নিজের নির্মাণ প্রসঙ্গে ধ্রুবজিতের যুক্তি, 'পুরনিগমের আধিকারিকরা যে রিপোর্ট দিয়েছেন, সেটা ভুল। আমরা রিভিউয়ের জন্য আবেদন করেছি।'

শংকরকে সংবর্ধনা

বাগডোগরা, ১০ জুন : মঙ্গলবার মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটায় সদ্য কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে আসা শংকর মালাকারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের মাটিগাড়া ব্লক-২ এর সভাপতি প্রফুল্ল বর্মন, তৃণমূলের পাথরঘাটা অঞ্চল সভাপতি ভবেন সিংহ, পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ শাহিদ প্রমুখ।

পথ দুর্ঘটনায় আহত

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : মঙ্গলবার শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ে বাইকের সঙ্গে একটি চারচাকা গাড়ির ধাক্কা লাগে। দুর্ঘটনার পর বাইক আরোহী হেলমেট দিয়ে ওই গাড়ির কাচে আঘাত করে। ফলে গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

সরব ই-অটোচালকরা

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : আরটিও'র অনুমতি থাকার পরেও শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পুলিশ ই-অটো আটকে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। ফলে সমস্যায় পড়েছেন চালকরা। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জানালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে বিষয়টি তুলে ধরেন তাঁরা।

ই-অটোচালক নন্দন দত্তর অভিযোগ, 'পুলিশ বলছে এগুলো টোটো, অটো নয়। তাই শহরের রাস্তায় চলাচল করতে হলে নির্দিষ্ট রং-এর স্টিকার লাগাতে হবে। অথচ এই ই-অটো নেওয়ার সময় আরটিও অফিস থেকে বলা হয়েছে এগুলি শিলিগুড়ি শহরজুড়ে চলতে পারবে। তারপরও কেন আমাদের হিলকার্ট রোড, বিধান রোড সহ সমস্ত প্রধান সড়কগুলিতে আটকে দেওয়া হচ্ছে?'

ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর অবশ্য পরে বলেছেন, 'টোটো এবং ই-অটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ই-অটো চলার জন্য স্টিকারের প্রয়োজন পড়ে না। শিলিগুড়ি শহরে চলার অনুমতি থাকলে অবশ্যই চলবে। পুলিশ আটকে থাকলে সেখানে নিশ্চয়ই কোনও নিয়মভঙ্গের বিষয় রয়েছে।'

স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবি

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবার দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস একটি মিছিল করে। হাসমি চক থেকে মিছিলটি রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির শিলিগুড়ি টাউন কাস্টমার কেয়ার অফিসে যায়। সেখানে তাঁরা নিজেদের দাবির সমর্থনে একটি স্মারকলিপি দেয়। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের আহ্বায়ক সুবীন ভৌমিক বলেন, 'আমাদের আন্দোলনের জেরে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ডোমেস্টিক স্মার্ট মিটার বন্ধ করেছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে স্মার্ট মিটারের ব্যবহার চালু রাখতে চাইছে। এর প্রতিবাদে আমাদের দল রাজ্যজুড়ে আন্দোলন করছে।'

সাংবাদিক হতে চান?
সব ঘটনা খবর নয়, খবর বোঝার 'চোখ' চাই।
আমরা খুঁজছি এমন চোখ, যে চোখ খবরের পিয়াসি। যে চোখ স্বপ্ন দেখে সমাজ বদলের।
থাকছে তিন শর্ত
■ লিখতে হবে ঝরঝরে বাংলা
■ কলম হতে হবে নির্ভীক, নিরপেক্ষ
■ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মহলে থাকতে হবে পরিচিতি
কর্মক্ষেত্র : বৃহত্তর শিলিগুড়ি, যোগ্যতা : ন্যূনতম স্নাতক
আবেদনপত্র পাঠান ubs.torchbearer@gmail.com -এই ঠিকানায়, ১৬ জুনের মধ্যে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
FOLLOW US https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

কটুকথায় গৌণ সেনা

প্রথম পাতার পর

আপনাকে দেখেই বোঝা যায়, আপনি কিছুই জানেন না। আপনার মতো লিমিটলেস অপোজিশন লিডার জীবনে দেখিনি।' সেনাবাহিনীকে সম্মান জানিয়ে প্রস্তাবটি বিধানসভায় পেশ করেছিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রস্তাবের ওপর ভাষণে আগাগোড়া আক্রমণাত্মক ছিলেন বিরোধী দলনেতা।

প্রস্তাবে অপারেশন সিঁদুরের উল্লেখ না থাকায় প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিরোধী দলনেতার কথায়, 'ভারতমাতা যখন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তখন আমাদের বীর সেনারা একশো কিলোমিটার ঢুকে জঙ্গি নিকেশ করেছে। সবাইকে ধন্যবাদ।' মমতা পালটা বলেন, 'সেনাবাহিনীর কৃতিত্বের সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।' আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল তখন কিছু বলার চেষ্টা করলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনি ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে কথা বললে শুনব। কিন্তু রাজনীতির জ্ঞান দেবেন না। দু'দিনের রাজনীতি করছেন। আপনার কীর্তিকলাপ আমি সব জানি।' এতে যেন আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা নিয়ে অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিরোধী দলনেতা। মমতা না থেমে ভাষণ চালিয়ে যান। শুভেন্দুকে লক্ষ্য করে তিনি বলতে থাকেন, 'এমন বিরোধী দলনেতা দেখিনি। দেশের লজ্জা। এরা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সামান্য ভদ্রতা জানেন না। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলেন। সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী দল একটা।'

বিজেপি বিধায়করা পালটা স্লোগান শুরু করলে মমতা কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। তিনি বলেন, 'পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করার এটা সুযোগ ছিল। আমরা দখল করতে পারতাম। ভারত সরকার আরও স্ট্রং রোল প্লে করুক। অপদার্থ বিজেপি দেশের সর্বনাশ করেছে।' তিনি প্রশ্ন তোলেন পহলগামের খুনিরা কেন গ্রেপ্তার হল না?'

পহলগামের ঘটনার পরও আইএমএফের পাকিস্তানকে ১০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেওয়াটা ভারতের ব্যর্থতা বলে অভিযোগ শানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহলে কি ভারতের কূটনৈতিক সিদ্ধান্তে কোনও ফাঁক থেকে যাচ্ছে? পাকিস্তানকে এক্ষেত্রে কেন চাপে রাখা গেল না?' বিরোধী দলনেতা পালটা বলেন, 'যাঁরা এখানে থেকে পাকিস্তানের কথা বলে, আমাদের লড়াই তাঁদের বিরুদ্ধে। যাঁরা এখানে জঙ্গি সংগঠনকে সমর্থন করেন, আমাদের লড়াই তাঁদের বিরুদ্ধে।' এই সময় তৃণমূলের কয়েকজন বিধায়ক চিৎকার শুরু করলে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও অরূপ বিশ্বাসের নির্দেশে তাঁরা বসে যান। প্রায় ২ ঘণ্টা আলোচনার পর প্রস্তাবটি বিধানসভায় গৃহীত হয়।

'উধাও'

প্রথম পাতার পর

সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের আরও বড় গাফিলতি সামনে এসেছে।

তবে একের পর এক আইন ভেঙে বিদেশি ছাত্রকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হলেও মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কেন পদক্ষেপ হল না সেই প্রশ্ন উঠেছে সব মহলেই। জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের কথা, 'কোনও আইনেই ওই বিদেশি ছাত্রকে গেস্ট ফ্যাকাল্টি করা যায় না। এটা ঠিক, গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে ওই ছাত্রের নামে অর্থ দপ্তরে বিল জমা হয়েছে। আমরা তদন্ত শুরু করছি। বিভাগীয় প্রধানকে সতর্ক করা হয়েছে। তিনি লিখিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেটা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ হবে। ছাত্রটি ভিসা, পাসপোর্ট নিয়ে হাজির না হলে ওকে পরবর্তী কোনও পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না এবং আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দেবাশিস দত্ত অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি যাবতীয় দায় চাপিয়েছেন মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধেই। দেবাশিসের কথা, 'আমি ফ্যাকাল্টি নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছিলাম। তবে সেই পদে কাকে নেওয়া হবে, তাঁর যোগ্যতা আছে কি না বা তিনি ভারতীয় না বাংলাদেশি সেসব দেখে নেওয়ার দায়িত্ব বিভাগীয় প্রধানের। বিভাগীয় প্রধান কর্তৃপক্ষকে অন্ধকারে রেখে বেআইনি কাজ করেছেন। আমি রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে থাকলে তাকে শোকজ করে পদক্ষেপ করতাম।' বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তি প্রকাশ পেতেই সমালোচনা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। মাস কমিউনিকেশন বিভাগের নিয়োগ নিয়ে কমিটি তৈরি করে তদন্ত শুরুর দাবিও উঠেছে। বরুণ এদিন নতুন তথ্য দিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'গ্র্যাজুয়েট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট' হিসাবে নাকি তিনি শানকে কাজে লাগিয়েছিলেন। যদিও ওই ধরনের কোনও পদের অস্তিত্ব নেই বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওই পদের কথা জানেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতিতেও ওই পদ অনুমোদিত নয়। তাহলে কোন উদ্দেশ্যে মনগড়া পদ তৈরি করে শানকে শিক্ষক বানানো হল তার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি বরুণ। মহেন্দ্রনাথ অবশ্য বলেন, 'কোনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা হবে না। আমরা যা যা পদক্ষেপ করার সবই করব।'

শংকরকে জড়িয়ে রহস্যময়ীর পোস্ট, নীরবতায় প্রশ্ন

দেহব্যবসা সংক্রান্ত একের পর এক অভিযোগ, মুম্বই পুলিশের দ্বারস্থ তরুণী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : 'রহস্যময়ী'র সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে তোলপাড় বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি। নিজেকে নীতি আয়োগ এবং বিজেপি আইটি সেলের সদস্য পরিচয় দিয়ে স্বর্ণালি নামে ওই মহিলা লাগাতার পোস্টে কটাক্ষ করে চলেছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষকে। কখনও দেহব্যবসার অভিযোগ তোলা হচ্ছে শংকর-ঘনিষ্ঠ এক মহিলার নামে, কখনও আবার সরাসরি তোপ দাগা হচ্ছে শংকরকেই। অতি সম্প্রতি মুম্বই নিবাসী শিলিগুড়ির এক তরুণী দেহব্যবসায় জড়িত থাকার অপরাধে সেখানকার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন ওই মহিলা। অথচ এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি তরুণীর। ভুয়ো খবর রটিয়ে তাঁর মানহানি করায় ইতিমধ্যে মুম্বই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। অভিযোগ দায়ের করেছেন সাইবার ক্রাইমেও।

আশ্চর্যের বিষয়, তাঁকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এত বিতর্ক হলেও আইনি পদক্ষেপ করেননি শংকর। এদিন তাঁকে ফোনে ধরা হলে বলেন, 'এক রোগীকে বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা করাতে সহযোগিতা চেয়ে আমি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলাম। তখন ওই মহিলা আগ বাড়িয়ে এসে সহযোগিতা করবেন বলে জানান। তখন থেকে পরিচয়। তবে ব্যক্তিগত স্তরে কোনও পরিচিতি নেই। যে তরুণীকে জড়িয়ে পোস্ট করা হয়েছে আমি তাঁকেও চিনি না।'

সম্প্রতি দেহব্যবসার অভিযোগ তুলে স্বর্ণালির প্রোফাইল থেকে যে পোস্ট করা হয়েছে, সেখানে শংকর-ঘনিষ্ঠ মৌসুমি নামে এক মহিলাকে মেনশন করা হয়েছে।

এক রোগীকে বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা করাতে সহযোগিতা চেয়ে আমি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলাম। তখন ওই মহিলা আগ বাড়িয়ে এসে সহযোগিতা করবেন বলে জানান। তখন থেকে পরিচয়। তবে ব্যক্তিগত স্তরে পরিচিতি নেই।

–শংকর ঘোষ, বিজেপি বিধায়ক

মৌসুমিই সেক্স র‍্যাকেট চালান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু পোস্টে মেনশন করা হয়েছে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টকেও। গত মাসেই একইভাবে অন্য দুই মহিলা দেহব্যবসায় জড়িত বলে তাঁদের ছবি দিয়ে পোস্ট করা হয়। এর আগে শুভেন্দু অধিকারী-ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা দীপঙ্কর অরোরার দুই নিকটাত্মীয়কে নিয়েও পোস্ট করেছিলেন মহিলা। সেই পোস্টে আবার টানা হয়েছিল শুভেন্দুকে।

খোঁজখবর নিয়ে দেখা যাচ্ছে, ২০২৩ সালের শেষের দিক থেকে একের পর এক পোস্ট করছেন মহিলা। ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি দীপঙ্কর ওই মহিলার বিরুদ্ধে শিলিগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। দীপঙ্কর বলছেন, 'শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ ২০২৩ সালে আমার সঙ্গে ওই মহিলার পরিচয় করান। শিলিগুড়ির একটি বিলাসবহুল হোটেলে আলাপ হয়। উনি নিজেকে আইটি সেলের সদস্য পরিচয় দিয়েছিলেন। পরে আমার মনে হয়েছে মহিলা সুবিধার নয়, তাই আমি যোগাযোগ বন্ধ করে দিই।'

দলীয় সূত্রে খবর, ২০২৩ সালের শেষের দিকে শিলিগুড়ির কয়েকজন বিজেপি কর্মীর সঙ্গে ওই মহিলার পরিচয় করান শংকর। এরপর ওই মহিলা প্রচারের নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেন। সেখানে কিছু বিজেপি কর্মীকে অ্যাড করানো হয়। সঙ্গে দীপঙ্কর এবং শংকরও ছিলেন। কিছুদিন পর মহিলার চালচলন সন্দেহজনক মনে হওয়ায় গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যান দীপঙ্কর। কিছুদিনের মধ্যে শংকরও বাকিদেরও গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। এরপর থেকেই ওই মহিলা বিভিন্ন নেতাকে নিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করতে থাকেন।

২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি দীপঙ্করের আত্মীয়দের দাগি আসামির তকমা দিয়ে ফের পোস্ট করেন ওই মহিলা। পাশাপাশি রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও দীপঙ্করের ছবি একসঙ্গে দিয়ে 'অপরাধীর সঙ্গে ছবি' বলে পোস্ট করা হয়। এরপরই শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দীপঙ্কর। পাশাপাশি বিজেপি শিলিগুড়ির এক্স হ্যান্ডেল থেকেও ওই অভিযোগপত্র পোস্ট করে মহিলাকে মেনশন করে কড়া বার্তা দেওয়া হয়। এরপর কিছুদিন সব বন্ধ থাকলেও ফের নতুন করে ওই মহিলা পোস্ট শুরু করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে দলের অন্দরেও চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও বিজেপির শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলছেন, 'আমি বিষয়টি জানি না। তাই এখন মন্তব্য করতে পারব না।' ফলে রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

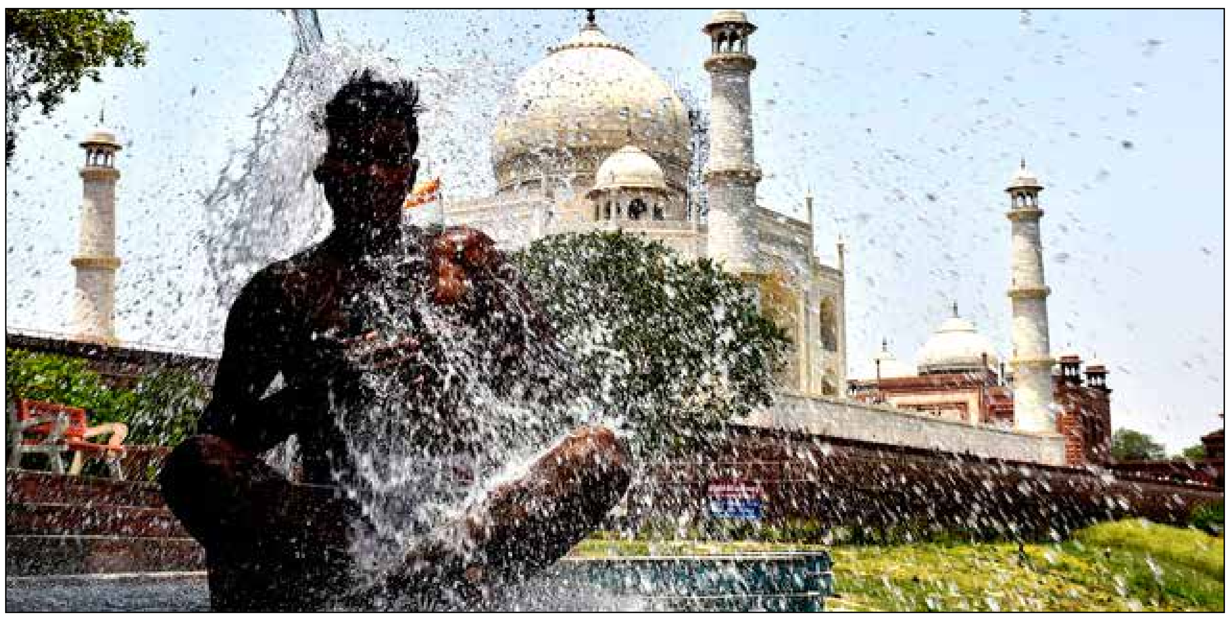

তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচতে যমুনাপাড়ে স্বস্তির স্নান। মঙ্গলবার আগ্রায়। -পিটিআই

ময়নাগুড়ির খুনে আলফা-যোগ

ময়নাগুড়ি, ১০ জুন : ময়নাগুড়ি ব্রহ্মপুর খুন কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত সংগীতা রায়কে অরুণাচল-নাগাল্যান্ড-অসম সীমানা থেকে গ্রেপ্তার করল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। যদিও সংগীতার স্বামী পরিমলকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ধৃত সংগীতার সঙ্গে আলফার ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ মিলেছে। খুনের নৃশংসতার বর্ণনা শুনে হতবাক তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরাও। মঙ্গলবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলার পর আটদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

এদিন আদালতে যাবার পথে সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনও জবাব দেয়নি সংগীতা। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'খুনের মামলায় অসম থেকে সংগীতা রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিমলের খোঁজ চলছে। ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে খুনের কারণ জানার চেষ্টা চালানো হবে।'

গত ৪ জুন সহকর্মী পরিমল রায়ের বাড়ির মাটি খুঁড়ে দেহ মেলে বছর পঁয়ত্রিশের গৌতম রায়ের। ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল গৌতমের সহকর্মী পরিমল ও তার স্ত্রী সংগীতা। পুলিশ জানিয়েছে, গৌতমকে খুন করে পালানোর সময় স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে নিয়ে ব্রহ্মপুর থেকে একটি টোটোভাড়া করে চ্যাংরাবান্ধা পৌঁছায় পরিমল। সেখান থেকে বাসে করে তারা চলে যায় নিউ কোচবিহার স্টেশনে। এরপর তিনসুকিয়াগামী ট্রেনে চেপে তারা অসম পৌঁছোয়। ওই রাতেই আপার অসমের সরাইফুং থানার বড়হাটলাগলি এলাকায় সংগীতার বাপের বাড়িতে পৌঁছোয় তারা। সেখানে সংগীতা ও ছোট ছেলেকে রেখে পরিমল অন্যত্র পালিয়ে যায়।

নতুন ট্রেন শনিবার

জলপাইগুড়ি, ১০ জুন : অধীর অপেক্ষার অবসান। ১৪ জুন জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে শিয়ালদাগামী নতুন ট্রেন চালু হচ্ছে। আপাতত ০৩১১৬ নম্বরের এই ট্রেনটি উদ্বোধনী স্পেশাল হিসেবে সেদিন যাত্রা শুরু করবে। বেলা ৪টায় জলপাইগুড়ি থেকে যাত্রা শুরু করে পরদিন ভোর সওয়া ৪টায় সেটি শিয়ালদায় পৌঁছাবে। নতুন ট্রেনের যাত্রা শুরু হতে চলায় জলপাইগুড়িতে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে। সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় বললেন, 'নতুন ট্রেন চালুর বিষয়ে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা হয়েছে। এটি উদ্বোধন করতে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর এখানে আসার কথা রয়েছে। তিনি সেদিন এখানে না আসতে পারলে দিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি ট্রেনটির উদ্বোধন করবেন।' তবে ট্রেনটি সপ্তাহে কতদিন যাতায়াত করবে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

মোদির বৈঠকে হতাশ তৃণমূল

চা খেয়েই ফিরলেন অভিষেক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠককে 'সময়ের অপব্যবহার' বলে মনে করছে তৃণমূল। ৩৩টি দেশ ঘুরে আসা বিভিন্ন দলের সাংসদদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ওই বৈঠক হয় মঙ্গলবার রাতে। ছিল নৈশভোজের আয়োজন। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকের পর রাতেই কলকাতা ফিরে যান।

তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৈঠকটি হতাশাজনক। প্রোটোকল, রাজকীয় আতিথেয়তা ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ ছিল বটে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি বলে দলের অভিযোগ। পাকিস্তান সম্পর্কে দেশের পরবর্তী পদক্ষেপ পরের কথা, সাংসদ ও আমলাদের বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা নিয়েও কিছু শোনা হয়নি বলে তৃণমূলের অভিযোগ।

দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা শোনানোর সুযোগ দূর অস্ত, বরং পুরো বৈঠকজুড়ে ছিল একপেশে আলোচনা ও প্রোটোকলের আনুষ্ঠানিকতা। নৈশভোজে না থেকে এক কাপ চা খেয়ে অভিষেক কলকাতা ফিরে গিয়েছেন। বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যর মতে অবশ্য সুস্থ আলোচনা হয়েছে। কংগ্রেস সূত্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রী কয়েকজন সাংসদের প্রশংসা করেছেন।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের কূটনৈতিক দৌত্য করতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো ৭টি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এই বৈঠকটি নির্ধারিত ছিল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আমন্ত্রণে বিদেশ সফরে গিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতীয় কূটনৈতিক অবস্থানকে জোরালোভাবে তুলে ধরে অভিষেক মঙ্গলবারের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন গঠনমূলক আলোচনা করবেন বলে।

এই বিদেশ সফরে তিনি অনেকটাই নজর কেড়েছিলেন। মঙ্গলবার রাতের বৈঠকে সেই সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের অনেকের সঙ্গে মোদির কথা হলেও অভিষেকের সঙ্গে হয়নি। তৃণমূল শিবির মনে করছে, এই ঘটনা শুধু হতাশাজনক নয়, বরং ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক স্তরে আরও বড় পদক্ষেপের সুযোগ নষ্ট হল এতে।

বেঙ্গালুরু থেকে শিলিগুড়িতে এল টয়ট্রেনের ইঞ্জিন। ছবি : সূত্রধর

পাহাড়ে নতুন লোকোমোটিভ, বাড়ছে জয়রাইড

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) সামার ফেস্টিভাল চলাকালীনই পাহাড়ে জয়রাইডের জন্য এল নতুন ডিজেল ইঞ্জিন। বেঙ্গালুরু থেকে ডিজেল ইঞ্জিন মঙ্গলবারই শিলিগুড়ি জংশনের টয়ট্রেন শেডে এসে পৌঁছেছে। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং নিয়ে যাওয়া হবে ইঞ্জিনটি। এর বাইরে আরও তিনটি ইঞ্জিন বেঙ্গালুরু থেকে আনা হবে বলে জানা গিয়েছে। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'ডিজেল ইঞ্জিনের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। ব্যাপক চাহিদার জন্য মাঝে মাঝেই জয়রাইডের সংখ্যা বাড়াতে হয়। তাই এই সিদ্ধান্ত।'

গরম বাড়তেই পাহাড়ে পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। তাই টয়ট্রেনের জয়রাইডের চাহিদাও অনেকটাই বেড়েছে বলে জানাচ্ছেন রেলকর্তারা। এই পরিস্থিতিতে জয়রাইডের সংখ্যা বাড়িয়েও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না বলে ডিএইচআর সূত্রে খবর। অন্যদিকে, ডিজেল লোকোমোটিভগুলি অনেক পুরোনো হয়ে যাওয়ায় প্রায়ই মেরামতের জন্য ওয়ার্কশপে পাঠাতে হচ্ছে। যে কারণে মাঝে মাঝে দার্জিলিং-এনজেপি টয়ট্রেন পরিষেবাও বন্ধ রাখতে হচ্ছে। সমস্ত ইঞ্জিন পাহাড়ে জয়রাইডের জন্য ব্যবহার হওয়ায় সমতলে পরিষেবা বন্ধ রাখতে হচ্ছিল। তাই ডিএইচআর-এর পক্ষ থেকে ভারতীয় রেল বোর্ডে আরও নতুন ডিজেল লোকোমোটিভ চেয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়। সেই প্রস্তাব বিবেচনা করে রেল বোর্ড চারটি নতুন ডিজেল লোকো কেনার অনুমতি দেয়। সেইমতো প্রথম ধাপে তিনটি লোকো আসার কথা ছিল। পরের ধাপে একটি ইঞ্জিন আসার কথা। সেইমতো মঙ্গলবার সকালে একটি ডিজেল লোকো এসে পৌঁছায় শিলিগুড়িতে। এই ইঞ্জিনটি ট্রায়াল রানের পর পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে জয়রাইডের জন্য ব্যবহার করা হবে বলে ডিএইচআর কর্তারা জানিয়েছেন।

কৃতী সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ১০ জুন : প্রতিবারের মতো এবারও কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দিল শিলিগুড়ির সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। এদিন সংস্থার কক্ষে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবারের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ২৭২ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। এদিন বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় আইসিএসইর কৃতী ছাত্রী পৃজিতা ভট্টাচার্য, সিবিএসইর রাজন্যা বসুমল্লিককে। একই সঙ্গে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে সাউথ এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিনশিপে চারটি বিভাগে সোনাজয়ী প্রতীতি পালকে। ক্লাবের সম্পাদক মদন ভট্টাচার্য বলেন, 'দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে এলাকার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দিয়ে আসছি। কৃতীদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যেই আমাদের এই আয়োজন।'

পড়ুয়ারা

প্রথম পাতার পর

থাকার সময় এক অভিভাবক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি স্কুলে নিয়ে কিছুটা শুশ্রূষা করা হলে তিনি সুস্থ হন। গরমের মধ্যে স্কুলের পড়ুয়াদের মাঠে বসে মিড-ডে মিল খেতে দেখে শক্তিগড় স্কুলের শিক্ষকরাও কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু উপায় নেই। স্কুলে ডাইনিং হলের জন্য পুরনিগম ও বিডিও-র কাছে লিখিত আবেদন জানালেও কোনও সুরাহা হয়নি। স্কুলের টিচার ইনচার্জ পার্থ রায়চৌধুরী বলেন, 'গরম ও বৃষ্টিতে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল খেতে সত্যিই অসুবিধা হয়। তবে এই গরমে স্কুলে পড়ুয়ারা যাতে ঠান্ডা জল খেতে পারে সে ব্যবস্থা করা হয়েছে।' অন্যদিকে, জ্ঞান ভারতী বিদ্যাপীঠের পড়ুয়ারা যেভাবে ক্লাস করছে তা যেন আরও একবার সরকারি স্কুলের পরিকাঠামোকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে।

এদিন সন্ধের দিকে অল্প বৃষ্টিতে খানিকটা স্বস্তি বোধ হলেও এখনই যে গরম কমছে না তা আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট জানাচ্ছে। এই পরিস্থিতি আগামী কয়েক দিন কী হয় সেদিকে সবার কড়া নজর।

কাঁটাতার পেরিয়ে শীতলকুচিতে সংসার

বাংলাদেশি দম্পতি গ্রেপ্তার

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১০ জুন : শীতলকুচি ব্লক থেকে সোমবার গ্রেপ্তার হল বাংলাদেশি দম্পতি। সোমবার রাতে দীপক বর্মন ও লতা বর্মন নামে দুজনকে পূর্ব শীতলকুচি গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে শীতলকুচি থানার পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের লালমণিরহাট উপজেলার সিঁদুরমতি এলাকায়। পূর্ব শীতলকুচি গ্রামের বাসিন্দা দেবেন বর্মনের বাড়িতে তারা দুই বছর ধরে ছিল। দেবেনের ছেলে ও বৌমা হিসাবেই তারা এলাকায় পরিচিত ছিল। দেবেনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, শ্বশুরের বিরুদ্ধেই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের অভিযোগ করেছে লতা। শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো এবিষয়ে বলেন, 'দুই বাংলাদেশি বাসিন্দা ও এক ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করে ইতিমধ্যেই আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

দেবেন জানায়, সে স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে ১৯৮৫ সালে ভারতে এসে পূর্ব শীতলকুচি গ্রামে বসবাস শুরু করে। সে পেশায় কাঠমিস্ত্রি। বর্তমানে ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু তার ছেলে ও বৌমা বাংলাদেশ থেকে এসেছে। তাদের ভোটার, আধার কিংবা র‍্যাশন কার্ড বানানো হয়নি বলে দেবেন স্বীকার করে নিয়েছে। আর দেবেনের ভারতীয় নাগরিকত্ব যাচাই করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

দেবেনের ছেলে দীপক ২০২৩ সালে বাংলাদেশের লতাকে বিয়ে করে। লতার পরিবার এই বিয়ে মেনে নেয়নি। পরবর্তীতে এক আত্মীয়ের মাধ্যমে দীপক নাকি জানতে পারে যে, তার বাবা ভারতের পূর্ব শীতলকুচি গ্রামে রয়েছে। পরে দুই তরফের মধ্যে ফোনে যোগাযোগ হয়। দেবেন ছেলে ও বৌমাকে ভারতে চলে আসতে বলে। চোরাপথে ভারতে ঢোকে দীপক ও লতা।

দীপক ও লতার বৈধ নথিপত্র না থাকায় তাদের ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হত না। অভিযোগ, লতা ছয় মাসের গর্ভবতী হলেও তাকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করেনি দেবেন। দীপককেও বাইরে কোথাও কাজ করতে দেওয়া হত না বলে অভিযোগ।

ইতিমধ্যে শীতলকুচি থানার পুলিশ জানতে পারে, দেবেনের বাড়িতে দুই বাংলাদেশি লুকিয়ে রয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পরে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। দীপক ও লতাকে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে এবং দেবেনের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশে মদত দেওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দীপকের স্ত্রী জানায়, প্রেম করে তার বিয়ে হয়েছে। সীমান্ত পার হতে কুড়ি হাজার টাকা দালালদের দিতে হয়েছে। এখানে আসার পর মানসিক ও শারীরিকভাবে শ্বশুর তাকে হেনস্তা করত বলে অভিযোগ করেছে সে। অন্যদিকে দীপক বলে, 'বাবার ডাকেই ভারতে আসি। বাবার সঙ্গে কাঠমিস্ত্রির কাজ করলেও টাকাপয়সা দিত না।'

ধৃত বাংলাদেশিদের আদালতে পাঠানো হচ্ছে।

দুই বাংলাদেশি বাসিন্দা ও এক ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করে ইতিমধ্যেই আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অ্যান্থনি হোড়ো
ওসি, শীতলকুচি থানা

যাত্রীদের বাঁচিয়ে 'হিরো' রহিমুদ্দিন

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১০ জুন : প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বুঝি একেই বলে। এক কৃষকের উপস্থিত বুদ্ধি ও তৎপরতায় বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পেল দিল্লিগামী আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস। ট্রেনের প্রায় দেড়শো যাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়ে কৃষক রহিমুদ্দিন আহমেদ হয়ে গেলেন হিরো।

সোমবার বেলা ১১টা ২০ মিনিট। কৃষিজমিতে কাজ করছিলেন কালিয়াগঞ্জের লক্ষ্মীপুর গ্রামের চাষি রহিমুদ্দিন আহমেদ। প্রখর রোদ আর ভ্যাপসা গরমে হাঁফিয়ে ওঠায় ক্ষণিকের বিশ্রাম নিতে লক্ষ্মীপুর রেলগেট সংলগ্ন একটি বড় কদম গাছের ছায়ায় সবে বসেছেন রহিমুদ্দিন। তখনই হুইসল বাজাতে বাজাতে রাধিকাপুর থেকে ছুটে আসছিল দিল্লিগামী ডাউন ১৪০১১ আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস ট্রেন। হুইসলের আওয়াজ শুনে ট্রেনের দিকে চোখ যেতেই ইঞ্জিনের ঠিক পেছনের বগির নীচে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন তিনি। সঙ্গে ঘন ধোঁয়া। রেলগেট থেকে ট্রেন তখন মেরেকেটে আড়াইশো মিটার দূরে। ভয়ংকর বিপদ আঁচ করতেই রহিমুদ্দিন লাফিয়ে ওঠেন। দুই হাত তুলে নাড়তে নাড়তে রেললাইনের মাঝখান দিয়ে ট্রেনের দিকে দৌড়াতে থাকেন ক্লান্ত কৃষক। আসলে হাত নেড়ে ট্রেনটিকে থামানোর চেষ্টা করেন তিনি। তাঁর সেই ইশারা চোখে পড়ে ট্রেনের চালকের। বিপদ বুঝে রেলগেটের কাছাকাছি জায়গায় ট্রেনটি দাঁড় করিয়ে দেন চালক। এরপরেই তড়িঘড়ি ট্রেনে থাকা অগ্নিনির্বাপক গ্যাস স্প্রে করে আগুন নেভানো হয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন চালক ও যাত্রীরা। হাঁফ ছাড়েন রহিমুদ্দিনও।

জানা গিয়েছে, ট্রেনের ইঞ্জিন সংলগ্ন জেনারেটর বগির নীচে ব্রেক বাইন্ডিংয়ে আগুন লেগেছিল। আগুন নেভানোর কাজে এদিন এগিয়ে আসেন রেল গুমটিতে কর্মরত রেলকর্মীরাও। আগুনের খবর জানাজানি হতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই ট্রেনের যাত্রীরা। প্রায় ১৫ মিনিট পর ট্রেনটি আবার লক্ষ্মীপুর রেলগেট এলাকা থেকে দিল্লির অভিমুখে রওনা হয়। বিপন্মুক্ত ট্রেন রওনা হতেই মুখে হাসি ফোটে রহিমুদ্দিনের। তিনি বলেন, 'তখন শুধু মনে হয়েছিল, একটি জীবনের বদলে যদি হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচে, আমার তাতেই আনন্দ।'

ধোঁয়ায় ভরেছে চত্বর। ইনসেটে 'হিরো' রহিমুদ্দিন আহমেদ।

ফাইনালে ভারতকে মিস করছেন কামিন্স

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাবি লড়াই

লন্ডন, ১০ জুন : রাত ফুরোলেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল।

মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা। চোকার্স বদনাম ঝেড়ে যখন প্রথম ফাইনালে বাজিমাতের স্বপ্নে বিভোর প্রোটিয়া ব্রিগেড, অজিদের সামনে তখন দ্বিতীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাবের হাতছানি। ক্রিকেট-মক্কায় যে মহারণে নামার আগে কিছুটা অবাক করেই ভারতকে মিস করছেন প্যাট কামিন্স।

ফাইনালের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা।

গতবার ২০২৩ সালে ওভালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ক্যাঙারু ব্রিগেড। এবারও নাকি ভারতকেই খেতাবি যুদ্ধে আশা করেছিলেন! কামিন্সের কথায়, ইংল্যান্ডও বেশ শক্তিশালী। নিউজিল্যান্ডও ফাইনালে ওঠার অন্যতম দাবিদার ছিল। তবে তাঁরা মনে করেছিলেন, আরও একটা ভারত-অজি ফাইনাল হতে চলেছে। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা।

প্রতিপক্ষকে অবশ্য হালকাভাবে নিচ্ছেন না। কেশব মহারাজের স্পিন-অস্ত্রকে সমীহ করছেন। আছেন কাগিসো রাবাদা, মার্কো জানসেন, লুঙ্গি এনগিডির মতো বোলার। তবে সবচেয়ে ভাবাচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খুব বেশি ম্যাচ না খেলা। যুক্তি, প্রতিপক্ষ শিবিরে অনেকেই তাঁদের কাছে নতুন। ফাইনালের ভাবনায় অভিজ্ঞ বোলিং ব্রিগেড তুরুপের তাস অজিদের। মূল চার বোলার কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউড, নাথান লায়োন-প্রত্যেকের পকেটে আড়াইশো প্লাস উইকেট। ক্রিকেট ইতিহাসে যার নজির নেই।

ব্যাটিং কম্বিনেশনে বড় পরিবর্তন। স্যাম কনস্টাসকে সরিয়ে ওপেনিংয়ে মার্নাস লাবুশেন। ডেভিড ওয়ার্নারের অবসরের পর স্টিভেন স্মিথ সহ একাধিক ক্রিকেটার

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ
ফাইনাল আজ
অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : লর্ডস, লন্ডন
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে

ওপেন করলেও সেই পথে হাঁটেননি লাবুশেন। সেই কিনা ফাইনালে উসমান খোয়াজার ওপেনিং পার্টনার। মূলত ক্যামেরন গ্রিনের সঙ্গে অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টারকে রাখতে গিয়েই টপ অর্ডারে রদবদল।

প্রশ্ন উঠছে কামিন্সদের যে ভাবনা নিয়ে। তবে নতুন পার্টনারকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী খোয়াজা। বলেছেন, 'আমার মতে ব্যাটারদের জন্য ওপেনিং সবচেয়ে ভালো জায়গা। আমি নিজেও খুশি। আমি নিশ্চিত, মার্নাসও খুশি হবে এই দায়িত্ব পেয়ে। ও নিয়মিত তিন নম্বরে খেলে। ফলে ওপেনিংয়ে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না ওর।'

অনুশীলনের ফাঁকে স্যাম কনস্টাসের সঙ্গে রসিকতায় স্টিভেন স্মিথ।

কাজ সহজ নয়। শুরুতেই রাবাদার নতুন বল খেলার চ্যালেঞ্জ। মাদক সেবন বিতর্ক ঝেড়ে ফেলে নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াতে রাবাদার জন্য দুর্দান্ত মঞ্চ হতে চলেছে। তবে মাদক সেবন কাণ্ড লর্ডস দ্বৈরথে যে তাড়া করবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। বিশেষত, উলটোদিকে যখন স্লেজিংকে একদা শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া অস্ট্রেলিয়া।

কামিন্স অবশ্য মুখে নয়, বাইশ গজের দ্বৈরথেই যুদ্ধটা জেতার পক্ষপাতী। দাবি করেছেন, স্লেজিং তাঁদের হাতিয়ার নয়। যদি ম্যাচে বিষয়টি (মাদক সেবন কাণ্ড) কোনওভাবে সামনে চলে আসে, অবাকই হবেন। তবে পালটা হাতিয়ার হিসেবে 'স্যান্ডপেপার' কাণ্ড (বলবিকৃতি) রয়েছে প্রোটিয়া ব্রিগেডের কাছেও।

অতীত পরিসংখ্যান বলছে, নিরপেক্ষ মাঠে তিনটি টেস্ট খেলেছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯১২ সালে হওয়া যে তিন ম্যাচে অজিদের পক্ষে স্কোরলাইন ২-০। যার মধ্যে লর্ডসে জয় রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা কোচ সুকরি কনরাডের চোখ অবশ্য বর্তমানে। পিছনের দিকে তাকাতে নারাজ। ফলাফলের জন্য আগামী কয়েকদিন চোখ থাকবে ক্রিকেট-মক্কা লর্ডসে।

'হল অফ ফেম' সম্মানে খুশি মাহি

ওর হাত পকেটমারের চেয়েও দ্রুত : শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ৬ বছর পর আইসিসি-র 'হল অফ ফেম'-এ জায়গা পেলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ভারতীয় ক্রিকেটের সফলতম অধিনায়ক। ১৭ হাজারের বেশি আন্তর্জাতিক রানের মালিক। উইকেটকিপার হিসেবে ক্ষিপ্রতা। মাহির যে ফেলে আসা বর্ণময় কেরিয়ারকে অবশেষে স্বীকৃতি জানাল ক্রিকেট বিশ্বের নিয়ামক সংস্থা।

'ক্যাপ্টেন কুল'-এর সম্মানে উচ্ছ্বসিত রবি শাস্ত্রীও। ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচ অধিনায়ক ধোনি, ব্যাটার ধোনির পাশাপাশি তুলে ধরলেন উইকেটকিপার ধোনির কথা। প্রশংসা করতে গিয়ে পকেটমারের সঙ্গে মজার তুলনা টানলেন! জানান, ধোনি পিছনে থাকা মানে পকেট নিরাপদ নয়। মানিব্যাগ গায়েব হয়ে যেতে পারে। ঘুণাক্ষরে টের পাবে না।

ইয়ান বিশপের সঙ্গে কথোপকথনের সময় মাহির প্রশংসায় মজা করে শাস্ত্রী বলেছেন, 'ওর হাত পকেটমারের চেয়েও দ্রুত। ধরো কোনও বড় ম্যাচ, বিশেষত তা যদি হয় আহমেদাবাদে। তোমার পিছনে ধোনি থাকা মানে নিরাপদ নয় পকেট। ওয়ালেট গায়েব হয়ে যেতে পারে।' যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার মাহি-গুণের কথাও তুলে ধরেন। শাস্ত্রীর কথায়, শূন্য রানে আউট হোক বা বিশ্বকাপ জিতুক, মাহির শরীরী ভাষা প্রায় এক থাকে। সেঞ্চুরি বা দ্বিশতরানেও যা বদলায় না

ধোনি নিজেও খুশি 'আইসিসির হল অফ ফেম'-এ জায়গা পেয়ে। প্রতিক্রিয়ায় এমএস বলেন, 'আমার জন্য বিশাল সম্মান। খেলোয়াড়দের ক্রিকেটের প্রতি অবদানকে স্বীকৃতি

আইসিসি হল অফ ফেমে জায়গা পাওয়ার পর মহেন্দ্র সিং ধোনিকে অভিনন্দন ঝাড়খণ্ড রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি অজয় নাথ শা দেও-র।

দেওয়া হয় এভাবে। বিশ্বসেরাদের সেই তালিকায় জায়গা পাওয়া বিশেষ অনুভূতি আমার কাছে। সারাজীবন এই সুখানুভূতিটা থেকে যাবে।' ধোনি ভারতের একাদশতম ক্রিকেটার যিনি এই সম্মান পেলেন। বাকি প্রাপকরা হলেন সুনীল গাভাসকার, বিষেণ সিং বেদি, কপিল দেব, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন তেন্ডুলকার, ভিনু মানকড়, ডায়না এডুলজি, বীরেন্দ্র শেহবাগ, নীতু ডেভিড।

হল অফ ফেমে বাকি ভারতীয়রা

সুনীল গাভাসকার, বিষেণ সিং বেদি, কপিল দেব, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন তেন্ডুলকার, ভিনু মানকড়, ডায়না এডুলজি, বীরেন্দ্র শেহবাগ, নীতু ডেভিড।

শচীনের পথে রুতুরাজ

লন্ডন, ১০ জুন : চোটের জন্য আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা অবসর নেওয়ার পরও জায়গা পাননি ভারতের টেস্ট দলে। কিন্তু শুভমান গিলের দল ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ খেলার সময়, সেখানেই থাকবেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ভারতের অন্যতম সেরা ব্যাটারকে সই করিয়েছে জিওফ্রে বয়কটের ক্লাব ইয়র্কশায়ার। তাঁদের হয়ে ওয়ান ডে কাপ এবং কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ খেলবেন তিনি। সব ঠিক থাকলে ইয়র্কশায়ারের হয়ে সারের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলার কথা রুতুরাজের।

রুতুরাজ জানিয়েছেন, অনেক দিন ধরেই তিনি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। অন্যদিকে, ইয়র্কশায়ার কর্তৃপক্ষও স্বাগত জানিয়েছে তাঁকে। উল্লেখ্য, এর আগে এই ক্লাবের হয়ে খেলেছিলেন শচীন তেন্ডুলকার। এখন দেখার রুতুরাজ এই ক্লাবের হয়ে খেলতে নেমে কতটা সফল হতে পারেন।

জরিমানা অশ্বীনের

বেঙ্গালুরু, ১০ জুন : তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে (টিএনপিএল) বিশৃঙ্খলার জন্য জরিমানা করা হল রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে। জরিমানাস্বরূপ ডিন্ডিগুল ড্রাগনের অধিনায়ক অশ্বীনের থেকে ম্যাচ ফি-র ৩০ শতাংশ কাটা হয়েছে।

গত ৮ জুন ড্রিম তিরুপ্পুর তামিঝানসের বিরুদ্ধে ম্যাচে রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোরকে সুইপ করতে গিয়ে লেগবিফোর হন অশ্বীন। যদিও সিদ্ধান্তে নারাজ হয়ে মহিলা আম্পায়ারদের সঙ্গে মাঠেই তর্ক জুড়ে দেন। ক্ষুব্ধ অশ্বীনকে দেখা যায় ব্যাট, গ্লাভস ডাগআউটে ছুড়ে দিতে। অখেলোয়াড়োচিত আচরণের জন্য তিরিশ শতাংশ জরিমানা।

হেডেনের 'বাজি' কুলদীপ

তরুণ ভারতকে নিয়ে সতর্ক করছেন জিমি

লন্ডন, ১০ জুন : পালাবদলের পর্বে ভারতীয় ক্রিকেট।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা-পরবর্তী যুগে ২০ জুন তরুণ ভারতীয় ব্রিগেডকে নিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনার অপেক্ষা। শুরুটা ইংলিশ কন্ডিশনে। চ্যালেঞ্জ তাই একটু বেশিই কঠিন। আশা-নিরাশার দোলাচল থাকলেও শুভমান গিলের তরুণ ভারতীয় টেস্ট দলকে গুরুত্ব দিচ্ছেন জেমস অ্যান্ডারসন।

আসন্ন সিরিজের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে (শচীন) তেন্ডুলকার-অ্যান্ডারসনের নামে। ইংল্যান্ডের সেই কিংবদন্তি পেসারের মতে, বিরাট-রোহিতরা না থাকলেও দল হিসেবে যথেষ্ট শক্তিশালী ভারত। ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজে যে উত্তেজনা, সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর দেখা যায়, তা বজায় থাকবে আসন্ন দ্বৈরথেও। বাইশ গজে ব্যাট-বলের দ্বৈরথে পারদ কমবে না।

উত্তেজক সিরিজের ভবিষ্যদ্বাণী করে অ্যান্ডারসন বলেছেন, 'বিরাট, রোহিতের অবর্তমানে সিরিজে ভারতীয় দলের চেহারায় বদল ঘটছে। তারপরও কিন্তু ওরা বেশ শক্তিশালী। বেশ কিছু দুর্দান্ত ক্রিকেটার রয়েছে। অপরদিকে, ইংল্যান্ডের নিজস্ব খেলার ধরন রয়েছে। সব মিলিয়ে উত্তেজক সিরিজের অপেক্ষায়।'

এদিকে, ম্যাথু হেডেন আবার কুলদীপ যাদবকে নিয়ে বড় দাবি করলেন। কিংবদন্তি অজি ওপেনারের মতে, টেস্ট জিততে কুড়ি উইকেট দরকার। আর যে লক্ষ্য পূরণে জসপ্রীত বুমরাহ নয়, তাঁর বাজি ভারতের চায়নাম্যান বোলার। ইংল্যান্ডের মাটিতে খেলার অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার প্রায় শূন্য কুলদীপের। ২০১৮ সালের সফরে একটি মাত্র টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। যে টেস্টে উইকেটহীন ছিলেন। দুই ইনিংসে ব্যাটিং করে রানের খাতা খুলতে পারেননি।

অবশ্য মাঝের সময়ে অনেক কিছু বদলেছে। চোট সারিয়ে ফেরা কুলদীপ ২.০ ভার্সন অনেক বেশি ধারালো। তাছাড়া রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসরে এবার বাড়তি সুযোগের হাতছানি। গৌতম গম্ভীরদের সেই পরামর্শ দিচ্ছেন হেডেন। জানান, চোখ বন্ধ করে ২০ জুন হেডিংলেতে

টেস্টের জন্য তৈরি হচ্ছেন তরুণ ভারতের নতুন অধিনায়ক শুভমান গিল।

> বিরাট, রোহিতের অবর্তমানে সিরিজে ভারতীয় দলের চেহারায় বদল ঘটছে। তারপরও কিন্তু ওরা বেশ শক্তিশালী। বেশ কিছু দুর্দান্ত ক্রিকেটার রয়েছে। অপরদিকে, ইংল্যান্ডের নিজস্ব খেলার ধরন রয়েছে। সব মিলিয়ে উত্তেজক সিরিজের অপেক্ষায়।
>
> **জেমস অ্যান্ডারসন**

শুরু প্রথম টেস্টের দলে রাখা উচিত চায়নাম্যান স্পিনারকে।

নাথান লায়োনের প্রসঙ্গ টেনে হেডেনের যুক্তি, 'ইংল্যান্ডে ভারতীয় দলের পারফরমেন্স কীরকম হয় দেখার জন্য মুখিয়ে আছি। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। কঠিন, মানসিক দৃঢ়তার পরীক্ষাও। আগেও বলেছি, ২০ উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রেও কুলদীপ অন্যতম ফ্যাক্টর হতে পারে ভারতের জন্য। অ্যাসেজে বরাবর প্রভাব ফেলেছে লায়োনের ধারাবাহিকতা। আমার বিশ্বাস, ভারতের হয়ে কুলদীপ সেই কাজ করতে সক্ষম হবে।'

আইসিসি হল অফ ফেমে জায়গা পাওয়ার পর বিশেষ স্মারক হাতে সানা মীর, ড্যানিয়েল ভেত্তোরি, গ্রেম স্মিথ, হাশিম আমলা ও ম্যাথু হেডেন। অনুপস্থিত মহেন্দ্র সিং ধোনি। মঙ্গলবার লন্ডনে।

আন্তর্জাতিক মঞ্চকে বিদায় পুরানের

পোর্ট অফ স্পেন, ১০ জুন : গত বছরের নভেম্বরে দেশের জার্সিতে শততম টি২০ খেলেছিলেন। জানিয়েছিলেন, আরও একশোটি টি২০ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিনিধিত্ব করতে চান। কিন্তু ভক্তদের চমকে দিয়ে মাত্র ২৯ বছর বয়সে হঠাৎই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন নিকোলাস পুরান।

সোমবার রাতে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই বিধ্বংসী ব্যাটার লেখেন, 'অনেক চিন্তাভাবনার পর আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের সকলের ভালোবাসার এই খেলা আমাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছিল। প্রতিবার ওই মেরুন জার্সিটা পরে মাঠে নামা, জাতীয় সংগীত গাওয়া সহ আরও অনেক এমন স্মৃতি রয়েছে, যেগুলো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।' বিদায়ি পোস্টে পুরান জানিয়েছেন, বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলা চালিয়ে যাবেন তিনি।

এবারের আইপিএলে বিধ্বংসী ফর্মে ছিলেন পুরান। ১৯৬.২৫ স্ট্রাইক রেটে ৫২৪ রান করার পাশাপাশি টুনার্মেন্টে সর্বাধিক ছয় (৪০) এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকেই। তবে অধিনায়কত্ব হারানোর পাশাপাশি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টি২০ সিরিজে ছিলেন না বাঁহাতি পুরান। তবে ফর্মে থাকা পুরানকে ধরেই আগামী বছরের কুড়ির বিশ্বকাপের পরিকল্পনা সাজাচ্ছিল ক্যারিবিয়ানরা। কিন্তু হঠাৎ তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের জন্য বড় ধাক্কা।

২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে অভিষেকের পর ৬১টি ওডিআইয়ে ১৯৮৩ এবং ১০৯টি টি২০-তে ২২৭৫ রান করেছেন পুরান। দেশের জার্সিতে কুড়ির ক্রিকেটে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার এবং রানের রেকর্ডও

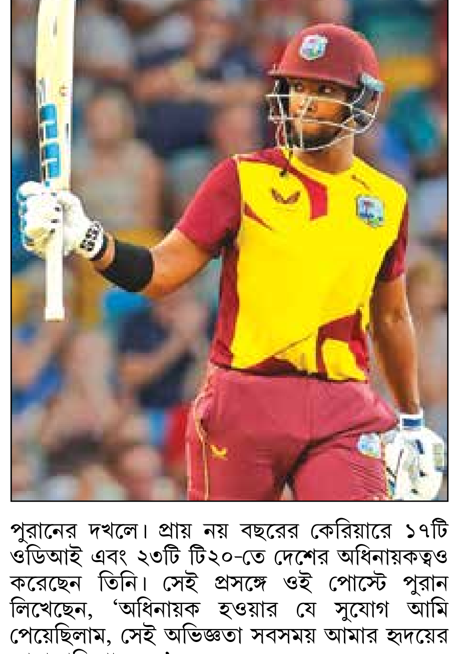

পুরানের দখলে। প্রায় নয় বছরের কেরিয়ারে ১৭টি ওডিআই এবং ২৩টি টি২০-তে দেশের অধিনায়কত্বও করেছেন তিনি। সেই প্রসঙ্গে ওই পোস্টে পুরান লিখেছেন, 'অধিনায়ক হওয়ার যে সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, সেই অভিজ্ঞতা সবসময় আমার হৃদয়ের কাছাকাছি থাকবে।'

কোচের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লেওয়ানডস্কি

ওয়ারশ, ১০ জুন : পোল্যান্ডের জাতীয় শিবিরে যোগ দেননি রবার্ট লেওয়ানডস্কি। কারণ স্পষ্ট না করলেও জানিয়েছিলেন তিনি মানসিকভাবে ক্লান্ত।

শুক্রবার মলডোভার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে খেলেননি। আশা করা হয়েছিল ফিনল্যান্ড ম্যাচের আগে ফিরবেন লেওয়ানডস্কি। কিন্তু কোথায় কী। ফিরলেন তো না, সেইসঙ্গে জাতীয় দলের কোচ মিখাল প্রোবিয়েৎসের বিরুদ্ধে রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন পোলিশ স্ট্রাইকার।

> পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রোবিয়েৎস কোচ থাকা পর্যন্ত আমি পোল্যান্ড জাতীয় দলে খেলব না। তবে আশা করছি আবারও সমর্থকদের সামনে খেলতে পারব।
>
> **-রবার্ট লেওয়ানডস্কি**

লেওয়ানডস্কি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন প্রোবিয়েৎসের ওপর তিনি আস্থা হারিয়েছেন। প্রোবিয়েৎস যতদিন দায়িত্বে থাকবেন, ততদিন জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপাবেন না লেওয়ানডস্কি। সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রোবিয়েৎস কোচ থাকা পর্যন্ত আমি পোল্যান্ড জাতীয় দলে খেলব না। তবে আশা করছি আবারও সমর্থকদের সামনে খেলতে পারব।'

এই ঘোষণার আগেই ইন্টার মিলানের পিওতর জেলেনস্কিকে নতুন অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নেন পোল্যান্ডের কোচ। মনে করা হচ্ছে তাতেই অসন্তুষ্ট লেওয়ানডস্কি।

স্বস্তির জয় ইতালির, আরও এগোলেন হাল্যান্ডরা

রোম ও তালিন, ১০ জুন : বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে মলডোভার বিরুদ্ধে স্বস্তির জয় ইতালির। অন্যদিকে, এস্তোনিয়াকে হারিয়ে আগামী বছরের বিশ্বকাপ খেলার পথে আরও এক ধাপ এগোল নরওয়ে।

আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডদের কাছে হারের পর লুসিয়ানো স্প্যালেত্তিকে হেড কোচের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইতালি ফুটবল ফেডারেশন। সেদিক থেকে মলডোভা ম্যাচই ইতালির ডাগআউটে তাঁর শেষ ম্যাচ ছিল। ফিফা ক্রমতালিকায় ১৫৪ নম্বরে থাকা দলটির বিরুদ্ধে ম্যাচটি ০-২ গোলে জিতেছে আজুরিরা। প্রথমার্ধে জিয়াকোমো রাসপাদোরি (৪০ মিনিট) ও দ্বিতীয়ার্ধে আন্দ্রে ক্যাম্বিয়াসো (৫০ মিনিট) গোল দুইটি করেন ইতালির হয়ে। জিতলেও বিদায়বেলায় একরাশ আক্ষেপ শোনা গেল স্প্যালেত্তির মুখে। আজুরিদের বিদায়ি কোচ বলেছেন, 'দলের

গোলের পর আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডকে অভিনন্দন নরওয়ের সতীর্থদের।

খেলায় আমি হতাশ। খারাপ লাগছে এই কথা ভেবে যে, আমার পরে যিনি দায়িত্ব নেবেন তাঁর জন্য ভালো দল রেখে যেতে পারলাম না।'

এদিকে, সোমবার রাতে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের অন্য ম্যাচে এস্তোনিয়াকে ০-১ গোলে হারাল নরওয়ে। ৬২ মিনিটে ম্যাচের জয়সূচক গোলটি হাল্যান্ডের। এই জয় আগামী বছর বিশ্বকাপ খেলার দিকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল নিশীথ সূর্যের দেশকে। বাছাই পর্বে চার ম্যাচের চারটিতেই জিতে এই মুহূর্তে গ্রুপ শীর্ষে নরওয়ে।

চ্যাম্পিয়ন এজি বেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুন : এনসিসি আন্তঃ অফিস ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল এজি বেঙ্গল। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ৮ উইকেটে ডব্লিউবিএসইডিসিএল-কে হারিয়েছে। প্রথমে ডব্লিউবিএসইডিসিএল ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০২ রান তোলে। জবাবে এজি বেঙ্গল ১৯.২ ওভারে ২ উইকেটে ২০৩ রান তুলে নেয়।

গতির সঙ্গে নিখুঁত বোলিংয়ে জোর প্রণবের

চেন্নাই, ১০ জুন : ভারতীয় ক্রিকেটে উমরান মালিক, মায়াঙ্ক যাদবদের উত্থান উল্কার গতিতে। বিপক্ষ ব্যাটারকে গতিতে পরাস্ত করে শিরোনামে এসেছেন সাম্প্রতিক সময়ে। এবার সেই তালিকায় জুড়তে চলেছে আরও একটি নাম- আরডি প্রণব রাঘবেন্দ্র।

গত রনজি ট্রফিতে তামিলনাড়ুর দলে থাকলেও মাত্র দুটি ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়েছিল। আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বোলিং বিভাগে মূল অস্ত্র হতে পারেন সেই প্রণব। সম্প্রতি প্রস্তুতিতে ১৪৭.৩ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে এই তরুণ তামিল পেসারের বল নজর কেড়েছে। তার প্রশিক্ষকরা বলছেন, খুব তাড়াতাড়িই হয়তো ১৫০-এর মাইলফলকও ছুঁয়ে ফেলবে প্রণব। তা হতে পারে ইংল্যান্ড সফরেই। যদিও দক্ষিণের তরুণ এই জোরে বোলার শুধু গতিতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে না। বরং আরও নিখুঁত বোলিংয়ের দিকেই তার নজর।

চেন্নাইয়ের ১৭ বছরের পেসার বলেছেন, 'গতি পছন্দ করি আমি। দ্রুত বল করতে চাই। তবে বাউন্সার বা হার্ড লেংথে বল করে ব্যাটারদের ভয় পাওয়ানোর অনুভূতিটা দারুণ। তার জন্য আমাকে আরও নিখুঁত হতে হবে। যে কারণে শুধু গতিতেই জোর দিচ্ছি না। বাকি দিকগুলিও যাতে ঠিক থাকে সেদিকেও লক্ষ রাখছি। ফিটনেসে গুরুত্ব দিচ্ছি।' এই সময়ে নিজের বোলিংয়ের ভিত আরও পোক্ত করে নিতে চাইছে প্রণব। একই সঙ্গে আগামী বছর অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। সেই দলে জায়গা করে নেওয়াই তার পরবর্তী লক্ষ্য।

অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রস্তুতিতে ১৪৭.৩ কিলোমিটার গতিতে বল করে চমকে দিয়েছেন আরডি প্রণব রাঘবেন্দ্র।

এক নম্বরেই রইলেন সিনার

লন্ডন, ১০ জুন : কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার কাছে ফরাসি ওপেনের খেতাব খুইয়েছেন। তবুও এটিপি ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন জানিক সিনার। রোলাঁ গারোঁয় টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা ছুঁয়েও দুই নম্বরেই আলকারাজ।

গতবছর সেমিফাইনালে আলকারাজের কাছেই হেরে ফরাসি ওপেন থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল সিনারকে। এবার খেতাব জিততে না পারলেও ফাইনালে ওঠার সুবাদে তাঁর প্রাপ্তি ৫০০ পয়েন্ট। সেই জায়গায় চ্যাম্পিয়ন হয়েও এটিপি-তে আলকারাজের প্রাপ্তি শূন্য। ১০ হাজার ৮৮০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে সিনার। তাঁর থেকে দুই হাজারেরও বেশি পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছেন স্প্যানিস টেনিস তারকা। ৬ হাজার ৩৮৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আলেকজান্ডার ভেরেভ। এদিকে ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে ভেরেভকে হারানোর সুবাদে এটিপি র‍্যাংকিংয়ে একধাপ উঠলেন নোভাক জকোভিচ। তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছেন সার্বিয়ান তারকা।

ইংলিশ কন্ডিশনে মজে অর্শদীপ

লন্ডন, ১০ জুন : বাতাসে ঠান্ডার আমেজ।

মেঘ-রোদ্দুর-বৃষ্টির খেলা তো রয়েইছে। তার সঙ্গে 'হট চকোলেট' ও স্প্যানিশদের পছন্দের খাবার 'চোরু'। আর তাতেই মেতেছেন ভারতীয় টেস্ট ব্রিগেডের পেস বিভাগের নবাগত সদস্য অর্শদীপ সিং। লর্ডসকে আপাতত সাময়িক 'বিদায়' জানিয়ে ভারতীয় দলের নতুন ঠিকানা কেন্টের বেকেনহাম স্টেডিয়াম। যেখানে চলবে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি।

বেকেনহামের সবুজে ভরা যে মাঠে মন মজেছে অর্শদীপের। একেবারে নাকি বাড়ির অনুভূতি। তার সঙ্গে চিরাচরিত ইংলিশ কন্ডিশন এবং চকোলেটে চোরু ডুবিয়ে খাওয়ার স্বাদ। অনুভূতি সবার সঙ্গে ভাগও করে নিয়েছেন। বিসিসিআই টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'এখানে এসে দারুণ লাগছে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বাড়ির অনুভূতি পাচ্ছি। আগেও এখানে মাসদুয়েক কাটিয়েছি। দারুণ লাগছে ফের আসতে পেরে। আরও অনেক ভালো স্মৃতি নিয়ে ফিরতে চাই।'

লন্ডনের পাশে কেন্ট তুলনায় ছোট শহর। কিন্তু এখানকার প্রকৃতি, শান্ত পরিবেশের হাতছানি অস্বীকার করা মুশকিল। 'বাগানের শহর'-ও বলা হয়। অর্শদীপের কথায়, তুলনায় ছোট জায়গা হলেও কেন্টের শান্ত পরিবেশটা দুর্দান্ত। আশপাশে ভিড় নেই। সবসময় একটা ঠান্ডা হাওয়া বইতে থাকে। তার সঙ্গে শুধু হট চকোলেট আর চোরু নিয়ে বসে পড়লেই ব্যাস।

পরিবেশে ভারতীয় দল মজলেও বেকেনহাম মাঠের প্রস্তুতি পিচ কপালে ভাঁজ ফেলছে গৌতম গম্ভীরদের। মূলত পাটা উইকেট, ব্যাটিং স্বর্গ হিসেবে পরিচিত এখানকার বাইশ গজ। সাদা বলের মারকাটারি ক্রিকেটের জন্য একেবারে আদর্শ। সেই পিচে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি কতটা যুক্তিযুক্ত হবে, প্রশ্ন উঠছে ভারতীয় শিবিরের মধ্যেই।

পিচ প্রস্তুতকারকরা অবশ্য আশ্বস্ত করছেন। তাঁদের দাবি, ভারতীয় দলের জন্য টেস্ট উপযুক্ত পেসার। কিন্তু সমস্যা হল, ভারতীয় বোলিং ব্রিগেডে বুমরাহ নামের একজন রয়েছেন। তারপর এরকম তুলনা, নিজেকে সেরা ভাবাটা বাড়িবাড়ি। অর্শদীপের ফোকাস তাই পারস্পরিক সহযোগিতায় দলের সাফল্যে যথাসম্ভব অবদান রাখা।

মূল সিরিজে নামার আগে ১৩

প্র্যাকটিস পিচ নিয়ে চিন্তা

প্রস্তুতির ফাঁকে বিশ্রামে অর্শদীপ সিং। কেন্টের বেকেনহামে মঙ্গলবার।

প্র্যাকটিস পিচের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। ব্যাটারদের মতো পেসাররাও সুবিধা পাবেন। স্পোর্টিং পিচ। ভারতের প্রস্তুতির ভাবনায় কোনও বিঘ্ন ঘটবে না। তবে ঘটনা হল, প্রথম দিনের প্র্যাকটিসের পর আরও ভালো উইকেটের দাবি জানিয়েছে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট।

জসপ্রীত বুমরাহ অবশ্য প্রথম নেট সেশনেই ঝড় তুলেছেন। যা সামলাতে হিমসিম সতীর্থরাও। টেস্ট সিরিজে যা বজায় থাকলে গম্ভীরদের অনেক চিন্তা দূর হয়ে যাবে। সিনিয়ার যে সতীর্থকে নিয়ে শ্রদ্ধার সুর অর্শদীপের গলাতেও। নিজেকে সবসময় সেরা মনে করেন বাঁহাতি তারিখ ইন্ট্রা স্কোয়াড প্রস্তুতি ম্যাচে অংশ নেবে ভারতীয় টেস্ট দল। সোমবারই 'এ' দলের সিরিজ শেষ হয়েছে। ইংল্যান্ডে থাকা 'এ' দল ও টেস্ট দলের খেলোয়াড়রা মিলে নিজেদের মধ্যে ১৩ জুন থেকে শুরু করবে যে ম্যাচ প্রস্তুতি।

এদিকে, বেকেনহামে আসার আগে বড়সড়ো কাণ্ড ঘটিয়েছেন ঋষভ পন্থ। বিশাল ছক্কায় লর্ডসের ট্রেনিং গ্রাউন্ডের ছাদই নাকি ভেঙে ফেলেছেন! বেন স্টোকস ব্রিগেডের বিরুদ্ধে নামার আগে ক্রিকেট-মক্কায় চেনা মেজাজে প্র্যাকটিস সারেন। ওয়াশিংটন সুন্দরকে মারা ঋষভের স্লগ সুইপ সজোরে গিয়ে আঘাত করে ছাদে। আর তাতেই বিপত্তি।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জার্সি গায়ে সেলফি রবীন্দ্র জাদেজার।

আরসিবি মালিক বদলের সম্ভাবনা

পদপিষ্টের ঘটনায় মর্মাহত দ্রাবিড়

বেঙ্গালুরু, ১০ জুন : আঠারো নম্বর প্রচেষ্টায় প্রথমবার সাফল্য।

যদিও পদপিষ্টের ঘটনা বিজয়োৎসবের মেজাজে জল ঢেলে দিয়েছে। বিতর্ক, অভিযোগ, আইনি তর্জায় জেরবার পরিস্থিতি। এর মধ্যেই চাঞ্চল্যকর খবর, নতুন আইপিএল জয়ী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মালিকানা বদল হতে চলেছে। দলের বর্তমান মালিক দিয়াজিও পিএলসি চাইছে দল বিক্রি করে দিতে।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দর ঊর্ধ্বমুখী। ২ বিলিয়ন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬,৮৩৪ কোটি টাকার বেশি দর আশা করছে তারা। দর পেলে শেয়ার ছেড়ে দেবে দিয়াজিও পিএলসি। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি ফ্র্যাঞ্চাইজি ঘনিষ্ঠ সূত্রের। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে এখনও চূড়ান্ত কিছু জানানো হয়নি।

এদিকে, পদপিষ্টের ঘটনায় মর্মাহত রাহুল দ্রাবিড়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রাক্তন তারকা। ভারতীয় দলের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী কোচ বলেছেন, 'অত্যন্ত হতাশাজনক ঘটনা। বেঙ্গালুরু বরাবরই ক্রীড়াপ্রেমী শহর। আমার উঠে আসা এখান থেকেই। শুধু ক্রিকেট নয়, অন্যান্য খেলাকেও ভালোবাসে বেঙ্গালুরুর মানুষ। ফুটবল হোক বা কাবাডি- সব খেলা দেখে। সেই শহরে এই রকম ঘটনা সত্যিই হৃদয়বিদারক। দুর্ভাগ্যজনক। এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে।'

বিশালের ভুলেই স্বপ্নভঙ্গ ভারতের

হংকং-১ (স্টেফান) ভারত-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জুন : সৌদি আরব ২০২৭ এশিয়ান কাপে ভারতের পৌঁছানোর স্বপ্ন বিলীন হওয়ার পথে।

বাংলাদেশ ম্যাচ ড্রয়ের পর হংকংয়ের বিপক্ষে এবার হার ভারতের। ৯৩ মিনিটে বিশাল কেইথের করা ফাউলে পেনাল্টি প্রাপ্তি হংকংয়ের। স্টেফান পেরেরা পেনাল্টি থেকে গোল করতেই জয়ের আবেগে উদ্বেল হলেন কাউলুনের কাই তাক স্টেডিয়ামের ৫০ হাজার দর্শক। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে আফগানিস্তানের কোচ হিসাবে ভারতকে ছিটকে দেওয়ার পর এবারও মোটামুটিভাবে এশিয়ান কাপের আশাও মোটামুটিভাবে শেষ করে দিলেন অ্যাসলে ওয়েস্টউড। গ্রুপ থেকে একটি দলই যেহেতু যাবে, ফলে হংকং ৪ পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে গেল অনেকটা। সিঙ্গাপুর ২-১ গোলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জেতায় হংকংয়ের সঙ্গে তাদের পয়েন্টও সমান হল। এবং দুই দলেরই গোলপার্থক্য +১।

অথচ যতই বিদেশিদের (নিউট্রালাইজ ফুটবলার) নাগরিকত্ব দিয়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করুক হংকং, তাদের এখনও আহামরি বলা যাবে না। তবু ভারতের এই হাল কেন? কারণ দেশের হয়ে খেলার জন্য উজ্জীবিত হচ্ছেন না ফুটবলাররা। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি। হয়তো এর পিছনেও নানা কারণ আছে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের পর থেকে ভারতীয় দলকে ঘিরে যে অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি করেছেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন কর্তারা, হয়তো তার প্রভাবেই হচ্ছে এসব। আগ্রহ নেই মানোলো মার্কুয়েজেরও। এভাবে ভালো ফল হয় না। শেষদিকে তিনিও ডিফেন্স সংগঠন নষ্ট করে ফেললেন আশিস রাইয়ের জায়গায় বরিস সিং থাংজামকে নামিয়ে।

পদত্যাগ করার আগ্রহ আগে প্রকাশ করলেও এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে মানোলোকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন, 'এটা এই বিষয়ে আলোচনা করার সময় নয়।'

এদিন সুনীল ছেত্রীকে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁর মতো অভিজ্ঞকে যদি শুরুই না করানো হবে, তাহলে ফেরানো হল কেন? ছিলেন না মনবীর সিং ও আয়ুষ দেব ছেত্রীও। বদলে আসেন ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে ও সুরেশ সিং ওয়াংজাম। আগে ছাঙ্গতে নম্বর ৯ পজিশনে খেলেছেন। কিন্তু তাঁকে ডানদিকেই রেখে মানোলো এদিন আশিক কুরুনিয়ানকে খেলালেন ওই জায়গায়। ব্র্যান্ডন ঠিক পিছনে নম্বর ১০ পজিশনে। ৩৫ মিনিটে সহজতম সুযোগ নষ্ট করে আশিক বুঝিয়ে দেন, জায়গাটা তাঁর নয়। লিস্টনের বাঁদিক থেকে ক্রস আশিকের পায়ে পড়লে তিনি ডান পায়ে মারলেই গোল হত। কিন্তু আশিকের বাঁ পায়ের শট বাইরে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও ঠিক একইভাবে সুবিধাজনক পরিস্থিতি থেকে বাইরে মারেন। প্রথমার্ধে হংকংও একটা ভালো সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। ৬৪ মিনিটে ম্যানুয়েল রডরিগেজের শট আঙুল ছুঁয়ে বারের উপর তুলে দুর্দান্ত বাঁচালেও শেষরক্ষা করতে পারলেন না বিশাল। ভারতের দুই সাইডব্যাকের মধ্যে আশিসের জায়গায় রাহুল ভেকেকে খেলানোর কথা ভাবা উচিত। নাওরেম মহেশ সিংকে নামানোর পর মাঝমাঠ

ডান পায়ে শট নিলেই গোল ছিল। কিন্তু বাঁ পায়ে শট নিলেন আশিক কুরুনিয়ান। হল না গোল, পয়েন্টও।

থেকে বল সরবরাহ বাড়লেও প্রতিপক্ষ বক্সে উন্নতি তেমন হয়নি। ৮১ মিনিটে সুনীলের ব্যাকহিলে সাজিয়ে দেওয়া বল বিশ্রিভাবে নষ্ট করেন লিস্টন। ৮২ মিনিটে ছাঙ্গতের মাইনাস থেকে সুনীলের শট হংকং ডিফেন্স না বাঁচালে হয়তো অন্তত এক পয়েন্ট ঘরে আসত।

ম্যাচের পর সন্দেশ যদিও বললেন, 'জানি আমার দেশের মানুষ অত্যন্ত হতাশ আজ। কিন্তু আমাদের হাতে আরও চারটি ম্যাচ আছে। ফিরে আসার চেষ্টা করব।' কিন্তু তাঁর কান্নাভেজা গলার স্বরই বুঝিয়ে দিয়েছে তাঁদের স্বপ্নভঙ্গের কথা।

ভারত ঃ বিশাল, আশিস (বরিস), আনোয়ার, সন্দেশ, অভিষেক, ছাঙ্গতে (রাহুল), সুরেশ, আপুইয়া, লিস্টন, ব্র্যান্ডন (মহেশ) ও আশিক (সুনীল)।

প্রথম ডিভিশনে ড্র ইউনাইটেড-মিলনপল্লির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার গ্রুপ 'বি'-তে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ও নকশালবাড়ি ইউনাইটেড

'আপত্তি করেননি রেফারি'

ক্লাবের খেলা ২-২ গোলে ড্র হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৩ ও ৬৬ মিনিটে মিলনপল্লির অভিষেক রাউত জোড়া গোল করেন। ইউনাইটেডের গোলস্কোরার দীপক ওরাওঁ ও যমুনা ওরাওঁ। গোল দুইটি হয় যথাক্রমে ২১ ও ৪৫ মিনিটে। ম্যাচের সেরা হয়ে মিলনপল্লির অভয়কুমার যাদব পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি।

প্রায় একই রকম রংয়ের জার্সি পরে খেলল মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ও নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব। মঙ্গলবার।

এদিন দুই দলের জার্সির রং প্রায় এক হয়ে যাওয়া নিয়ে বেশ কয়েকজন ফুটবলপ্রেমী কটাক্ষ করেছেন। যার উত্তরে ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী বলেছেন, 'দুটো দল ও রেফারির এতে আপত্তি না থাকলে আমার কী করার আছে?' একই সুরে ফুটবল সচিব সুমন ঘোষেরও মন্তব্য, 'টসের আগে দুই দলের জার্সি একরকম দেখে রেফারি পরিবর্তন করে নিতে বলেন। এরপর কোনও আপত্তি আসেনি। রেফারি-লাইন্সম্যান কেউই সমস্যার কথা জানাননি।' কিন্তু তারপরও প্রশ্ন উঠছে, দর্শকদের বিভ্রান্তি এড়াতে সাদা জার্সি কি একটি দলকে দেওয়া যেত না?

বুধবার গ্রুপ 'বি'-তে খেলবে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ও ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাব।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে স্বস্তিকা যুবক সংঘের আমন সিং।

জিতল স্বস্তিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জুন : সবুজের অভিযানের অনূর্ধ্ব-১৮ সামার ভ্যাকেশন চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি ক্রিকেটে মঙ্গলবার স্বস্তিকা যুবক সংঘ ৩ উইকেটে হারিয়েছে আরবিএস-কে। টসে জিতে আরবিএস ১৮.৪ ওভারে ১৩৬ রানে অল আউট হয়। বিবেক রায় ৩৬ ও মহম্মদ সাহিল রাজা ২০ রান করে। ম্যাচের সেরা আমন সিং ১০ রানে নিয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেছে প্রিয়াংশু আচার্য (১৭/২), অনিকেত উপাধ্যায়ও (৩২/২)। জবাবে স্বস্তিকা ১৭ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৭ রান তুলে নেয়। অরিজিৎ বর্ধন ৩৬ ও রাঘব দাস ১৮ রান রেখে এসেছে। সাহিল ১৭, বিবেক ৩৫ ও কামিল হোসেন ৪৪ রানে নিয়েছে ২ উইকেট।

দিনের অন্য খেলায় পতিরাম ক্রিকেট অ্যাকাডেমি প্রয়োজনীয় তথ্য জমা না করতে পারায় তাদের প্রতিপক্ষ দাদাভাই ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে বলে সবুজের অভিযানের ক্রীড়া সচিব কিশোর ভগৎ জানিয়েছেন।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া BOI
Bank of India
শিলিগুড়ি জোনাল অফিস, জেনারেল অপারেশন ডিপার্টমেন্ট, গোয়াল ম্যানসন, প্রণামী মন্দির রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১
যোগাযোগের নং-৮৩৪৮২৬৬৬০০, ইমেল:-Siliguri.GOD@bankofindia.co.in
ভাড়া/ইজারার জন্য প্রেমিসেসের প্রয়োজন
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, শিলিগুড়ি জোনাল অফিসের সেবক রোড কসমস মলের নিকটে পোস্ট ঃ সেবক রোড এবং থানা-ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গে একটি সুনির্মিত ইজারার ভিত্তিতে ১৫০০-১৮০০ বর্গফুট (আনুমানিক) পরিমাপের, নীচতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেসের প্রয়োজন। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.bankofindia.co.in-এ 'টেন্ডার' ট্যাবটি পরিদর্শন করুন অথবা উপরে উল্লিখিত আমাদের জোনাল অফিসের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। সিলমোহর করা খামে দুটি বিড সহিত আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হল:- ৩০.০৬.২০২৫ বিকাল ৩:০০টা পর্যন্ত। ব্যাংকের কোনওরকম কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সকল বিড বাতিল করার অধিকার রয়েছে।
জোনাল ম্যানেজার
বিওআই শিলিগুড়ি জোন

Indian Institute of Packaging
Kolkata Centre
Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India
ADMISSION OPEN FOR 2025 POST GRADUATE DIPLOMA IN PACKAGING (PGDP) (TWO YEARS FULL TIME) AT IIP-KOLKATA
Applicants can also apply through online- https://iiponline.iip-in.com/UI/Pages/PGDP-Instructions.aspx
AGE LIMIT
Max. 30 years for General Category, 33 Years for OBC and 35 Years for SC/ ST as on 31/05/2025.
PROSPECTS
Excellent Opportunity for placement in Food, Pharma, FMCG including MNCGs and other Companies in India and overseas. Over 3700 alumni are working in Industries in India and abroad. Application forms prospectus can be obtained on payment of Rs.500/-.
ELIGIBILITY
Graduate degree in Science (Physics / Chemistry/ Mathematics / Microbiology or Biochemistry as the main subject or one of them as second subject in the three year degree). B. Tech / B.E. in Chemical Mechanical, Electrical, Electronics, Civil, Bio Chemistry Agriculture, Food Science, Polymer Science, B. Pharma, Printing, Engineering or Technology degree of a AICTE / recognized University with minimum second class.
ADMISSION
Through Entrance Examination (IIPCET-2025) at Mumbai, Delhi, Kolkata, Hyderabad and Ahmedabad on 22nd June, 2025.
INDIAN INSTITUTE OF PACKAGING, KOLKATA CENTRE
Block-CP-10, Sector-V, Salt Lake, Kolkata - 700 091, Ph: 033-2367 6016/0763, Email: iipkolkata@iip-in.com
Website: www.iip-in.com
Dr. Bidhan Das- Deputy Director & Branch Head - Mob No.: 8017219939 / WhatsApp No. 8240248723
Dr. Nilay Kanti Pramanik - Course Co-Ordinator - Mob No.: 8355957469/WhatsApp No. 8355957469
Major Recruiters
Last Date for receiving filled application forms: 15th June, 2025
APPLY NOW

কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে চারটি সোনাজয়ী প্রতীতি পালকে সংবর্ধনা দিল সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। তার হাতে স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

ফাইনালে মোঙ্গরা

কালচিনি, ১০ জুন : গ্লোরি কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল শামুকতলার মোঙ্গরা ফুটবল ক্লাব। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে নেপালের উরলাবাড়ি ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে জিতেছে। মঙ্গলবার কালচিনি থানা মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

লড়েও হার শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জুন : আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের একদিনের ক্রিকেটে মঙ্গলবার হুগলির বিরুদ্ধে লড়াই করেও ২ উইকেটে হেরে গেল শিলিগুড়ি। চুঁচুড়ায় টসে হেরে শিলিগুড়ি ৪০.৪ ওভারে ১১১ রানে অল আউট হয়। রবিন চৌধুরী ২০, নরোদেব বর্মন ১৭ ও সাগ্নিক দত্তমজুমদার ৯ রান করে। আকাশ তরফদারের অবদান ১৪। স্বর্ণদীপ নন্দী ১৬ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে নরোদেব (১৮/৩) ও হৃষীকেশ সরকারের (২৩/২) দাপটে হুগলি ৬০/৮ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নবম উইকেটে অবিনাশ রাঠি (অপরাজিত ৩৩) ও আদিত্য ঠাকুরের (অপরাজিত ২১) ৫২ রানের পার্টনারশিপ শিলিগুড়ির বোলাররা ভাঙতে পারেনি। হুগলি ৩১ ওভারে ৮ উইকেটে ১১২ রান তুলে নেয়। বৃহস্পতিবার মালদার বিরুদ্ধে নামবে শিলিগুড়ি।

শিলিগুড়ির নেতৃত্বে গৌরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জুন : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ জেলা একদিবসীয় ক্রিকেটের জন্য শিলিগুড়ি দল ঘোষিত হয়েছে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন দলে রয়েছে - গৌরব মুন্ডা (অধিনায়ক), যুবরাজ সিং (সহ অধিনায়ক), আকাশ তরফদার, প্রবীণ ছেত্রী, তুফান রায়, রুদ্রবীর সিং, দেবাংশ সেন, মৈনাক দে, রোশন শা, অরিত্র চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রনীল দেব, আয়ুষ সাহা, সৈকত দাস, নিরুপম বর্মন, অভিজিৎ মজুমদার ও নৈতিক বিশ্বাস। কোচের দায়িত্বে ধ্রুবজ্যোতি বল চৌধুরী। ম্যানেজার তোতা শেখ। বারাসতে ১৩ থেকে ১৮ জুন প্রতিযোগিতাটি চলবে।

হারল রিপর্ণা, কৃত্তিকা

বালুরঘাট, ১০ জুন : ত্রিধারা ক্লাব ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার পরিচালনায় ও বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার তত্ত্বাবধানে রাজ্য র‍্যাংকিং স্টেজ টু টেবিল টেনিস মঙ্গলবার শুরু হল। ত্রিধারা ক্লাবে উদ্বোধনী দিনে অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠেছে শিলিগুড়ির রূপকথা দাস ও উত্তর ২৪ পরগনার দেবপ্রিয়া কর্মকার। প্রথম সেমিফাইনালে দেবপ্রিয়া ৩-১ গেমে হুগলির স্নেহা চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রূপকথা একই ব্যবধানে শিলিগুড়ির কৃত্তিকা শৈবর বিরুদ্ধে জয় পায়। অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠেছে পূর্ব কলকাতার নন্দিনী মণ্ডল ও উত্তর ২৪ পরগনার স্নেহা দাস। প্রথম সেমিফাইনালে নন্দিনী ৩-২ গেমে শিলিগুড়ির রিপর্ণা সাহাকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে স্নেহা ৩-১ গেমে উত্তর কলকাতার অঙ্কিতা মাহাতোর বিরুদ্ধে জয় পায়।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নাসিক-এর এক বাসিন্দা

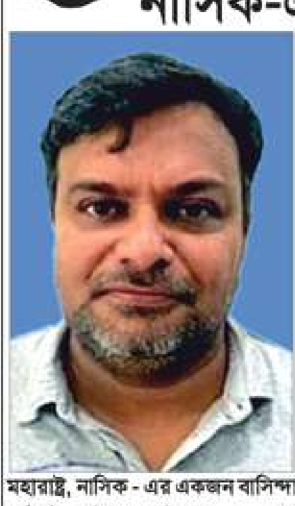

মহারাষ্ট্র, নাসিক - এর একজন বাসিন্দা রোহণ ভাস্কর সাভকর - কে 09.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 44G 72444 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সত্যিই অভিভূত এবং ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। একজন কোটিপতি হওয়ার পর আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে। বছরের পর বছর ধরে আর্থিক কষ্টের মধ্যে থেকে এখন আমি বেরিয়ে এসেছি এবং অবশেষে আমার পরিবারকে সাহায্য করার এবং একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার উপায় আমার কাছে এসেছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

MASSEY FERGUSON
জমিতে ম্যাসী মনেতে ট্যাফে
DynaSmart
এসে গেছে
ম্যাসী ডায়নাস্মার্ট 4WD সিরিজ
সবথেকে বড় স্মার্ট অল-রাউন্ডার
TAFE 65 YEARS

MF 254 ডায়নাস্মার্ট 4WD | 50HP (36.76 kW)
সীল করা ফ্রন্ট অ্যাক্সেল
উচ্চতর PTO উচ্চতা
কোম্পানি ফিটেড হাই-লাগ টায়ার্স
24 SPEED SUPER SHUTTLE
ডুয়েল ডায়াফ্রাম ক্লাচ
*শর্ত প্রযোজ্য
ডীপ পাডলিং স্পেশালিস্ট ★★★★★
Product of Superior Technology from TAFE
masseyfergusonindia.com
✆ 91473 73243 / 91473 73246